সাইয়েদ হামেদ আলী

ইসলাম আপনার কাছে কি চায় ?

আবদুস শহীদ নাসিম
অনূদিত

ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?

সাইয়েদ হামেদ আলী

আবদুস শহীদ নাসিম
অনুদিত

শতাব্দী প্রকাশনী

www.pathagar.com

ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?

সাইয়েদ হামেদ আলী

অনুবাদ

আবদুস শহীদ নাসিম

শ. প্র: ৩৪

ISBN : 984-645-033-0

© Translator

প্রকাশক

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৮৩১৭৪১০, মোবা : ০১৭৫৩৪২২২৯৬

ই-মেইল : shotabdipro@yahoo.com

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯১ ঈসায়ী

পঞ্চম মুদ্রণ : জুলাই ২০১৩ ঈসায়ী

কম্পোজ

এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

মুদ্রণ

আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস

দাম : ৯০.০০ টাকা মাত্র

শতাব্দী প্রকাশনী

ISLAM APNAR KACHE KEE CHAY By Sayyed Hamed Ali, Translated by Abdus Shaheed Naseem, Published by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217 , First Edition : December 1991, 5th print : July 2013.

Price Tk. 90.00 Only.

www.pathagar.com

অনুবাদকের আরয

সাইয়েদ হামেদ আলী উপমহাদেশের একজন নামকরা আলিমে দীন। তাঁর রচিত 'ইসলাম আ-পসে্ কিয়া চাহ্তা হায়?' গ্রন্থটি উর্দূভাষী পাঠকদের কাছে খুবই পরিচিত ও সমাদৃত।

ইসলামের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মৌলিক পরিচয় লেখক এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং সত্যিকার মুসলিম হবার আকাংখা যাদের অন্তরে রয়েছে, তারা এ গ্রন্থের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে উপকৃত হবেন।

গ্রন্থটির বৈশিষ্ট হলো, লেখক কুরআনের মুহকাম আয়াত ও প্রমাণিত হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে দিয়ে তাঁর সমস্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এর অধ্যয়নকালে সচেতন পাঠক অনুভব করবেন, গ্রন্থকার যেনো বিষয়ের ভিত্তিতে কুরআনের আয়াত এবং হাদিস চয়ন করে করে সাজিয়ে দিয়েছেন। এ কারণেই গ্রন্থটির প্রতি আমার আকর্ষণ ছিলো। আর এ আকর্ষণের ফলেই এর অনুবাদে উদ্বুদ্ধ হই।

আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং পাঠকদেরকে গ্রন্থটি থেকে জীবনের আলো গ্রহণ করার তৌফিক দিন। আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম

১১-৮-১৯৯১

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. ইসলাম মানবতার ধর্ম	৯
● মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ	৯
● আল্লাহর আনুগত্য করাই বিবেকের দাবি	১০
● আল্লাহর আনুগত্য করার নামই ইসলাম	১১
● ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম	১২
● ইসলাম নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা	১৩
● ইসলাম মানুষকে প্রকৃত মানুষ বানায়	১৫
● ইসলাম আল্লাহর শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ	১৬
২. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক	২০
● আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়াই ইসলামের মূল ভিত্তি	২১
● শুধুমাত্র আল্লাহ্কেই ইলাহ্ বলে স্বীকার করুন	২২
● কেবলমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করুন	২২
● আল্লাহ্কে সদা স্মরণে রাখুন	২৪
● তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করুন	২৭
● আল্লাহ্কে ভয় করুন এবং তাঁর উপর ভরসা করুন	২৯
● আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ আনুগত্য করুন	৩১
● আল্লাহ্র আইন মেনে চলুন	৩৫
● রসূলের পূর্ণ অনুসরণ করুন	৩৮
৩. ইসলামে পারস্পারিক অধিকার	৪০
● ইসলামে অধিকারের গুরুত্ব	৪১
● অধিকার নষ্ট করার করুণ পরিণতি	৪৪
● সুবিচার	৪৬
● সদাচরণ	৪৯
● অসহায়দের সেবা	৫০

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা

- প্রতিবেশির অধিকার ৫১
- মাতা পিতার অধিকার ৫২
- আত্মীয় স্বজনের অধিকার ৫৩
- স্বামী স্ত্রীর অধিকার ৫৫
- সন্তান সন্ততির অধিকার ৫৬
- অমুসলিমদের অধিকার ৫৯
- মুসলমানের অধিকার ৬২

৪. আমলে সালেহ্ ও উত্তম চরিত্র ৭০
- আমলে সালেহ্র গুরুত্ব ৭১
- আমলে সালেহ্র সঠিক অর্থ ৭৩
- ইসলামে উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব ৭৫
- সুবিচার ৭৬
- সত্য কথা বলা ৭৭
- প্রতিশ্রুতি পালন ৭৯
- আমানতদারী ৮০
- বিশ্বস্ততা ৮১
- লজ্জাশীলতা ৮৪
- বিনয় ৮৮
- কোমলতা ৯০
- ক্ষমা ৯১
- কৃতজ্ঞতা ৯৩
- সবর ৯৫
- দান ৯৮
- যবানের হিফাযত ১০০

৫. আদর্শ পরিবার গঠন ১০২
- প্রিয়জনদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান ১০২
- প্রিয়জনদের জন্যে রসূলুল্লাহ্র পেরেশানি ১০৪
- সন্তানদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলুন ১০৭

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা

৬. ইসলামের দাওয়াত দান	**১০৯**
● মানুষকে আল্লাহর পথে আনার জন্যে চাই পেরেশানি	১০৯
● উম্মতে মুহাম্মদির দাওয়াত দানের দায়িত্ব	১১১
● বিশ্ববাসীর কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব	১১২
● হিদায়াত করার মালিক আল্লাহ	১১৫
৭. সুকৃতির আদেশ দুষ্কৃতির প্রতিরোধ	**১১৭**
● সুকৃতির আদেশ এবং দৃষ্কৃতির প্রতিরোধও করতে হবে	১১৭
● সুকৃতির আদেশ এবং দৃষ্কৃতির প্রতিরোধ না করার ক্ষতি	১১৮
● সামাজিক প্রতিরোধ ও সহযোগিতা পদ্ধতি চালু করুন	১২০
● সুকৃতিতে নিজেদের অগ্রগামী হতে হবে	১২১
৮. আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করা	**১২২**
● দীন বিজয়ী না থাকলে গায়রুল্লাহর আইন মানতে হয়	১২২
● পরকালীন মুক্তির জন্যেও দীনের বিজয় আবশ্যক	১২৩
৯. সংগঠন ও আনুগত্য	**১২৬**
● সংগঠন ও জামায়াতবদ্ধতা ইসলামে অপরিহার্য	১২৭
● দলীয় জীবনের উদ্দেশ্য	১২৮
● নেতৃত্বের আনুগত্য ফরয	১২৯
১০. নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা	**১৩২**
১১. ইকামতে দীন	**১৩৬**

❖

www.pathagar.com

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفا

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا.

অর্থ : সুতরাং একমুখী হয়ে গোটা জীবন-লক্ষ্য আল্লাহর দীনের দিকে এককেন্দ্রিক করে নাও। তোমরা সেই প্রকৃতির উপর এসে দাঁড়াও, যার উপর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন মানুষকে।' (সূরা আর রূম : আয়াত ৩০)

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি, যিনি পরম দয়ালু, পরম করুণাময়।

www.pathagar.com

১

ইসলাম মানবতার ধর্ম

● মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ

মহান আল্লাহ আমাদের জীবন দান করেছেন। মানুষ বানিয়েছেন। অসংখ্য সৃষ্টির উপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সর্বোত্তম যোগ্যতা দান করেছেন। শক্তি সামর্থ দান করেছেন। কাজ করার অংগ প্রত্যংগ দান করেছেন। এই সুন্দর পৃথিবীতে বসবাস করতে দিয়েছেন। পৃথিবীতে সকল সৃষ্টিকূলের উপর আমাদের ক্ষমতা ও নেতৃত্ব দান করেছেন :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً.

অর্থ : আমরা আদম সন্তানদের সম্মান ও মর্যাদা দান করেছি। জলে স্থলে চলবার বাহন দান করেছি। উত্তম ও পবিত্র জিনিসের জীবিকা দান করেছি। তাছাড়া আমার বহু সৃষ্টির উপর তাদের মর্যাদাবান করেছি।' (সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত ৭০)

পৃথিবীর সমস্ত জিনিস তিনি আমাদেরই জন্যে সৃষ্টি করেছেন :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيْعًا. (البقرة : ٢٩)

অর্থ : তিনিই আল্লাহ, যিনি পৃথিবীর সকল জিনিস তোমাদেরই জন্যে সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা আল বাকারা : আয়াত ২৯)

শুধু তাই নয়, বরঞ্চ গোটা সৃষ্টি জগতের অসংখ্য জিনিস তিনি আমাদের সেবা ও কল্যাণে নিয়োগ করেছেন :

اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوتِ وَالاَرْضَ وَاَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزقًا لَّكُم وَسَخَّرَلَكُمُ الفُلْكَ لِتَجرِى فِى البَحرِ بِاَمرِه وَسَخَّرَلَكُمُ الاَنهَارَ. وَسَخَّرَلَكُمُ الشَّمسَ

www.pathagar.com

وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. وَآتَاكُم مِنْ كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ. (ابراهيم : ٣٢-٣٤)

অর্থ : আল্লাহই মহাবিশ্ব আর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। উপর থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। সে পানি দিয়ে তোমাদের খাবার ফল ফলাদি পয়দা করেছেন। তোমাদের জন্যে জাহাজ-নৌকাগুলোকে অনুগত করে দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশে সেগুলো তোমাদের নিয়ে নদী ও সমুদ্রে চলাচল করে। তিনি নদী এবং সমুদ্রকেও তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। সূর্য চাঁদকেও তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। ওরা প্রতিনিয়ত তাঁর হুকুমে কাজ করে চলছে। রাত দিনকেও তিনি তোমাদের সেবক বানিয়ে দিয়েছেন। তোমরা যা চেয়েছো, সবই তিনি তোমাদের দিয়েছেন। তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহকে যদি তোমরা হিসাব করো, তবে তা গুণে শেষ করতে পারবেনা। কিন্তু মানুষ বড়ই যালিম ও অকৃতজ্ঞ।' (সূরা ইব্রাহিম : আয়াত ৩২-৩৪)

● আল্লাহর আনুগত্য করাই বিবেকের দাবি

আমরা যদি আমাদের শরীরটার দিকে তাকাই, দেখবো এর ছোট বড় প্রতিটি অংগ সক্রিয়। প্রতিটি অংগ যেনো বহু উদ্দেশ্য সম্পাদনের কলকব্জা। প্রতিটি অংগ যেনো অসাধারণ কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তৈরি করা হয়েছে। অতপর আমাদের সেবার জন্যে আমাদের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞান আজ উন্নতির শিখরে। কিন্তু মানব দেহের অংগ প্রত্যংগের সৃষ্টিগত কৌশলের পূর্ণতা ও সূক্ষ্মতার সমস্ত জ্ঞান সে আজও আয়ত্ত করতে পারেনি। সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে মানব মস্তিষ্ক। এর সৃষ্টি রহস্য উদ্ধার করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। এরই দ্বারা মানুষ আজ যমীনে এবং আকাশ সীমায় কর্তৃত্ব করছে। গ্রহে উপগ্রহে যাতায়াত করছে।

দেহের এই অসীম কৌশলের প্রতীক কলকব্জাসমূহ আর বিশ্বজগতের মহা প্রকৌশল ভান্ডার আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে, যেনো আমরা এগুলো সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করি। এগুলো সবই মহান আল্লাহর অসীম শক্তি ও ক্ষমতা এবং কৌশল ও বিজ্ঞতার নিদর্শন। তাঁর প্রতিপালন ও অনুগ্রহের নিদর্শন। এগুলো দেখে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মন মগজ ও বুদ্ধি বিবেক বলে উঠে : হে আল্লাহ! তুমি কতো মহান! সমস্ত প্রশংসা তোমার! আমাদের সমস্ত আনুগত্য ও মহব্বত তোমারই জন্যে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. (الفاتحة : ٢-١)

www.pathagar.com

অর্থ : প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের জন্যে, যিনি পরম দয়ালু ও পরম করুণাময়।' (সূরা আল ফাতিহা : আয়াত ১-২) নিদর্শনাবলী দেখে আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক, প্রতিপালক ও মনিবকে চিনে নিই। পরম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আনুগত্যের শির অবনত করে দিই তাঁর সম্মুখে :

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ. (الفاتحة : ٤)

অর্থ : আমরা কেবল তোমারই দাসত্ব আনুগত্য করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।' (সূরা আল ফাতিহা : আয়াত ৪)

তিনি আমাদের দান করেছেন সীমাহীন অনুগ্রহ। তাঁরই মুষ্ঠিতে রয়েছে আমাদের দুনিয়া, আমাদের আখিরাত। তাঁর অতি সামান্য ইংগিতের উপর নির্ভর করে আমাদের সাফল্য, আমাদের ব্যর্থতা। তাই বুদ্ধি বিবেক, ভদ্রতা শিষ্টতা ও মানবতার সম্মিলিত দাবি হলো, আমরা যেনো তাঁর এবং কেবলমাত্র তাঁরই দাসত্ব ও আনুগত্য করি :

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ. الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًاوَّالسَّمَاءَ بِنَاءً. وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًالَّكُمْ فَلَاتَجْعَلُوالِلّٰهِ اَنْدَادًاوَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. (البقرة : ٢٢-٢١)

অর্থ : হে মানব জাতি! দাসত্ব ও আনুগত্য করো তোমাদের রবের, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্বেকার লোকদের সৃষ্টি করেছেন। এভাবেই তোমরা (দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় ব্যর্থতা থেকে) নিষ্কৃতি পেতে পারো। তিনিই তোমাদের জন্যে মাটির শয্যা বানিয়েছেন। আকাশের ছাদ তৈরি করেছেন। উপর থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে ফল ফসল উৎপন্ন করে তোমাদের আহার যুগিয়েছেন। কাজেই, এগুলো জানার পর তোমরা কাউকেও আল্লাহর প্রতিপক্ষ বানিয়োনা।' (সূরা আল বাকারা : আয়াত ২১-২২)

● আল্লাহর আনুগত্য করার নামই ইসলাম

আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যেরই অপর নামই ইসলাম। ইসলামের মানে হলো, নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যে ও দাসত্বে সমর্পণ করা। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা :

www.pathagar.com

بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ. (البقرة : ١١٢)

অর্থ : প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তিই নিজ সত্তাকে আল্লাহর আনুগত্যে সমর্পণ করলো এবং কার্যত সৎ পথে চললো, তার জন্যে তার রবের কাছে রয়েছে এর প্রতিদান। আর এ ধরনের লোকদের কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তার কারণ থাকবেনা।' (সূরা আল বাকারা : আয়াত ১১২)

যারা নিজেদেরকে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যে সমর্পণ করতে পারলো, প্রকৃতপক্ষে তারাই মুসলিম :

وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ. (البقرة : ١٣٦)

অর্থ : আমরা সবাই তাঁরই অনুগত মুসলিম।' (সূরা আল বাকারা : আয়াত ১৩৬)

● ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম

মূলত আল্লাহর আনুগত্য করা এবং তাঁর নিকট নিজেকে সমর্পণ করে দেয়া আমাদের প্রকৃতিরই দাবি। কারণ তিনিই আমাদের জীবন দান করেছেন। দৈহিক অবয়ব দান করেছেন। সর্বোত্তম যোগ্যতা ও শক্তি সামর্থ দান করেছেন। প্রতিটি মুহূর্তে তিনি আমাদের প্রতিপালন করছেন গোটা সৃষ্টি জগতকে আমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এতোসব সত্ত্বেও কেন আমরা তাঁর আনুগত্য করবোনা? কেন তাঁর শোকর আদায় করবোনা? কেন তাঁর ভালবাসায় উতলা হবনা? কেন তাঁর সন্তুষ্টি লাভে আত্মহারা হবনা?

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا.

অর্থ : সুতরাং একমুখী হয়ে গোটা জীবন-লক্ষ্য আল্লাহর দীনের দিকে এককেন্দ্রিক করে নাও। তোমরা সেই প্রকৃতির উপর এসে দাঁড়াও, যার উপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা আর রূম : আয়াত ৩০)

ইসলাম শুধু মানব প্রকৃতির ধর্মই নয়, জাগতিক প্রকৃতির ধর্মও বটে। এই বিশ্বজগত, যার মধ্যে আমরা বসবাস করি। যার বিধানের নিগড়ে আমরা আবদ্ধ। যার বিধান ও নিয়মের মধ্যে থেকেই আমাদের সবকিছু করতে হয়। যার নিয়মবিধান সংক্রান্ত জ্ঞান ও তার সঠিক প্রয়োগের উপরই আমাদের বস্তুগত উন্নতি নির্ভরশীল, সেই বিশাল বিশ্বজগতকেও আল্লাহর নির্ধারিত বিধানের আনুগত্য ও অনুসরণ করেই চলতে হয়। আমরা যদি

www.pathagar.com

আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করি, তবে বিশ্বব্যবস্থার সাথে আমাদের সংঘাত অনিবার্য। ফলে আমরা হয়ে যাবো ধ্বংস :

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ. (ال عمران : ٨٣)

অর্থ : এইসব লোক কি আল্লাহর আনুগত্য করার পন্থা (দীন) ত্যাগ করে অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাঁরই অনুগত- মুসলিম হয়ে আছে। আর সবাইকে তাঁর নিকটই ফিরে যেতে হবে।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৮৩)

● ইসলাম নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা

অন্যদিক থেকে দেখুন, মহান আল্লাহ আমাদের মানুষকে কতো রকম যোগ্যতা ও শক্তি সামর্থ দিয়েছেন। দিয়েছেন অসংখ্য উপায় উপকরণ। এগুলো দিয়ে আমরা মানব জাতির উন্নয়ন ও গঠনমূলক কাজও করতে পারি। আবার ধ্বংস ও নিপাতের কাজও করতে পারি। মানুষকে যদি এগুলোর সঠিক ব্যবহার শিক্ষা দেয়া না হয় এবং তাকে যদি জীবন যাপনের সঠিক সোজা পথ দেখিয়ে দেয়া না হয়, তবে সে নিজেও হবে ধ্বংস আর পৃথিবীকেও ঠেলে দেবে ধ্বংসের মুখে। মানুষের সবচাইতে বড় প্রয়োজন হলো, হিদায়াত বা সঠিক জীবন-যাপন পদ্ধতি। এটাই তার সাফল্য ও সৌভাগ্য লাভের পয়লা শর্ত। কিন্তু মানুষ নিজেই কি তার এই প্রয়োজন পূরণ করতে পারে? মানুষের এযাবতকার অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে, সে নিজেই তার এ প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম নয়। কারণ তার জ্ঞানের পরিধি খুবই সীমিত। চিন্তা সীমিত। তার বুঝ মতবিরোধপূর্ণ। তার বিবেক বুদ্ধি কামনা বাসনা ও স্বার্থের দাস। সমকালীন পরিবেশ ও ঘটনাবলী তার বুদ্ধি বিবেককে প্রভাবিত করে।

তাই মানুষের সবচাইতে বড় এই প্রয়োজনটি কেবলমাত্র আল্লাহ্ই পূরণ করতে পারেন। কারণ তিনি কামনা বাসনা ও স্বার্থের উর্ধ্বে অতি পবিত্র। কোনো কিছুই তাকে প্রভাবিত করতে পারেনা। তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ। তাঁর বুদ্ধি বিবেক ত্রুটিহীন। তিনিই মানুষকে এবং মানুষের স্বভাব প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের স্বভাব প্রকৃতি এবং সাফল্য ও ব্যর্থতার সকল দিকই রয়েছে তাঁর চোখের সামনে।

মানুষ একাকী জীবন যাপন করেনা। তার পরিবার পরিজন আছে। আত্মীয়

www.pathagar.com

স্বজন আছে। পাড়া প্রতিবেশী আছে। দেশ ও জাতির লোকেরা আছে। তাছাড়া রয়েছে গোটা মানব জাতি। এই সকলের উপর রয়েছে তার অধিকার। তার উপরও রয়েছে তাদের সকলের অধিকার। সুতরাং সকল মানুষের সাথে তার সম্পর্ক হতে হবে সুবিচারপূর্ণ। তাদের সকলের সাথে তাকে ন্যায় ও সাম্যের আচরণ করতে হবে। সুতরাং তার কাছে এমন একটি জীবন ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে তার, তার পরিবার পরিজনের, তার সমাজ ও জাতির এবং গোটা মানব বংশের সকল সমস্যার সমাধান থাকবে। তাছাড়া সেই জীবন ব্যবস্থা এমন হতে হবে, যাতে মানুষের ভেতর ও বাহির, দেহ ও আত্মা, মন ও মস্তিষ্ক, ব্যক্তি ও সমাজ, পুরুষ ও নারী, ধনী ও দরিদ্র, শাসক ও শাসিত এবং সাদা ও কালো সকলের জন্যে থাকবে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং সাফল্য ও উন্নতির পরিপূর্ণ পাথেয়। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি আজ পর্যন্ত মানুষের এই মহান প্রয়োজন পূরণ করতে পারেনি। ভবিষ্যতেও তার পক্ষে তা পূরণ করা সম্ভব হতে পারেনা।

শুধু তাই নয়। আজ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি মানুষ তৈরির কোনো ফর্মূলা আবিষ্কার করতে পারেনি। তার অন্তরে এমন কোনো ভয় সৃষ্টি করতে পারেনি, যা তাকে সীমার মধ্যে অবস্থান করতে বাধ্য করবে এবং সর্বাবস্থায় দায়িত্ববান বানাবে। এমন কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা সে আবিষ্কার করতে পারেনি, যা মানুষকে নীতিবান, চরিত্রবান ও মানব প্রেমিক বানাতে পারে। যা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সাথে সুবিচার ও ভালবাসার আচরণ এবং নির্দ্বিধায় সকলের সেবায় আত্মনিয়োগ করার শিক্ষা দিতে পারে। ফলে বিজ্ঞানের সীমাহীন উন্নতি সত্ত্বেও বিশ্বমানবতা আজ চরম দু:খ মুসবিতে নিমজ্জিত। মানুষের সকল শক্তি, যোগ্যতা ও উপায় উপকরণ আজ মানুষেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে নিয়োজিত। আজ মানুষের সামনে রয়েছে বিশ্বব্যাপী তার নিজের কর্মফল ধ্বংস আর ব্যর্থতা :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَاكَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ.

অর্থ : মানুষেরই কৃতকর্মের ফলে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর স্থলভাগে এবং জলভাগে।' (সূরা আররূম : আয়াত ৪১)

মানুষের এসব মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্যেই আল্লাহ তা'আলা অনুগহ করে প্রেরণ করেছেন তাঁর দীন ইসলাম বা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা। এই দীন মানুষকে জীবন যাপনের সঠিক পথ বলে দেয়। এমন পথের কথা বলে দেয়, যে পথে চললে মানুষের গোটা জীবনে আসবে সাফল্য। এই দীন মানুষের সকল যোগ্যতা ও শক্তি সামর্থকে পূর্ণ বিকশিত করে তোলে। ফলে মানুষ হয়ে উঠে পৃথিবীর জন্যে অনুগ্রহ আর কল্যাণের কারণ।

www.pathagar.com

ইসলাম মানুষকে সেই জীবন ব্যবস্থা উপহার দেয়, যা পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, সমাজ জাতি ও গোটা মানবতাকে সুবিচার ভিত্তিক অধিকার প্রদান করে। ইনসাফ, ন্যায়, সততা ও সাম্যের ভিত্তিতে সকলের সমস্যার সমাধান করে। বর্ণ, গোত্র ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষের উন্নতির সুব্যবস্থা করে। এই দীন মানুষের ভিতর বাহির, দেহ আত্মা এবং মন মস্তিষ্কসহ প্রতিটি দিকের শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি প্রদান করে। ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্যের দুয়ার খুলে দেয়।

● ইসলাম মানুষকে প্রকৃত মানুষ বানায়

আল্লাহ্‌র এ দীন 'ইসলাম' মানুষকে প্রকৃত মানুষ বানায়। মানুষের অন্তরে মহান স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি জাগ্রত করে দেয়। মনে তাঁর প্রতি ভয় ও মহব্বত বসিয়ে দেয়। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা, নম্রতা এবং তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্যের জযবা দ্বারা মন মগজকে সম্মোহিত করে তোলে। এই দীন মানুষকে বলে দেয়, আল্লাহ সর্বত্র সর্বক্ষণ বর্তমান। তিনি সবসময় তার সংগেই থাকেন। তার প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ তিনি দেখেন। এমনকি সে কি চিন্তা করে তাও তিনি জানেন।

তাঁর ফেরেশতারা সর্বত্র এবং সর্বক্ষণ তাকে পরিবেষ্টন করে আছে। তাঁরা তার সকল কার্যকলাপ রেকর্ড করছে। পরকালে প্রতিটি মানুষ এই রেকর্ড নিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হবে। সেখানে যারা ঈমানের ভিত্তিতে নেক আমল করেছে বলে প্রমাণিত হবে, তারা লাভ করবে চিরস্থায়ী জান্নাত। সেখানে রয়েছে সীমাহীন নি'আমত। আর যারা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সমস্ত নি'আমত ও অনুগ্রহ উপভোগ করার পরও আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগত হয়নি, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে রয়েছে অপমানকর ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। পরকালীন জবাবদিহির ভয়, জান্নাতের চিরস্থায়ী লোভনীয় নি'আমতের আকাংখা এবং জাহান্নামের কঠিন শাস্তির ভীতি মানুষকে সব সময় দায়িত্বশীল ও সদাচারী বানায়।

ইসলাম ইবাদতের একটি ব্যবস্থা প্রদান করে। এই ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের সম্পর্ককে মজবুত করে, করে উন্নত অটুট। এই ইবাদত ব্যবস্থা মানুষকে মানবতা ও সদাচারের শিক্ষা দেয়। এতে মানুষ হয়ে উঠে মানুষের পরম বন্ধু আর হিতাকাংখী।

ইসলাম উন্নত নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয়। সৎ চরিত্রের জন্যে অসীম পুরস্কারের ঘোষণা দেয়। অসৎ নৈতিক চরিত্রের জন্যে ইহ ও পরকালীন অশুভ পরিণতির দু:সংবাদের ঘোষণা দেয়। নৈতিক আদর্শকে রাজনীতি

www.pathagar.com

অর্থনীতিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিচালিকা শক্তি বলে ঘোষণা করে। জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগকে উন্নত নৈতিক চরিত্রের রংগে রংগীন করবার ব্যবস্থা করে। নৈতিক মূল্যবোধকে নিজসত্তা, আত্মীয় স্বজন, জাতি ও দেশসহ সকল কিছুর উর্ধ্বে বলে ঘোষণা করে। সর্বোপরি সুকৃতির বিস্তার ও দুষ্কৃতির বিনাশকেই সে মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করে :

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوا الزَّكٰوةَ وَامَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. (الحج : ٤١)

অর্থ : এরা হলো সেসব লোক, যাদেরকে আমরা পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সুকৃতির নির্দেশ দেবে এবং দুষ্কৃতি থেকে বারণ করবে।' (সূরা হজ্জ : আয়াত ৪১)

ইসলাম ঘোষণা করে, গোটা মানব জাতি এক আল্লাহর সৃষ্টি। এক বাপ মার সন্তান। একই বংশ ধারার উত্তরাধিকারী। ইসলাম বলে, সকল মানুষের জীবন, সম্পদ এবং ইয্যত আবরু সম্মানার্হ। ন্যায় ও সুবিচারের সবাই সমান অধিকারী। ইসলামের শিক্ষা হলো, সব মানুষের সেবা করা উচিত। সকলের সাথে সুন্দর ও সদ্ব্যবহার করা উচিত।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানবাধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মা বাপ, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, এতীম, বিধবা, পথিক, চাকর চাকরানী, মুসলিম, অমুসলিম সকল মানুষের অধিকার ইসলামে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া আছে। এই সবাইর নির্ধারিত অধিকার প্রদান করাকে ইসলাম অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছে। ইসলাম বলে, মানুষের অধিকার হরণ বা নষ্ট করা হলে নিজের নেক আমল বরবাদ হয়ে যায়। যতোক্ষণ না সে ক্ষমা করে দেবে, ততোক্ষণ অপরের অধিকার নষ্ট করার অপরাধের ক্ষমা পাওয়া যাবেনা।

● ইসলাম আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ

এই হলো ইসলামের পরিচয়। মানবতার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আল্লাহ প্রদত্ত এই জীবন ব্যবস্থা। এ দীন এ জীবন ব্যবস্থা মানুষের প্রতি মহান আল্লাহ্র সবচাইতে বড় অনুগ্রহ। স্বয়ং আল্লাহ্ই এটাকে তাঁর অনুগ্রহসমূহের পূর্ণতাদানকারী বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ এই জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ্র অনুগ্রহগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগাবার পন্থা বলে দেয়। এর ফলেই আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ মানুষের জন্যে কার্যকর হয়। তার ইহকাল ও পরকাল হয় সুন্দর সফল।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনা, তারা তাঁর অনুগ্রহসমূহের সঠিক ব্যবহারও জানেনা। ফলে তাদের ইহকাল পরকাল দুটোই অশান্তির রূপ পরিগ্রহ করে।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا. (المائدة : ٣)

অর্থ : আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীন ও জীবন ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহকে পূর্ণতা দান করলাম। আর তোমাদের জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম।' (সূরা আল মায়িদা : আয়াত ৩)

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ.

অর্থ : তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি তোমাদের আরো বেশি দান করবো। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে মনে রেখো, আমার শাস্তি বড়ই কঠিন·ও কঠোর।' (সূরা ইব্রাহীম : আয়াত ৭)

একারণে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবন ব্যবস্থা পসন্দ করেননা। কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সে মহান আল্লাহ্‌কে করে অসন্তুষ্ট আর নিজের পরিণতিকে করে অশুভ। আল্লাহ্‌র নিকট তার কার্যক্রম কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। ব্যর্থতা আর ধ্বংসই তার প্রকৃত পাওনা :

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ. (ال عمران : ٨٥)

অর্থ : যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অবলম্বন করতে চায়, তার সে দীন কিছুতেই গ্রহণ করা হবেনা। আর পরকালে রয়েছে তার জন্যে ব্যর্থতা আর বঞ্চনা।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৮৫)

আল্লাহ্‌র এই দীন মানুষকে পৃথিবীতেই দান করে সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব :

وَلَاتَهِنُوْا وَلَاتَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ : তোমরা ভীত হয়োনা, সন্ত্রস্ত হয়োনা, বিজয় তোমাদেরই পদচুম্বন করবে, যদি তোমরা মুমিন হও। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৩৯)

ইতিহাস সাক্ষী, সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম যখন দলবদ্ধ হয়ে মজবুতভাবে ইসলামকে নিজেদের দীন হিসেবে গ্রহণ করলেন, তাকে

২—

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা করলেন, তার সকল দাবি পূরণ করলেন, তখন তৎকালীন পৃথিবীর বিরাট ও শক্তিশালী অংশ আল্লাহ তা'আলা তাঁদের হাতে ন্যস্ত করেন। এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাফল্য তারা লাভ করেন :

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِى لَا يُشْرِكُوْنَ بِى شَيْئًا. (النور : ٥٥)

অর্থ : তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আল্লাহ ওয়াদা করেছেন তিনি তাদেরকে তেমনিভাবে পৃথিবীতে খলীফা বানাবেন, যেভাবে তাদের পূর্বে চলে যাওয়া লোকদের বানিয়েছিলেন। তাদের জন্যে তাদের সেই জীবন ব্যবস্থাকে মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দেবেন, যে জীবন ব্যবস্থা তিনি তাদের জন্যে মনোনীত করেছেন। তাছাড়া তাদের (বর্তমান) ভয়ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থায় পরিবর্তন করে দেবেন। তারা শুধু আমারই দাসত্ব আনুগত্য করবে আর কাউকেও আমার প্রতিপক্ষ বানাবেনা।' (সূরা আননূর : আয়াত ৫৫)

এইসব লোকের জন্যে এছাড়াও রয়েছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি আর পরকালীন সাফল্য :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ.

অর্থ : যেসব লোক ঈমান এনেছে আর নেক আমল করেছে, তারা অবশ্যি অতীব উত্তম সৃষ্টি। তাদের মনিবের নিকট তাদের শুভ কর্মফল চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ। সেসব জান্নাতের তলদেশ দিয়ে প্রবহমান থাকবে ঝর্ণাধারা। তারা সেখানে বসবাস করবে চিরদিন। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এইসব কিছু ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে তার প্রভুকে ভয় করে চলে।' (সূরা আল বাইয়্যেনা : আয়াত ৭-৮)

আল্লাহু আকবার! মানুষের জন্যে এর চাইতে বড় মর্যাদা আর কি হতে পারে, 'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।'

www.pathagar.com

কুরআনের বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট, দুনিয়া ও আখিরাতের এই সাফল্য কেবল সাহাবয়ে কিরামের (রা.)-এর জন্যেই নির্দিষ্ট ছিলনা, বরঞ্চ যারাই ঈমান এবং আমলে সালেহ্র সর্বোত্তম গুণাবলী নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে, আল্লাহ্র ভয়ে তার অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকবে, অন্য কথায় তাঁর প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে যথার্থভাবে অনুসরণ করবে, এই সাফল্য তাদের সকলেরই জন্যে।

এবার আসুন আমরা দেখি, ইসলামের মৌলিক বিধিবিধান কি? আর যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত দীন ইসলামকে নিজেদের জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের উপরই বা কি কি দায়িত্ব অর্পিত হয়?

❖

www.pathagar.com

২

আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক

يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُو اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ
وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلَّاوَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ.

হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ্‌কে ভয় করো, তাঁকে যেমন ভয় করা উচিত। আর তোমারা মরোনা আল্লাহর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী হওয়া ছাড়া।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১০২)

www.pathagar.com

● আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক গড়াই ইসলামের মূল ভিত্তি

আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করা এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করার নামই ইসলাম। এদিক থেকে চিন্তা করে দেখলে একথা পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, আল্লাহ্‌র সাথে যথার্থ ও তরতাজা সম্পর্ক স্থাপনই ইসলামের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। স্বয়ং আল্লাহ্‌র রসূল সা. আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনে তার উপর অটল থাকাকেই ইসলাম বলে ঘোষণা করেছেন :

عَنْ سُفْيَانِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيْ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْ لِيْ فِي الْاِسْلَامِ قَوْلاً لَاَسْئَلُ اَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. (بخاری، مسلم)

অর্থ : সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ্ সকফী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, ‘হে আল্লাহ্‌র রসূল! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি শিক্ষা প্রদান করুন, যে সম্পর্কে আপনার পরে আমার আর কাউকেও জিজ্ঞেস করতে হবেনা’। তিনি বললেন, বলো : আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনলাম। অতপর একথার উপর অটল অবিচল হয়ে থাকো।’ (বুখারি, মুসলিম)

আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং এর উপর অটল অবিচল হয়ে থাকার পরিণতিতে মুমিন দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য লাভ করে। কুরআন বলে:

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلَّاتَخَافُوْا وَلَاتَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ. نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَشْتَهِيْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ. نُزُلاً مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ.

(حم سجده : ٣٠-٣٢)

অর্থ : যারা বললো, ‘আল্লাহ্‌র আমাদের রব’, অতপর একথার উপর অটল অবিচল হয়ে থাকলো, নিসন্দেহে তাদের প্রতি ফেরেশতা নাযিল হয়ে থাকে। তারা তাদের বলতে থাকে : ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়োনা। আর সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হও সেই জান্নাতের, যার ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হয়েছে। আমরা এই পৃথিবীর জীবনেও তোমাদের সাথি আর পরকালেও। সেখানে তোমরা ‘যা চাইবে তাই পাবে’। সেখানে যে জিনিসেরই তোমরা

www.pathagar.com

আকাংখা ও বাসনা করবে, তাই তোমাদের হয়ে যাবে। এসব মেহমানদারীর উপকরণ মহান দয়াবান ও ক্ষমাশীলের পক্ষ থেকে।' (সূরা হামীমুস সাজদা : আয়াত ৩০-৩২)

এবার আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা যাক।

● শুধুমাত্র আল্লাহকেই ইলাহ বলে স্বীকার করুন

ইসলামের সর্বপ্রথম মৌলিক শিক্ষা হলো, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই ইলাহ ও হুকুমকর্তা। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ বা হুকুমকর্তা নেই– লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্। তিনিই নিখিল বিশ্বজগত ও মানুষের সৃষ্টিকর্তা, মালিক, প্রতিপালক ও শাসক। তিনি ছাড়া আর কোনো সার্বভৌম ক্ষমতাবান নেই। প্রতিপালক নেই। মালিক নেই। শাসক নেই। তাঁর খোদায়ীত্বে কারো কোনো অংশীদারিত্ব নেই। নিখিল সৃষ্টিজগতে তাঁর ছাড়া আর কারো হুকুম চলেনা। তাঁর ছাড়া আর কারো হাতে কিছু নেই। তিনি প্রয়োজন পূরণকারী, সমস্যা সমাধানকারী এবং মুক্তি দানকারী। বিপদে ও প্রয়োজনে তিনিই মানুষের উপকার করেন। এই উপযুক্ততা কেবল তাঁরই রয়েছে যে, মানুষ তার ইবাদত উপাসনা করবে এবং তাঁর সম্মুখে মাথা নত করবে। তিনি ছাড়া ইবাদত উপাসনা এবং প্রার্থনা লাভের কোনো অধিকারী নেই। একথাগুলোর প্রতিই ছিলো নবীগণের সম্মিলিত আহ্বান :

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ. (الانبياء : ٢٥)

অর্থ : তোমার পূর্বে আমরা যে রসূলই পাঠিয়েছি, তার প্রতি এই অহী করেছি : আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। অতএব তোমরা কেবল আমারই দাসত্ব করো।' (সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত ২৫)

আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও হুকুমকর্তা মানা, আর কারো ইবাদত উপাসনা করা, আর কারো কাছে সাহায্য চাওয়া এবং দু'আ প্রার্থনা করা শির্‌ক। আর শির্‌ক এমন এক অপরাধ যা আল্লাহ ক্ষমা করবেননা :

اِنَّ اللّٰهَ لاَيَغْفِرُ اَن يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُمَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ.

অর্থ : আল্লাহ শির্‌কের অপরাধ ক্ষমা করেননা। এটা ছাড়া আর যতো গুনাহ আছে, তা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন।' (সূরা আননিসা : আয়াত ৪৮)

● কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদত করুন

মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাদের প্রতিপালন

www.pathagar.com

করছেন। আমাদের প্রত্যেকটি প্রয়োজন পূরণ করছেন। মাথার তালু থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত আমরা তাঁর অনুগ্রহের মধ্যে ডুবে আছি। তাই আমাদের বিবেক আমাদের বলে, তাঁর সম্মুখে শোকরিয়ার শির নত করে দাও। নিষ্ঠা ও ভালবাসার সাথে তাঁর গুণ গাও। তাঁর নির্দেশ পালন করো। তাঁর ইবাদত বন্দেগির বাগডোরে নিজেকে বেঁধে নাও। নিজের গোটা সত্তাকে তাঁর কদমতলে অবনত করে দাও। বাস্, এরি নাম ইবাদত। প্রতিটি সুস্থ প্রকৃতির মানুষ, যে আল্লাহর পরিচয় জানে, আল্লাহ্র ইবাদত করতে সে বাধ্য। তিনি কতো বড় মেহেরবান যে, তাঁর ইবাদত ও ইবাদত করার পন্থা তিনি আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন।

ইসলাম আমাদের যেসব ইবাদত করতে শিক্ষা দেয়, সেগুলোতে ইবাদতের জযবারও প্রকাশ রয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং নৈকট্য লাভের গ্যারান্টিও রয়েছে। মানুষকে সত্যিকার মানুষ এবং আল্লাহ্র সর্বোত্তম দাস বানাবার উপায় উপকরণ রয়েছে। এসব ইবাদত গোটা ইসলামী জীবনের ভিত। ঈমানের পর সকল নেক ও ভালো কাজের উৎস এসব ইবাদত। তাই ঈমানের পরেই এসব ইবাদতের স্থান। এই ইবাদতগুলো আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয়। প্রিয় রসূল সা. এভাবেই ইবাদতগুলোর পরিচয় দিয়েছেন :

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ، شَهَادَةُ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (بخاری، مسلم)

অর্থ : ইসলামের ভিত পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। (সেগুলো হলো:) ১. এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর দাস ও রসূল, ২. সালাত কায়েম করা, ৩. যাকাত পরিশোধ করা, ৪. হজ্জ করা এবং ৫. রমযান মাসের রোযা রাখা।' (বুখারি, মুসলিম)

এগুলো হচ্ছে ইসলামের মৌলিক পঞ্চ স্তম্ভ। এগুলোরই উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ইসলামের ইমারত। ইসলামের পথ চলার জন্যে এই পাঁচটি স্তম্ভের পূর্ণ হক আদায় করা জরুরি। যে এই পাঁচটি স্তম্ভের হক আদায় করেনা, সে ইসলামের হক আদায় করতে পারেনা। এ কারণেই কুরআন ও হাদিসে এ ইবাদতগুলোর প্রতি অত্যাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এগুলোর অসাধারণ পুরস্কার ও প্রতিফলের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলোর প্রতি অবহেলা করলে কঠিন শাস্তির দু:সংবাদ শুনানো হয়েছে। এ স্তম্ভগুলো এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, বিখ্যাত হাদিসে জিব্রাইলে প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের জবাবে রসূলুল্লাহ সা. এগুলোকেই ইসলাম বলে অভিহিত করেছেন :

www.pathagar.com

قَالَ يَامُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِسْلَامِ قَالَ الْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِى الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا. (بخارى، مسلم)

অর্থ : লোকটি বললেন, হে মুহাম্মদ, ইসলাম কি? রসূলুল্লাহ সা. জবাব দিলেন : ইসলাম হলো, তুমি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। তাছাড়া সালাত কায়েম করবে। যাকাত পরিশোধ করবে। রমযান মাসের রোযা রাখবে আর পৌঁছার সামর্থ রাখলে বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করবে।' (বুখারি, মুসলিম)

এ হাদিস থেকে পরিষ্কার হয়, দীন ইসলামে এই আমলগুলোর মর্যাদা কতো উর্ধ্বে।

● আল্লাহকে সদা স্মরণে রাখুন

আমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ তা'আলার বিরাট অনুগ্রহ। সে অনুগ্রহের জন্যে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁকে ভালবাসার দাবি হলো, আমরা যেনো তাঁকে বেশি বেশি স্মরণ করি। এভাবেই আমরা তাঁকে আরো অধিক ভালবাসতে পারবো। আমাদের মন মগজে তাঁকে হাযির রাখতে পারবো। আমাদের অন্তরে তাঁর ভয় বৃদ্ধি পাবে। আমরা তাঁর কাছে আরো অধিক বিনীত হতে পারবো। সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারবো তাঁর দীনকে। লাভ করতে পারবো তাঁর সন্তোষ ও রেযামন্দি। ফলে অধিকারী হবো তাঁর ভালবাসা পাবার। কুরআন বলছে :

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ. (البقرة : ١٥٢)

অর্থ : তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো।' (সূরা আল বাকারা : আয়াত ১৫৩)

মহান আল্লাহ তা'আলা যাকে স্মরণ করেন, তার এর চাইতে বড় কোনো পাওনা আর কামনা থাকতে পারে কি? ইহকাল ও পরকালে তার কোনো জিনিসের অভাব থাকতে পারে কি?

চরম কঠিন ও নাজুক পরিস্থিতিতেও আমরা তখনই সত্যের উপর আমাদের কদমকে মজবুত রাখতে সক্ষম হবো, যখন আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের সম্পর্ক হবে গভীর, মজবুত ও তরতাজা এবং বেশি বেশি স্মরণ করবো মহান আল্লাহকে :

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً. فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. (الانفال : ٤٥)

অর্থ : হে মুমিনরা! কোনো (শত্রু) বাহিনীর সাথে যখন তোমাদের প্রত্যক্ষ মোকাবেলা হবে, অটলতার সাথে মোকাবেলা করবে আর অধিক অধিক আল্লাহকে স্মরণ করবে। আশা করা যায়, তোমরা সাফল্য লাভ করবে।' (সূরা আনফাল : আয়াত ৪৫)

তারাই আল্লাহ্‌র সাচ্চা বান্দাহ, যারা আল্লাহকে মহব্বত করে। যে কোনো অবস্থায়ই তাঁর পথে চলবার চেষ্টা সাধনা করে। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সর্বাবস্থায় তাঁকে স্মরণ করে :

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًاوَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ. (ال عمران)

অর্থ : তারা হচ্ছে ঐসব লোক, যারা দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯১)

আর আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার সর্বোত্তম পন্থা হলো সালাত :

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ. (طه : ١٤)

অর্থ : আমাকে স্মরণ করার জন্যে সালাত কায়েম করো।' (সূরা তোয়াহা : আয়াত ১৪)

আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হলো, বুঝে বুঝে ভীতি ও বিনয়ের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করা :

اُتْلُ مَااُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ. (العنكبوت)

অর্থ : যে কিতাব তোমার প্রতি অহী করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত করো আর সালাত কায়েম করো।' (সূরা আল আনকাবুত : আয়াত ৪৫)

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

لاَحَسَدَ اِلاَّ عَلٰى اثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ. (بخارى، مسلم)

অর্থ : দুই ব্যক্তি ঈর্ষাযোগ্য। একজন হলো সে, যাকে আল্লাহ কুরআন (এর জ্ঞান) দান করেছেন এবং দিনরাত সে তা তিলাওয়াতের হক আদায় করে।

www.pathagar.com

আরেকজন হলো ঐ ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ ধন সম্পদ দান করেছেন আর সে দিনরাত তা (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করে।' (বুখারি, মুসলিম)

আল্লাহকে স্মরণ করার আরেকটি প্রভাবশালী মাধ্যম হলো দো'আ। যদি সে দো'আ হয় ভীতি, বিনয় ও তীব্র অনুভূতির সাথে :

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًاوَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ. (الاعراف)

অর্থ : ভীতি ও বিনয়ের সাথে তোমাদের রবের কাছে দো'আ প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেননা।' (সূরা আল আ'রাফ : আয়াত ৫৫)

আয়াতটি থেকে জানা গেলো, আল্লাহ্র কাছে দো'আ প্রার্থনা না করা বা আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে দো'আ প্রার্থনা করা হলো– আল্লাহ্র বন্দেগীর সীমালংঘন করা। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَادْعُوْا خَوْفًا وَّطَمْعًا، اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

অর্থ : ভয় ও আশা নিয়ে তাঁর কাছে দো'আ প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রহমত মুহসিন বান্দাহ্দের খুবই কাছে।' (সূরা আল আ'রাফ : আয়াত ৫৬)

বুঝা গেলো, ভীতি, বিনয় ও আশার সমন্বয়ে আল্লাহ্র নিকট দু'আ প্রার্থনা করা একদিকে যেমন ইহসান পর্যায়ের ইবাদত, অপরদিকে আল্লাহ্র রহমত লাভেরও উপায়। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

اَلدُّعَاءُ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَوَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ.

(ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجه، احمد)

অর্থ : 'দু'আ মূলতই ইবাদত।' একথা বলার পর (প্রমাণ হিসেবে) তিনি কুরআনের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন : আর তোমাদের প্রভু বলেছেন, আমার কাছে দু'আ প্রার্থনা করো। আমি তোমাদের দু'আ পূর্ণ করবো। যারা হঠকারিতাবশত আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ : নুমান ইবনে বশির)

উদ্ধৃত আয়াত এবং হাদিস উভয়টি থেকে প্রমাণ হলো, দু'আ একটি ইবাদত।

আল্লাহ্কে স্মরণ করার আরেকটি প্রভাবশালী পন্থা হলো, বিভিন্ন সময়

www.pathagar.com

তাঁকে স্মরণ করা। রসূলুল্লাহ সা. এভাবেই আল্লাহকে স্মরণ করতেন। উপরে উল্লেখ করে এসেছি, আল্লাহ্র সত্যিকার বান্দাহ্রা তাঁকে দাঁড়ানো, বসা, শোয়া সর্বাবস্থায় স্মরণ করে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ সা.-এর আদর্শই সর্বোত্তম আদর্শ। বিভিন্ন কাজে তিনি কিভাবে কি ভাষায় আল্লাহ্কে স্মরণ করতেন, সে জিনিসগুলো আজো হাদিসের ভান্ডারে সুরক্ষিত রয়েছে। আমরা যদি অঞ্জলি ভরে হাদিস থেকে এসব মণিমুক্তা আহরণ করতাম, তবে কতইনা ভালো হতো।

একটি হাদিসে কুদসিতে এসেছে :

اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى وَاَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِى فَاِنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِى نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاءٍ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلَاءٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ. (بخارى، مسلم)

অর্থ : আমার বান্দাহ্ আমাকে যেরূপ বিশ্বাস করে, তার জন্যে আমি সেরূপ। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, আমি তখন তার সাথে থাকি। সে যখন আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। সে যখন আমাকে জনসমাবেশে স্মরণ করে, আমি তখন তার চাইতে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি।' (বুখারি, মুসলিম)

সুবহানাল্লাহ, কতইনা মর্মস্পর্শী ঈমান উদ্দীপক এই হাদিস! যে আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহ তাকে স্মরণ করেন এবং সাথে থাকেন।

● তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করুন

আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো তাওবা এবং ক্ষমা প্রার্থনা। কোনো মানুষই ভুলত্রুটি ও গুনাহ্খাতা থেকে মুক্ত নয়। মানুষের দ্বারা ভুলত্রুটি ও গুনাহ্খাতা হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই যখনই আমাদের দ্বারা কোনো ভুলত্রুটি বা কোনো গুনাহ্ হয়ে পড়ে, তখন তখনই যেনো আমরা লজ্জিত হই, অনুশোচনা করি এবং কেঁদে কেঁদে মহান দয়াবান আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করি। ভবিষ্যতে গুনাহ্খাতা না করার এবং আল্লাহ্র গোলামির পথে চলার ওয়াদা করি। কুরআন মজিদ নিম্নোক্ত ভাষায় তাওবা করার আহ্বান জানায় :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا، عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ. (تحريم : ٨)

www.pathagar.com

অর্থ : হে ঈমানদারেরা! আল্লাহ্‌র দিকে তাওবা (প্রত্যাবর্তন) করো। আন্তরিক ও সত্যিকারের তাওবা। আশা করা যায়, তোমাদের রব তোমাদের ত্রুটিসমূহ দূর করে দেবেন আর তোমাদের এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে দিয়ে নহরসমূহ বহমান।' (সূরা আততাহ্‌রীম : আয়াত ৮)

তাওবা করা কেবল গুনাহ্‌গারদেরই বৈশিষ্ট নয়, বরঞ্চ তাওবা করা মুত্তাকি বান্দাহ্‌দেরই বৈশিষ্ট। কুরআন বলছে :

وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ. (ال عمران : ١٧)

অর্থ : আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাহ্‌দের এটাও একটা বৈশিষ্ট যে, তারা শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৭)

আল্লাহ্‌র যিনি সবচাইতে প্রিয় বান্দাহ, তাওবার ক্ষেত্রে সেই মহান রসূল সা.-এর অবস্থা ছিলো এই :

يٰاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ فَاِنِّىْ اَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ. (مسلم)

অর্থ : হে লোকেরা তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে তাওবা (প্রত্যাবর্তন) করো। আমি নিজে প্রতিদিন তার দিকে একশবার তাওবা করি।' (সহীহ্ মুসলিম)

তাওবা যে আল্লাহ্‌র কতোটা প্রিয়, তা নিচের এই হাদিসটি থেকে অনুমান করা যেতে পারে :

اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ يَدَهٗ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِئُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهٗ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِئُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

অর্থ : আল্লাহ রাতে তার হাত প্রসারিত করে দেন, যাতে করে দিনের গুনাহ্‌গাররা তাওবা করে নেয়। আবার দিনের বেলা তাঁর হাত প্রসারিত করে দেন, যাতে করে রাতের গুনাহ্‌গাররা তাওবা করে নেয়। এমনটি তিনি করতে থাকবেন, যতোদিন না পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হবে।' (সহীহ মুসলিম)

আসলে আত্মসমালোচনা, তাওবা ও ইস্তেগফার মানুষের প্রশিক্ষণ ও পরিশুদ্ধির জন্যে মৃতসঞ্জিবনী সমতুল্য। বান্দাহ্‌র আত্মশুদ্ধির কাজ আল্লাহ্‌র নিকট খুবই পসন্দনীয় কাজ। এ কারণেই তাওবা করলে কেবল বান্দাহ্‌র গুনাহ্‌ই মাফ হয়না, বরঞ্চ সেই সাথে বান্দাহ আল্লাহ্‌র ভালবাসা, অনুগ্রহ এবং নৈকট্য লাভেরও অধিকারী হয়ে যায়।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবার একটি উন্নতমানের পদ্ধতি হচ্ছে, নিজে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁর দীনের জ্ঞান লাভ করা, অপরকে এ জ্ঞান শিক্ষা দান করা এবং এ শিক্ষাকে সার্বজনীন করার চেষ্টা করা। প্রিয় রসূল সা. বলেছেন :

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ. (بخارى، مسلم)

অর্থ : তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো সে, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়।' (বুখারি, মুসলিম)

অপর একটি হাদিসে সামষ্টিকভাবে কুরআন শিক্ষা এবং দর্‌স দানের মর্যাদার কথা এ ভাষায় উল্লেখ হয়েছে :

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَ بَيْنَهُمْ اِلاَّ نَزَلَتْ، عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنْ عِنْدَهُ. (مسلم)

অর্থ : যখন কোনো লোকসমষ্টি আল্লাহ্‌র কোনো ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পরকে শিক্ষাদান করে, তাদের উপর (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) প্রশান্তি নাযিল হয়, আল্লাহ্‌র রহমত তাদের আচ্ছাদিত করে রাখে, ফেরেশতারা তাদের পরিবেষ্টিত করে বাখে আর আল্লাহ তাঁর নিকটস্থদের মধ্যে তাদের কথা স্মরণ করেন।' (মুসলিম)

কতইনা প্রাণাকর্ষী হাদিস! হায়, আমরা যদি এই সৌভাগ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!

● আল্লাহ্‌কে ভয় করুন এবং তাঁর উপর ভরসা করুন

মহান আল্লাহ্ এই বিশ্বজগতের মালিক ও শাসক। এখানে যা কিছুই ঘটে, সব তাঁরই হুকুমে এবং ইচ্ছায় ঘটে। তিনিই সকলকে জীবন দান করেন। তিনিই মৃত্যু দান করেন। তিনিই সবাইকে ও সবকিছুকে প্রতিপালন করেন। তিনিই সবার সকল প্রয়োজন পূরণ করেন। জীবন মৃত্যু, লাভ ক্ষতি, রোগ সুস্থতা, সম্মান অসম্মান, ধন দৌলত, সন্তান সন্ততি, জীবিকা এবং রাষ্ট্র ক্ষমতাসহ ইহকাল ও পরকালের সকল জিনিস তাঁরই এবং কেবল তাঁরই মুষ্টিবদ্ধে রয়েছে। একমাত্র তিনিই সেই সত্তা, যাঁর দিকে মুখ ফিরানো উচিত, যাঁর উপর ভরসা করা যেতে পারে, যাঁকে সন্তুষ্ট করা কর্তব্য, যাঁর হুকুম অমান্য করা যায়না। যাঁর অসন্তুষ্টি এবং শাস্তিকে ভয় করা উচিত। যাঁকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করা যেতে পারেনা। কারণ তিনি ছাড়াতো আর কারো কোনো শক্তি নেই। কুরআন আমাদের বলে দিচ্ছে :

مَاشَاءَ اللّٰهُ لاَقُوَّةَالاَّبِاللّٰهِ. (كهف : ٣٩)

অর্থ : তিনি যা চান, তাই হয়। তাঁর ছাড়া আর (কারো) কোনো শক্তি সামর্থ নেই।' (সূরা আল কাহাফ : আয়াত ৩৯)

هُوَ الَّذِىْ يُحْىِ وَيُمِيْتُ. (المؤمنون : ٨٠)

অর্থ : তিনিই জীবন দান করেন আর তিনিই প্রদান করেন মৃত্যু।' (সূরা আল মু'মিনূন : আয়াত ৮০)

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. (ال عمران : ٢٦)

অর্থ : বলো : হে আল্লাহ্‌, সমস্ত রাজ্য ও সাম্রাজ্যের মালিক! তুমি যাকে চাও রাজ্য দান করো। আবার যার থেকে ইচ্ছে রাষ্ট্র ক্ষমতা কেড়ে নাও। যাকে চাও সম্মান দান করো। আবার যাকে চাও, করো অপমানিত আর লাঞ্ছিত। সমস্ত কল্যাণ তোমারই মুষ্টিবদ্ধে। অবশ্যি তুমি সর্বশক্তিমান।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ২৬)

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের অকাট্য দাবি হলো, ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলবে এবং তাঁকে ছাড়া আর কাউকেও ভয় পাবেনা :

فَلاَتَخَافُوْهُم وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. (ال عمران : ١٧٥)

অর্থ : তোমরা তাদের ভয় করোনা। মুমিন হয়ে থাকলে কেবল আমাকে ভয় করো।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৭৫)

ঈমানের দাবি হচ্ছে, মুমিন কেবল আল্লাহ্‌রই উপর ভরসা করবে :

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ. (ال عمران : ١٢٢)

অর্থ : মুমিনরা যেনো কেবল আল্লাহ্‌রই উপর ভরসা করে।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১১২)

কুরআন সত্যিকার মুমিনের জীবন চিত্র অংকন করেছে এভাবে :

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْالَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. (ال عمران)

অর্থ : এরা হলো সেইসব লোক, যাদেরকে লোকেরা বলেছে : তোমাদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী সমবেত হয়েছে, সুতরাং তাদের ভয় করো।' একথা শুনে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেলো। উত্তরে তারা বললো : আল্লাহ্‌ই আমাদের

www.pathagar.com

জন্যে যথেষ্ট। তিনিই সর্বোত্তম কর্মকর্তা।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৭৩)

এই হচ্ছে সত্যিকার মুমিনদের জীবনের নকশা। আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেও তারা ভয় করেনা। তারা প্রতিনিয়ত কেবল আল্লহ্কেই ভয় করে। আল্লাহ্র উপর ভরসা করে। তারা তাকওয়া আর খোদাপরস্তির জীবন যাপন করে। মৃত্যু পর্যন্তই তারা এ অবস্থার উপর থাকে অটল অবিচল :

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلَّاوَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ. (ال عمران : ١٠٢)

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ্কে ভয় করো, তাঁকে যেমন ভয় করা উচিত। আর তোমাদের যেনো মৃত্যু না আসে মুসলিম হওয়া ছাড়া।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১০২)

যারা আল্লাহকে ভয় করে, তারা তাঁর অবাধ্য হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করে জীবন যাপন করে এবং কেবল তাঁরই উপর ভরসা করে তাঁর পথে অটল অবিচল হয়ে চলতে থাকে। ফলে তিনি তাদের সাহায্য করেন, তাদের চলার পথ বের করে দেন এবং তাদের প্রতিটি অসুবিধা তিনি দূর করে দেন:

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَل لَّهٗ مَخْرَجًا، وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ- قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْئٍ قَدْرًا. (الطلاق :٣ -٢)

অর্থ : যে কেউ আল্লাহ্র অবাধ্য হওয়া থেকে বিরত থাকবে, তিনি তার জন্যে পথ সৃষ্টি করে দেবেন। এমন জায়গা থেকে তার রিযিকের ব্যবস্থা করে দেবেন, যা সে আশা করেনি। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে, আল্লাহ্ তার জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহ্ তাঁর সিদ্ধান্ত কার্যকর করেই থাকেন। তিনি প্রত্যেক জিনিসের পরিমাণ ঠিক করে রেখেছেন।' (সূরা আত তালাক : আয়াত ২-৩)

আবু যর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

অর্থ : আমি কুরআনের এমন একটি আয়াত সম্পর্কে জানি, কেউ যদি তার জীবনে আয়াতটি গ্রহণ করে, তবে সেটিই তার জন্যে যথেষ্ট। অতপর তিনি এই (উপরোক্ত) আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।' (মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি)

● আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ আনুগত্য করুন

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। আমরা সবাই তাঁর সৃষ্টজীব। তিনি

www.pathagar.com

আমাদের মালিক। আমরা তাঁর দাস। তিনি আমাদের বাদশাহ। আমরা তাঁর প্রজা। তিনি আমাদের উপাস্য, আমরা সবাই তাঁর গোলাম, উপাসক। এই হচ্ছে মহান আল্লাহ্র এবং আমাদের মধ্যকার সম্পর্কের স্বরূপ। এই সম্পর্কের স্বাভাবিক দাবি হলো, আমরা যেনো তাঁর শোকর আদায় করি, তাঁর সম্মুখে অবনত হই, তাঁর সন্তুষ্টির জন্যেই বেঁচে থাকি এবং মৃত্যুবরণ করি আর গোটা জীবন তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্যের মধ্যে যাপন করি। শুরুতেই কুরআন মজিদ এ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছে এভাবে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ. (الفاتحة : ٤)

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার, যিনি নিখিল বিশ্বজগতের প্রভু প্রতিপালক। যিনি দয়াবান মেহেরবান। বিচার দিনের মালিক। আমরা তোমারই ইবাদত করি, তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।' (সূরা আল ফাতিহা : আয়াত ১-৪)

এ হচ্ছে মূলত মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট, যা তাদের সৃষ্টিকর্তা নিজ কালামে প্রকাশ করেছেন। এ কালামেরই আওয়ায প্রতি রাকাত নামাযে আমরা শুনতে পাই। এভাবেই প্রতি রাকাত নামাযে আমরা তাঁর শোকর আদায় করি। তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি দিই। এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার কাজে তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।

সূরা বাকারায় এই সত্যটিই প্রকাশ হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায় :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ. (البقرة : ٢٠٨-٢٠٧)

অর্থ : এমন একদল (মুমিন) লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে (আল্লাহ্র নিকট) বিক্রয় করে দেয়। আর আল্লাহ এমন বান্দাহ্দের প্রতি খুবই দয়াবান। হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহ্র আনুগত্যের বেড়ীতে প্রবেশ করো পূর্ণভাবে। শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।' (সূরা আল বাকারা : আয়াত ২০৭-২০৮)

এ আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার হলো, ঐ সমস্ত লোকেরাই আল্লাহ্র সত্যিকার বান্দাহ, যারা তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করাকে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য

www.pathagar.com

নির্ধারণ করেছে। আর এ মহান লক্ষ্য হাসিলের জন্যে তারা নিজেদের গোটা অস্তিত্ব, সমস্ত যোগ্যতা, শক্তি সামর্থ ও উপায় উপাদানকে আল্লাহ্‌র কাছে বিক্রয় করে দিয়েছে। অন্যকথায় এই বান্দাহ্‌রা নিজেদের জীবন এবং যাবতীয় সহায় সম্পদ আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করে দিয়েছে। এগুলোর উপর তার ইচ্ছা ও হুকুম চলেনা, চলে কেবল আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং তাঁরই হুকুম :

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ.

অর্থ : নি:সন্দেহে আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।' (সূরা আত তাওবা : আয়াত ১১১)

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আর জান্নাত মূলত একই জিনিসের দু'টি নাম। জান্নাত মূলত সেই স্থান ও অবস্থার নাম, যেখানে আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের প্রতি চিরদিনের জন্যে সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। সন্তুষ্ট হয়ে সীমাহীন চিরন্তন নি'আমতসমূহ দ্বারা ভূষিত করবেন আর স্থান দেবেন নিজের একান্ত নিকটে।

উপরোল্লিখিত কুরআনের আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, আল্লাহ ও মুমিন বান্দাহ্‌র মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তির সম্পর্ক। বান্দাহ যখনই ঈমানের ঘোষণা দেয়, তখন সে মূলত নিজের জীবন যিন্দেগি, যাবতীয় যোগ্যতা ও শক্তি সামর্থ এবং সমস্ত সহায় সম্পদ আল্লাহ্‌র কাছে বিক্রয় করে দেয়। এখন বান্দাহ যদি এই চুক্তি অনুযায়ী বাস্তবিকই নিজের গোটা অস্তিত্বকে আল্লাহ তা'আলার মর্জিতে বিলীন করে দেয় এবং তার হুকুমের অনুগত হয়ে জীবন যাপন করে, তবে আল্লাহ্ তার গোটা জীবন সামগ্রীকে কবুল করে নেন। বিনিময়ে তাকে সীমাহীন চিরন্তন নি'আমতে ভরা জান্নাত প্রদান করেন। তাছাড়া চিরদিনের জন্যে তিনি তার প্রতি খুশি হয়ে যান।

সূরা আন'আমে আল্লাহ তা'আলা বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন :

قُلْ اِنَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. لاَشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ. (الانعام : ١٦٤)

অর্থ : (বলো হে নবী!) নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও মৃত্যু সেই আল্লাহ্‌র জন্যে, যিনি নিখিল জগতের রব। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। এরই নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে। আর আমিই সর্বপ্রথম আনুগত্যের মস্তক অবনতকারী।' (সূরা আন'আম : আয়াত ১৬১-১৬৩)

www.pathagar.com

আয়াতটির বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। অর্থাৎ যেমনি করে নামায, কুরবানি ও অন্যান্য ইবাদতসমূহ আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে করা হয়, তিনিই এগুলোর একমাত্র অধিকারী, ঠিক তেমনি মানুষের গোটা জীবনকেও আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে হবে। তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে। জীবন ও মৃত্যু হতে হবে আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে। এভাবে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের ইচ্ছা ও বিধানের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের নামই হলো ইসলাম। এমনি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মুসলিম হবার দাবিই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের নিকট করেছেন। অন্য এক স্থানে কুরআন বলছে :

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُالذُّنُوْبَ جَمِيْعًا، اِنَّهٗ هُوَالْغَفُوْرُ رَّحِيْمُ، وَاَنِيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْالَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَاتُنْصَرُوْنَ، وَاتَّبِعُوْااَحْسَنَ مَااُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَاتَشْعُرُوْنَ. (الزمر : ٥٣-٥٥)

অর্থ : (হে নবী!) বলে দাও : হে আমার বান্দাহ্‌রা, যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছো, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। আল্লাহ অবশ্যি সব গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনিতো ক্ষমাশীল দয়াবান। ফিরে এসো তোমাদের প্রভুর দিকে। অনুগত হও তাঁর, তোমাদের উপর আযাব এসে পড়ার আগেই। কেননা এরপর কোনো দিক থেকেই তোমরা সাহায্য পাবেনা। আর অনুসরণ করো সেই সর্বোত্তম জিনিসের, যা তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। (নইলে) সহসা এমনভাবে তোমাদের উপর আযাব এসে পড়বে যে, তোমরা টেরই পাবেনা। (সূরা আয যুমার : আয়াত ৫৩-৫৫)

আল্লাহ কতইনা মহান! মুশরিক অবাধ্য বান্দাহ্‌দের তিনি কতো আদর ও মহব্বতের ভাষায় সম্বোধন করেছেন। তিনি যেনো তাদের বলছেন : শুনো আমার বান্দাহ্‌রা! তোমরা অবশ্যি বিরাট গুনাহের কাজ করেছো। নিজেদের কর্মকান্ডের দ্বারা ইহকাল ও পরকালে তোমরা আমার আযাবের অধিকারী হয়ে পড়েছো। কিন্তু এখনো সময় আছে। এখনো এ আযাব থেকে তোমরা মুক্তি পেতে পারো। তোমাদের প্রভু বড়ই দয়াবান। পরম করুণাময়। তিনি সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিতে প্রস্তুত। এসো, তাঁর কাছে ফিরে এসো। অনুতপ্ত হও। অনুশোচনা করো। অবনত হও এবং বিনয়ের সাথে আত্মসমর্পণ করো। শিরক, বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা থেকে ফিরে এসো।

www.pathagar.com

তাওবা করো। তাঁর প্রেরিত সর্বোত্তম জীবনাদর্শের অনুসরণ করো। তিনি দয়া করে তোমাদেরই কল্যাণের জন্যে এই জীবনাদর্শ পাঠিয়েছেন। কিন্তু তোমরা যদি বিদ্রোহ এবং অবাধ্যতার উপর অটল থাকো, তবে ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ্‌র আযাব তোমাদের গ্রাস করবে। তাঁর আযাব থেকে রক্ষা পাবার কোনো উপায় তোমাদের থাকবেনা।

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে একথাও পরিষ্কার হলো, আমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও দাসত্ব করলে তাতে আল্লাহ্‌র কোনো লাভ নেই। লাভ আমাদেরই। আমাদের সাফল্য ও সৌভাগ্য এরই উপর নির্ভরশীল। আমরা তাঁর অবাধ্য হলেও তাঁর ক্ষতি নেই। তাতে ক্ষতি আমাদেরই। তাতে আমাদেরই ইহকাল ও পরকাল বিনষ্ট হয়ে যাবে।

● আল্লাহ্‌র আইন মেনে চলুন

আমরা যেমন নামায রোযাসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করে থাকি, তেমনি তাঁর সন্তুষ্টি, তাঁর হুকুম এবং তাঁর আইন ও বিধান অনুযায়ী গোটা জীবন পরিচালনা করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের ঈমান এবং তাওহীদি আকিদার এটাই দাবি। আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও হুকুম পালন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে আমরা কী করে আমাদের মুমিন বলে দাবি করতে পারি? শুধু বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। বরঞ্চ হুকুম পালন করাও বিশ্বাসের অনিবার্য দাবি। কেননা আল্লাহতো কেবল স্রষ্টা, মালিক এবং প্রতিপালকই নন, বরঞ্চ সেই সাথে তিনি শাসক এবং হুকুমকর্তাও বটে :

اَلاَلَهُ الْخَلْقُ وَالاَمْرُ. (الاعراف : ٥٤)

অর্থ : সাবধান, সৃষ্টি তাঁরই এবং তাঁরই মুষ্টিবদ্ধে রয়েছে সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব।' (সূরা আ'রাফ : আয়াত ৫৪)

গোটা সৃষ্টিলোকের কর্তৃত্ব যেমনি তাঁর হাতে, তেমনি মানুষের কর্তৃত্বও তাঁরই হাতে :

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. اِلٰهِ النَّاسِ. (الناس)

অর্থ : বলো : আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রভু, মানুষের বাদশাহ এবং মানুষের হুকুমকর্তার কাছে।' (সূরা আননাস : আয়াত ১-৩)

মানুষের এই কর্তা ও পরিচালকই মানুষকে হুকুমদান করা এবং আইন ও বিধান প্রদানের প্রকৃত অধিকারী :

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ. (يوسف : ٣٠)

অর্থ : সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কেবলমাত্র আল্লাহর।' (সূরা ইউসুফ : আয়াত ৩০)

www.pathagar.com

আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও স্বাধীন সার্বভৌম আইন প্রণেতা মেনে নেয়া শির্ক :

اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ.

অর্থ : তারা কি আল্লাহ্‌র এমন কিছু শরীক বানিয়ে নিয়েছে, যারা তাদের জন্যে এমন কোনো দীন নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?' (সূরা আশ্‌শূরা : আয়াত ২১)

মানুষের জন্যে বৈধ, বিশুদ্ধ এবং অবশ্য পালনীয় আইন হচ্ছে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র আইন। তাঁর আইন ছাড়া অপর কারো আইনকে বৈধ ও সঠিক আইন মনে করে তা পালন করা শির্ক :

اِتَّبِعُوْا مَاأُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلاَتَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ اَوْلِيَاءَ.

অর্থ : (হে লোকেরা!) তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে তোমাদের প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তোমরা তা মেনে চলো। আর নিজেদের প্রভুকে বাদ দিয়ে অপরাপর পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ করোনা।' (সূরা আ'রাফ : আয়াত ৩)

অর্থাৎ আল্লাহকে প্রতিপালক, মালিক ও কর্তৃত্বশীল বলে স্বীকার করার অকাট্য দাবি হলো, তাঁর আইন ও বিধানকে সঠিক ও অবশ্য পালনীয় বলে মানা এবং বাস্তবে তা অনুসরণ করা। আর অপর কাউকেও এ পর্যায়ের মনে করার মানেই হলো তাকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা।

আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগত এবং মানুষের বৈধ ও প্রকৃত শাসক বলেই কেবল তাঁর আইন অবশ্য পালনীয় নয়, বরঞ্চ তা এজন্যেও অবশ্য পালনীয় যে, তা ন্যায়, সুষম ও ইনসাফভিত্তিক আইন। এ আইন সেই মহান আল্লাহ্‌র তৈরি করা আইন, যিনি বিন্দুমাত্র যুল্‌ম থেকেও সম্পূর্ণ পবিত্র এবং যিনি নিজ বান্দাহ্‌দের প্রতি যুল্‌ম করার ইচ্ছা পর্যন্ত করেননা :

وَمَااللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ. (ال عمران : ١٠٨)

অর্থ : আর আল্লাহ জগতবাসীর প্রতি যুল্‌ম করতে চাননা।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১০৮)

আল্লাহ সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সকলকে প্রতিপালিত করছেন। তাঁর রহমত সকলের উপর পরিব্যাপ্ত। তাঁর দৃষ্টিতে সকলেই সমান। কেবল তাঁর সম্পর্কেই এ আশা করা যেতে পারে যে, তিনি সকলের প্রতি সুবিচার করবেন। মানুষকে মানুষের তৈরি অজ্ঞতা, যুল্‌ম ও অসমতা ভিত্তিক আইনের নিষ্পেষণ থেকে বাঁচানোর জন্যেই তিনি তাঁর দীন পাঠিয়েছেন। তিনি দীন বা জীবন ব্যবস্থা পাঠিয়েছেন, যেনো তাঁর কল্যাণকর সমতা ও সুবিচারভিত্তিক আইনের মাধ্যমে সকল শ্রেণীর মানুষ, সমাজ ও জাতি

www.pathagar.com

সমভাবে উপকৃত হয় :

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. (الحديد : ٢٥)

অর্থ : আমরা আমাদের রসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি ও দলিল প্রমাণসহ পাঠিয়েছি। তাছাড়া তাদের সাথে কিতাব এবং মীযান (মানদন্ড) অবতীর্ণ করেছি, যাতে করে মানুষ ইনসাফ ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।' (সূরা আল হাদীদ : আয়াত ২৫)

আল্লাহ্র প্রেরিত এই আইন ও জীবন ব্যবস্থা কেবল ইনসাফ ও সুবিচারপূর্ণই নয়, বরঞ্চ এই জীবন ব্যবস্থা ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কল্যাণ ও কামিয়াবীর গ্যারান্টিও বটে। এরূপ পূর্ণাংগ ও সর্বাংগীন কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থা কেবল মহান আল্লাহই প্রদান করতে পারেন। তিনিই দয়া করে আমাদের এই জীবন ব্যবস্থা প্রদান করেছেন। আর এই জীবন ব্যবস্থার অনুসারীরা যে নিশ্চিতই সাফল্যের অধিকারী হবে, তাও তিনি বলে দিয়েছেন :

اُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. (البقرة : ٥)

অর্থ : এই লোকেরাই তাদের প্রভু প্রদত্ত হিদায়াতের উপর রয়েছে আর এরাই হবে (ইহকাল ও পরকালে) সাফল্যের অধিকারী।' (সূরা আল বাকারা : আয়াত ৫)

পৃথিবীতে পাঠাবার কালেই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন, যারা তাঁর হুকুম মেনে চলবে এবং রসূলদের মাধ্যমে তিনি যে জীবন ব্যবস্থা পাঠাবেন তা মেনে চলবে, তারাই পৃথিবীতে ও পরকালে সমস্ত কল্যাণের অধিকারী হবে। আর যারা তাঁর হুকুম মেনে চলবেনা এবং তাঁর পাঠানো জীবন ব্যবস্থার অনুসরণ করবেনা, তারা তাঁর চিরন্তন শাস্তির শিকার হবে :

يَابَنِىْ اٰدَمَ اِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُم يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِىْ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ. وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا اُوْلٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ. (الاعراف : ٣٦-٣٥)

অর্থ : হে আদম সন্তান! মনে রেখো, তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে এমনসব রসূল আসবে, যারা তোমাদেরকে আমার আয়াত শুনাবে, তখন যে-ই তা অমান্য করা থেকে বিরত থাকবে এবং স্বীয় আচরণ ও কর্মকান্ডকে সংশোধন করে নেবে, তার জন্যে কোনো দু:খ বা ভয়ের কারণ

www.pathagar.com

ঘটবেনা। আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করবে এবং বিদ্রোহের আচরণ করবে, তারাই হবে দোযখের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।' (সূরা আল আ'রাফ : ৩৫-৩৬)

● রসূলের পূর্ণ অনুসরণ করুন

অতপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বীয় আইন ও জীবন ব্যবস্থাসহ সকল দেশ ও জাতির মধ্যে রসূল পাঠাতে থাকেন :

وَاِن مِّنْ اُمَّةٍ اِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ. (الفاطر : ٢٤)

অর্থ : এমন কোনো জাতি নেই, যেখানে কোনো সতর্ককারী (নবী রসূল) আসেনি। (সূরা ফাতির : আয়াত ২৪)

সর্বশেষে গোটা মানব জাতির পথ প্রদর্শক হিসেবে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সা.-কে প্রেরণ করেন :

وَمَاۤ اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا. (سبا : ٢٨)

অর্থ : (হে মুহাম্মদ!) আমরা তোমাকে গোটা মানব জাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি।'(সূরা সাবা : আয়াত ২৮)

তিনি আল্লাহ্র সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোনো নবী রসূল আসবেননা:

وَلٰكِن رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ. (الاحزاب : ٤١)

অর্থ : বরঞ্চ তুমি আল্লাহ্র রসূল এবং নবুয়্যতের ধারা সমাপ্তকারী।' (সূরা আল আহযাব : আয়াত ৪১)

তাঁর আগমনের পর আল্লাহ্র দাসত্ব, আনুগত্য ও বন্দেগি করার পথ এখন একটিই মাত্র রয়েছে, আর তাহলো, মানুষ তাঁর গোটা জীবনের সমস্ত কর্মকান্ড, আচার আচরণ এবং ইবাদত বন্দেগি তাঁরই দেখানো নিয়ম পদ্ধতিতে সম্পাদন করবে :

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. (ال عمران : ٣١)

অর্থ : হে নবী! লোকদের বলে দাও : তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহ্কে ভালবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো। তবেই আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন। তোমাদের গুনাহ্খাতা মাফ করে দেবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল দয়াবান।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩১)

যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য ও অনুসরণের জন্যে প্রস্তুত নয়, কুরআন তাকে মুসলিম বলে স্বীকার করেনা :

www.pathagar.com

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّابِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَآاُوْلٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ. (النور : ٤٧)

অর্থ : এই লোকেরা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছি। অতপর তাদের মধ্য থেকে একদল লোক এই স্বীকৃতি ভংগ করে ফেলেছে। এই ধরনের লোকেরা মুমিন নয়।' (সূরা আননূর : আয়াত ৪৭)

لَااِلٰهَ اِلاَّ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

এই কালেমা হচ্ছে ইসলামের মূল কথা। এর প্রথম অংশ পরিষ্কার করে বলছে : আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমকর্তা নেই। মানুষ কেবল তাঁরই দাস এবং গোটা জীবন কেবল তাঁরই দাসত্ব করতে হবে। কলেমার দ্বিতীয় অংশ পরিষ্কার করে বলছে : মুহাম্মদ সা. আল্লাহ্র রসূল। অর্থাৎ আল্লাহ্র দাসত্ব আনুগত্য ও গোলামি করার পথ একটিই রয়েছে আর তাহলো, গোটা জীবনের সমস্ত কর্মকান্ড ও আচার আচরণে তাঁর আনীত বিধানের অনুসরণ করতে হবে। এ পথের অনুসরণ করলেই আমরা মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, সাহায্য ও অনুগ্রহ লাভের অধিকারী হতে পারবো।

❖

www.pathagar.com

৩

ইসলামের পারস্পারিক অধিকার

اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (بخارى، مسلم)

কিয়ামতের দিন যুল্‌ম পরিণত হবে অন্ধকার আর অন্ধকারে।' (বুখারি, মুসলিম)

www.pathagar.com

● ইসলামে অধিকারের গুরুত্ব

সেক্যুলারপন্থীরা দীর্ঘদিন থেকে মানুষের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করে আসছে। সেটা হলো : 'ধর্ম হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের মধ্যে একটি প্রাইভেট বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপার। আর ব্যক্তিগত সম্পর্ক রক্ষা করা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।'

ধর্মের এ সংজ্ঞা অন্যান্য ধর্মের ব্যাপারে প্রযোজ্য হলেও হতে পারে। কিন্তু ধর্মের এ পরিচয়ের সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই। ইসলাম ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে পরিপূর্ণভাবে পরিব্যাপ্ত। ইসলাম যেমনি আল্লাহ্‌র সাথে বান্দাহ্‌র সঠিক সম্পর্কের বিধান, তেমনি তা মানুষের সাথে মানুষের সঠিক সম্পর্কেরও বিধান। ইসলামের দু'টি মৌলিক অংশ রয়েছে : (এক) আল্লাহ্‌র অধিকার এবং (দুই) বান্দাহ্‌র অধিকার। ইসলামের দৃষ্টিতে উভয় অংশই সমান গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কুরআনের যেখানে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার কথা আলোচিত হয়েছে, সেখানেই আল্লাহ্‌র অধিকারের সাথে সাথে বান্দাহ্‌র অধিকারের কথাও আলোচিত হয়েছে :

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَاتُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ (النساء)

অর্থ : তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব করো। তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করোনা। মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করো। নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, প্রতিবেশি আত্মীয়, পাশাপাশি বসবাসকারী, ভ্রমণসংগি, পথিক এবং তোমাদের অধীনস্তদের প্রতি উত্তম আচরণ করো।' (সূরা আননিসা : আয়াত ৩৬)

আল্লাহ্‌র কালাম এক লা-শারীক আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও আনুগত্য করার হুকুম দেবার সাথে সাথেই বান্দাহ্‌র অধিকার আদায়ের হুকুম দেয়। কুরআনের এ আয়াতটি থেকে একথাটি আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম। বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের নাম নিয়ে কুরআন তাদের অধিকার আদায়ের নির্দেশ আমাদের দিচ্ছে। অন্যত্র কুরআন এরূপ আরেকটি চিত্র অংকন করেছে :

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَاٰتَ الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَابْنِ

السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَاعَاهَدُوْاالصَّابِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

অর্থ : বরঞ্চ প্রকৃত নেক ও পুণ্যের কাজ হলো– মানুষ আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনবে। আল্লাহ্র ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের ধনমাল আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাস মুক্তির জন্যে ব্যয় করবে। নামায কায়েম করবে। যাকাত দেবে। ওয়াদা করলে পূরণ করবে। দারিদ্র, সংকট, বিপদাপদ এবং সত্য মিথ্যার সংঘাতের সময় ধৈর্য ও অটলতা অবলম্বন করবে। প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্যপন্থী আর এরাই মুত্তাকী।' (সূরা আল বাকারা : আয়াত ১৭৭)

এ আয়াতে নামাযের, এমনকি সকল উত্তম আমলের আগে বান্দাহ্র অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং আয়াতটি থেকে বান্দাহ্র অধিকারের অস্বাভাবিক গুরুত্বের কথা স্পস্টভাবে বুঝা যায়। কুরআন মজিদে বান্দাহ্র অধিকার ও পারস্পারিক সদাচারের কথা ঈমানেরও আগে আলোচিত হয়েছে :

فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَمَا اَدْرَاكَ مَاالْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ. اَوْاِطْعَامٌ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ. يَتِيْمًا ذَامَقْرَبَةٍ. اَوْمِسْكِيْنًا ذَامَتْرَبَةٍ. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْابِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْابِالْمَرْحَمَةِ. اُوْلٰئِكَ اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. (بلد : ١٨-١١)

অর্থ : সে বাধা ডিংগাতে সাহস করেনি। আর সে বাধাটা সম্পর্কে তুমি কী জানো? কোনো ঘাড়কে (গোলামি থেকে) মুক্ত করা। অথবা ভুখা থাকার দিন কোনো আত্মীয় ইয়াতীমকে বা কোনো ধূলোমলিন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো। অতপর ঐ লোকদের মধ্যে শামিল হওয়া, যারা ঈমান এনেছে এবং পরস্পরকে সবর অবলম্বন করার ও দয়া করার উপদেশ দিয়েছে। এরাই হচ্ছে ডানদিকের লোক।' (সূরা আল বালাদ : আয়াত ১১-১৮)

এসব আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়, মানুষের সেবা করা অতি উচ্চ ধরনের নেক কাজ। এ কাজ অপরাপর বড় বড় নেক কাজেরও মাধ্যম। যারা এসব নেক গুণাবলীর অধিকারী, ঈমান এবং সবরের মতো সম্পদ তাদের হস্তগত হয়। ঐ আত্মাই আপদমুক্ত প্রশস্ত আত্মা, যে আল্লাহ্র হুকুমের সামনে মস্তক অবনত করে দেয় এবং বান্দাহ্র অধিকার প্রদানে থাকে সদা প্রস্তুত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির আত্মা পাষণ্ড আত্মা, যে মানুষকে

www.pathagar.com

দু:খ কষ্ট দেয় এবং মানুষের বিপদে যার প্রাণ কাঁদেনা, মানুষের প্রতি যার দয়ামায়া নেই, সেতো মানুষ নয়, পশু। তার বক্ষে প্রাণ নেই, আছে কঠিন পাথর। এমন অন্তরে ঈমান প্রবেশ করতে পারেনা। সে দুনিয়াপূজারী। আর কোনো দুনিয়াপূজারী আল্লাহ্পূজারী হতে পারেনা।

উপরের আয়াতগুলো থেকে একথাও বুঝা গেলো, যেসব লোক আল্লাহ্র অধিকারের সাথে সাথে বান্দাহ্র অধিকার আদায় করে, তারা পরকালে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করবে। তারা আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দাহ। তারা আল্লাহ্র দেয়া নিআমতসমূহ এবং তাঁর বান্দাহ্দের অধিকার সম্পর্কে অবগত হয়েছে। তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে তাঁর দেয়া নিআমতসমূহ তাঁর বান্দাহ্দের জন্যে ব্যয় করেছে। এসব লোককে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো হবে। তাদের মালিক তাদের প্রতি চিরদিনের জন্যে সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন :

وَسَيُجَنَّبُهَا الاَتْقَى. الَّذِىْ يُوْتِىْ مَالَهُ يَتَزَكّٰى. وَمَا لاَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزٰى. اِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الاَعْلٰى وَلَسَوْفَ يَرْضٰى.

অর্থ : যে ব্যক্তি তার ধনসম্পদ পবিত্র হবার উদ্দেশ্যে দান করে, সেই অতীব পরহেযগার ব্যক্তিকে (আগুন থেকে) রক্ষা করা হবে। তার উপর কারো এমন কোনো অনুগ্রহ নেই, যার বিনিময় তাকে দিতে হবে। সেতো কেবল তার মহান রবের সন্তুষ্টি অন্বেষণের উদ্দেশ্যে (এ নেক কাজ করে)। অতি শীঘ্রি তিনি তার উপর রাজি হয়ে যাবেন।' (সূরা আল লাইল : আয়াত ১৭-২১)

এ হচ্ছে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাহ্দের বৈশিষ্ট। আর যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা বিরাগভাজন হয়েছেন, তাদের বৈশিষ্ট এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হলো, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান না আনা এবং মানুষের প্রতি দয়া না করা :

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ. ثُمَّ فِى سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ. اِنَّهُ كَانَ لاَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ. وَلاَيَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ. (الحاقة : ٣٤-٣٠)

অর্থ : তাকে পাকড়াও করো। তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে দাও। অতপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। এরপর সত্তর গজ লম্বা শিকলে তাকে বাঁধো। কারণ, সে মহান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনেনি। আর মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেনি।' (সূরা আল হাক্কাহ : আয়াত ৩০-৩৪)

জাহান্নামীদের জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে চরম দু:খ কষ্টের জাহান্নামে তারা পৌছেঁছে? জবাবে তারা বলবে :

www.pathagar.com

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ. وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ. وَنُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ. (المدثر :٤٦-٤٣)

অর্থ : আমরা নামাযী ছিলামনা। মিসকীনদের খাবার খাওয়াতামনা। সত্যের বিরুদ্ধে কথা রচনাকারীদের সাথে মিলে আমরাও অনুরূপ কথাবার্তা রচনা করে বেড়াতাম। তাছাড়া প্রতিফলের দিনকে আমরা অস্বীকার করতাম।'(সূরা আল মুদ্দাস্‌সির : আয়াত ৪৩-৪৬)

অপরের অধিকার প্রদান করা ইসলামের একটি মৌলিক দিক। যে ব্যক্তি পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারে বিশ্বাস রাখেনা, কেবল সে-ই অপরের অধিকার প্রদান থেকে বিরত থাকতে পারে :

اَرَأَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنَ. فَذَالِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ وَلاَيَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ. (الماعون : ٣-١)

অর্থ : তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছো, যে প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করে? সে ব্যক্তিই তো ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় আর মিসকীনকে খাবার দিতে উৎসাহ দেয়না।' (সূরা আল মাউন : আয়াত ১-৩)

● অধিকার নষ্ট করার করুণ পরিণতি

অন্য একটি দিক থেকেও বান্দাহর অধিকারের বিষয়টি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাহলো শির্‌ক এবং বান্দাহ্‌র অধিকার হরণের গুনাহ মাফ হয়না। শির্‌ক সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ لاَيَغْفِرُاَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُمَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ.

অর্থ : আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করার গুনাহ তিনি মাফ করবেননা। এ ছাড়া অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন।' (সূরা আননিসা : আয়াত ১১৬)

আর বান্দাহ্‌র অধিকার হরণের গুনাহ ততোক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা পাওয়া যাবেনা, যতোক্ষণনা বান্দাহ নিজে তা ক্ষমা করে দেয়, কিংবা তার অধিকার ফেরত দেয়া হয়। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

اَلدِّوَاوِيْنُ ثَلٰثَةٌ دِيْوَانٌ لاَيَغْفِرُاللّٰهُ اَلاِشْتِرَاكَ بِاللّٰهِ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَغْفِرُ اَن يُّشْرَكَ بِهٖ وَدِيْوَانٌ لاَيَتْرُكُهُ اللّٰهُ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِىْ مَابَيْنَهُمْ حَتّٰى يَقْتَصَّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَدِيْوَانٌ لاَيَعْبَأُ اللّٰهُ بِهٖ ظُلْمُ الْعِبَادِفِىْ مَابَيْنَهُم وَبَيْنَ اللّٰهِ

فَذَالِكَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَعَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَتَجَاوَزَعَنْهُ. (شعبه الايمان بيهقى)

অর্থ : বদ আমল তিন ধরনের হবে। এক ধরনের বদ আমল হলো তা, যা আল্লাহ ক্ষমা করবেননা। এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করার আমল। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন : আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করার গুনাহ তিনি ক্ষমা করবেননা।' দ্বিতীয় ধরনের বদ আমল হলো তা, যে ব্যাপারে আল্লাহ ছাড় দেবেননা। সেটা হচ্ছে বান্দাহ্‌র পরস্পরের প্রতি যুল্‌ম করার গুনাহ। এ ব্যাপারে একে অপরের কাছ থেকে স্বীয় অধিকার আদায় করে নেয়ার আগ পর্যন্ত ছাড়া হবেনা। আরেক ধরনের বদ আমল হলো তা, যে ব্যাপারে আল্লাহ অধিকতর কড়াকড়ি করবেননা। এ হচ্ছে বান্দাহ কর্তৃক আল্লাহর অধিকার নষ্ট করার গুনাহ। এ গুনাহর ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র হাতে। এর জন্যে তিনি ইচ্ছে করলে শাস্তি দিতে পারেন কিংবা ক্ষমাও করে দিতে পারেন।' (বায়হাকী শু'আবুল ঈমান)

পরকালে অর্থ কড়ি ধন সম্পদ কিছুই থাকবেনা। সেখানে এসবের মালিক হতে পারলে হয়তো কিছু কাজ হতো। দুনিয়াতে কারো অধিকার নষ্ট করে থাকলে বিনিময়ে তাকে এগুলো দিয়ে মুক্তি পাবার চেষ্টা করা যেতো। কিন্তু সেখানে অর্থকড়ি ধনসম্পদ কেউ নিয়ে যেতে পারবেনা। সেখানকার সম্পদ হবে মানুষের নেক আমল। পৃথিবীতে যারা কারো অধিকার নষ্ট করে যাবে, কারো প্রতি যুল্‌ম করে যাবে, পরকালে মযলূম ব্যক্তি বিনিময়ে তার সমস্ত নেক আমল নিয়ে যাবে। ফলে তার নেক আমল নি:শেষ হয়ে যাবে। অতপর মযলূম আরো দাবি করবে। যালিম আর নেকী তাকে দিতে পারবেনা। ফলে মযলূম নিজের বদ আমল তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। অতপর সমস্ত নেকীহারা হয়ে এ ধরনের যালিমরা চিরদিনের জন্যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। প্রিয় রসূল সা. বলেছেন :

مَنْ كَانَتْ لَهُ مُظْلَمَةٌ لِاَخِيْهِ مِنْ عَرْضِهِ اَوْشَيْءٍفَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلُ اَلاَّيَكُوْنَ لَهُ دِيْنَارٌ وَلَادِرْهَمٌ اِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَمِنْهُ بِقَدْرِمُظْلِمَتِهِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَمِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ نَحْمِلَ عَلَيْهِ. (بخارى)

অর্থ : কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রতি সম্মান ও মর্যাদাহানির মাধ্যমে যুল্‌ম করে থাকে কিংবা তার কিছু নিয়ে তার উপর যুল্‌ম করে থাকে, তবে সেই

www.pathagar.com

দিন আসার আগেই যেনো সে ক্ষমা চেয়ে তা নিজের জন্যে বৈধ করে নেয়, যেদিন কারো কোনো অর্থ কড়ি থাকবেনা। যালিমের যদি নেক আমল থাকে, তবে যার অধিকার সে নষ্ট করেছিল, সে পরিমাণ সেখান থেকে অধিকারহারাকে প্রদান করা হবে। আর যদি তার কোনো নেক আমল না থাকে, তবে অধিকারহারার বদ আমলসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে।' (সহীহ বুখারি)

সহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনায় বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَاالْمُفْلِسُ قَالُواالْمُفْلِسُ فِيْنَامَنْ لاَدِرْهَمَ لَهُ وَلاَمَتَاعَ قَالَ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ يَّأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِبِصَلٰوةٍ وَّصِيَامٍ وَّزَكٰوةٍ وَّيَأْتِىْ قَدْشَتَمَ هٰذَا اُخِذَ وَقَذَفَ هٰذَاوَاَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَاوَضَرَبَ هٰذَامِنْ حَسَنَاتِهِ فَاِنْ فُنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُقْضٰى مَاعَلَيْهِ اَخَذَمِنْ خَطَايَا هُمْ فَطُرِحَت عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ. (مسلم)

অর্থ : আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা কি জানো দরিদ্র কে? তারা বললেন : আমাদের মধ্যে সে-ই দরিদ্র যার কোনো অর্থকড়ি ও ধন সম্পদ নেই।' অতপর তিনি বললেন : আমার উম্মতের মধ্যে সে ব্যক্তিই দরিদ্র, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা এবং যাকাতের মতো বিরাট বিরাট নেক আমল নিয়ে উত্থিত হবে। অপরদিকে দেখা যাবে, সে কাউকেও গালি দিয়ে এসেছে। কাউকেও অপবাদ দিয়ে এসেছে। কারো অর্থ সম্পদ খেয়ে এসেছে। কাউকেও খুন করে এসেছে। কাউকেও আঘাত করে এসেছে। ফলে তার নেক আমল থেকে অমুককে কিছু দেয়া হবে, অমুককে কিছু দেয়া হবে। কিন্তু তাদের দাবি ফুরানোর আগেই যদি তার নেক আমল ফুরিয়ে যায়, তবে তাদের বদ আমল তার ঘাড়ে চাপানো হবে। অতপর তাকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে।' (সহীহ মুসলিম)

হাদিসগুলো থেকে পারস্পরিক অধিকার হরণের ভয়াবহ পরিণতির কথা জানা গেলো। ইসলাম এ ব্যাপারে সকলকে সতর্ক হবার আহবান জানায়।

● সুবিচার

পারস্পরিক সুবিচার লাভের অধিকার প্রসংগে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত

www.pathagar.com

বাণীটি একটি মৌলিক নির্দেশনা :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُبِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِذِى الْقُرْبٰى (النحل)

অর্থ : আল্লাহ সুবিচার, সদাচার ও নিকটাত্মীয়দের দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন।' (সূরা আননহল : আয়াত ৬০)

সুবিচার লাভ করা প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। প্রতিটি মানুষের কাছে প্রতিটি মানুষের এ অধিকার রয়েছে, চাই সে মুসলিম হোক কিংবা কাফির, শত্রু হোক কিংবা বন্ধু। এমনকি শত্রুতার ক্ষেত্রেও যুল্‌ম ও অধিকার বিনষ্ট করা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ :

وَلَايَجْـرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَـومٍ عَلٰى اَن لَّاتَـعدِلُوا اِعـدِلُوا هُوَاَقـرَبُ لِلتَّقْوٰى. (المائدة : ٨)

অর্থ : কোনো বিশেষ লোক দলের শত্রুতা যেনো তোমাদেরকে এতোটা উত্তেজিত করে না দেয়, যার ফলে তোমরা সুবিচার ত্যাগ করে বসবে। সুবিচার করো। মূলত তাকওয়ার সাথে এর গভীর নৈকট্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে।' (সূরা আল মায়িদা : আয়াত ৮)

প্রতিটি মানুষের জীবন সম্মানার্হ্য। অন্যায়ভাবে কারো রক্ত ঝরানো যেতে পারেনা। প্রতিটি মানুষের অর্থ সম্পদ সম্মানার্হ্য। কারো সম্পদ তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া যেতে পারেনা। প্রতিটি মানুষের মান মর্যাদা সম্মানার্হ্য। কোনো অবস্থাতেই কারো মান সম্মান বিনষ্ট করা যেতে পারেনা।

নিজ আকীদা বিশ্বাস অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের ইবাদত করার অধিকার রয়েছে। আকীদা বিশ্বাস ও ধর্ম পরিবর্তন করার জন্যে কাউকেও বাধ্য করা যেতে পারেনা। কারো ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যেতে পারেনা। কারো উপাসনালয়ের অমর্যাদা করা যেতে পারেনা। কারো ধর্মীয় নেতা ও মহাপুরুষের প্রতি কটুক্তি করা যেতে পারেনা। কারো 'পার্সনাল ল' খতম করা যেতে পারেনা।

প্রতিটি মানুষের সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। এ অধিকার থেকে কাউকেও বঞ্চিত করা যেতে পারেনা। প্রত্যেক ব্যক্তির বৈধ পন্থায় জীবিকা উপার্জনের অধিকার রয়েছে। কারো এ অধিকার হরণ করা যেতে পারেনা। জ্ঞান অর্জন করা এবং নিজ ধ্যান ধারণা ও আকীদা বিশ্বাস অনুযায়ী নিজ সন্তানদের শিক্ষাদান করার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে। কোনো ব্যক্তির কাছে থেকে তার এ অধিকার হরণ করা যেতে পারেনা।

সর্বাবস্থায় নারীর মান ইজ্জত সম্মানার্হ্য। কোনো অবস্থাতেই তার মান ইজ্জতের উপর হাত দেয়া যেতে পারেনা। আইনের নিরাপত্তা লাভ করার

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার সমান। এ ব্যাপারে কোনো প্রকার পার্থক্য করা যেতে পারেনা।

এগুলো এবং এরকম সকল মানবাধিকার লাভ করা ধনী দরিদ্র, সাদা কালো, মুসলমান অমুসলমান এবং বন্ধু শত্রু নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্মগত অধিকার। প্রতিটি মানুষকে তার এই অধিকার যথাযথভাবে প্রদান করা এবং এই অধিকারকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করাই হচ্ছে সুবিচার। মানব সমাজে এ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। আল্লাহ বলেন :

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْاكُوْنُوْاقَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْعَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّااَوْفَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَافَلاَتَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا. (النساء : ١٣٥)

অর্থ : হে ঈমানদারেরা! তোমরা সুবিচারের ধারক হও। আল্লাহ্‌র জন্যে সাক্ষী হও। তোমাদের এ সুবিচার ও সাক্ষ্যের আঘাত তোমাদের নিজেদের উপর কিংবা তোমাদের পিতা মাতা ও আত্মীয়স্বজনের উপরই পড়ুকনা কেন, আর পক্ষদ্বয় ধনী কিংবা গরীব যাই হোকনা কেন, তাদের সকলের অপেক্ষা আল্লাহ্‌র এই অধিকার অনেক বেশি যে, তোমরা তাঁর ইচ্ছার প্রতিই লক্ষ্য রাখবে। সুতরাং তোমাদের নফস্ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার থেকে বিরত হয়োনা।' (সূরা আন নিসা : আয়াত ১৩৫)

সুবিচার যে ব্যক্তি হরণ কিংবা লংঘন করে, সে যালিম। এ ধরনের লোকেরা এ জীবনে কিছুটা অবকাশ পেলেও পেতে পারে। কিন্তু এদের পরিণাম ফল ভয়াবহ। একটি হাদিসে রসূলে আকরাম সা. বলেছেন :

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِى الظَّالِمَ حَتّٰى اِذَا اَخَذَهٗ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ وَكَذَالِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَالْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهٗ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ.

অর্থ : আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ যালিমকে অবকাশ দিতে থাকেন। অবশেষে যখন পাকড়াও করেন, তখন আর ছেড়ে দেননা। এতোটুকু বলার পর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :

'তোমার রবের পাকড়াও এমনি। তিনি যখন কোনো যালিম জনপদকে পাকড়াও করেন, নিসন্দেহে তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন এবং অতি ভয়াবহ।' (বুখারি, মুসলিম)

www.pathagar.com

যারা আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করে তাঁর অসন্তোষ লাভ করেছে, পরকালে তারা তাঁর 'নূর' থেকে হবে বঞ্চিত। অন্ধকারের ঘনঘোরে হোঁচট খেয়ে খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে গিয়ে জাহান্নামে। প্রতিটি অন্যায় অপরাধ অন্ধকারের রূপ ধারণ করবে পরকালে। যুল্‌ম হবে সেখানে যুলুমাত :

اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (بخارى، مسلم)

অর্থ : কিয়ামতের দিন যুল্‌ম পরিণত হবে অন্ধকার আর অন্ধকারে।' (বুখারি, মুসলিম)

এ হলো সুবিচারের গুরুত্ব আর যুল্‌মের অশুভ পরিণতি। সুবিচার করার ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো শর্তারোপ করা যাবেনা যে, আমাদের সাথে ইনসাফ করা হলে আমরাও ইনসাফ করবো। বরঞ্চ সর্বাবস্থায়ই ইনসাফ করতে হবে। হাদিসে বলা হয়েছে :

لاَتَكُونُوا اِمَّعَةً تَقُولُوااِن اَحسَنَ النَّاسُ اَحسَنَّاوَاِن ظَلَمُوا ظَلَمنَاوَلَكِن وَطِنُوااَنفُسِكُم اِن اَحسَنَ النَّاسُ اَن تُحسِنُواوَاِن اَسَاءُوا فَلاَ تَظلِمُوا. (ترمذى)

অর্থ : তোমরা ঐ লোকদের মতো হয়োনা, যারা বলে : আমাদের সাথে ভালো আচরণ করা হলেই আমরা ভালো আচরণ করবো। আর আমাদের সাথে যুল্‌ম করা হলে আমরাও যুল্‌ম করবো। বরঞ্চ তোমরা নিজেদের মনমানসিকতাকে এভাবে তৈরি করো যে, তোমাদের সাথে ভালো আচরণ করা হলেও তোমরা ভালো আচরণ করবে, আর অন্যায় আচরণ করা হলেও যুল্‌ম করবেনা।' (তিরমিযি)

● সদাচরণ

ইসলাম শুধু সুবিচারের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। বরঞ্চ সদাচরণেরও পরামর্শ দিয়েছে। সকল মানুষের সাথেই সদাচরণের কথা বলেছে। এ ক্ষেত্রে মুসলিম অমুসলিমদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। প্রতিটি মানুষের জন্যেই আমাদের অন্তরে দয়া করুণা থাকতে হবে। প্রিয় নবী সা. বলেছেন:

الرَّاحِمُونَ اَرحَمُهُمُ الرَّحمنُ ارحَمُوا مَن فِى الاَرضِ يَرحَمكُم مَن فِى السَّمَاءِ (ترمذى ، ابوداؤد)

অর্থ : দয়ালুদেরকে আল্লাহ রহমান দয়া করেন। যমীনবাসীদের দয়া করো, আসমানের মালিক তোমাদের দয়া করবে।' (তিরমিযি)

www.pathagar.com

সকল মানুষ আদম সন্তান হবার কারণে আমাদের ভাই। তাই ভাইয়ের সাথে যে আচরণ ও নীতি অবলম্বন করা উচিত, সকল মানুষের সাথে আমাদেরকে সে ধরনের আচরণ করতে হবে। আমাদেরকে তাদের প্রতি কোমল ও দয়ালু হতে হবে। তাদের কল্যাণ কামনা করতে হবে। তাদেরকে উত্তম পরামর্শ দিতে হবে। বিপদ আপদে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। প্রয়োজনের সময় তাদের উপকার করতে হবে। তাদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করতে হবে। কেউ সেবা লাভের মুখাপেক্ষী হলে তার সেবা করতে হবে। তাদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করতে হবে।

● অসহায়দের সেবা

যে যতোটা অসহায়, দুর্বল, দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত, সে ততোটাই দয়া, সহানুভূতি ও সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার অধিকারী। তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা এবং আশ্রয় দান করা আমাদের কর্তব্য। এ কাজ যে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ তা একটা হাদিস থেকে জানা যায় :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنَ كَالسَّاعِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَحْسِبُهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لَايَفْتَرُوْا كَالصَّائِمِ لَايَفْطِرُ. (بخارى، مسلم)

অর্থ : আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : বিধবা ও মিসকীনদের সেবা ও সাহায্যার্থে যে ব্যক্তি দৌড়ধোপ করে, সে ঐ ব্যক্তির মতো, যে আল্লাহ্‌র পথে দৌড়ধোপ করে। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয় তিনি একথাও বলেছেন : সে ঐ ব্যক্তির মতো, যে প্রতি রাত্রে আল্লাহ্‌র ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাকে, কোনো বিরতি দেয়না কিংবা ঐ ব্যক্তির মতো, যে প্রতিদিন রোযা রাখে, বিরতি দেয়না।' (বুখারি, মুসলিম)

আল্লাহ কতো মহান! দরিদ্র এবং বিধবাদের সেবার কতো বিরাট পুরস্কার তিনি প্রদান করেন! অপর এক হাদিসে আল্লাহ্‌র রসূল সা. ইয়াতীমদের প্রসংগে বলেন :

اَنَاوَكَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَاَشَارَبِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. (بخارى)

অর্থ : আমি এবং ইয়াতীমের পৃষ্ঠপোষণকারী, চাই সে ইয়াতীমের আত্মীয় হোক কিংবা অনাত্মীয় এরূপ নিকটবর্তী থাকবো। একথা বলে তিনি তাঁর তর্জনি ও মধ্যাংগুল সামান্য ফাঁক রেখে কাছাকাছি করলেন।' (বুখারি)

www.pathagar.com

ইয়াতীমের প্রতিপালনের মর্যাদা কতো বিরাট! অপরদিকে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণকারীর হাশর হবে ভয়াবহ। কুরআন মজীদ বলেছে :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْ نَ اَمْـوَالَ الْيَـتَـامٰى ظُلْمًـا اِنَّمَـا يَأْكُلُونَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًاوَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا. (النسا:١٠)

অর্থ : যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে, তারা মূলত আগুন দিয়ে তাদের উদর ভর্তি করে। অচিরেই তারা দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনে প্রবেশ করবে।' (সূরা আননিসা : আয়াত ১০)

মনে রাখতে হবে, এ কথাগুলো মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

● প্রতিবেশির অধিকার

আমাদের প্রতিবেশি মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম, আমাদের উপর তাদের এ অধিকার রয়েছে যে, আমরা অন্যদের তুলনায় তাদের অধিকতর কল্যাণ কামনা করবো এবং তাদের সাথে অধিকতর সদাচরণ করবো। কুরআন মজীদে আত্মীয় প্রতিবেশি এবং অনাত্মীয় প্রতিবেশি উভয়ের সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হাদিস থেকে জানা যায়, আমাদের উপর আমাদের প্রতিবেশিদের অস্বাভাবিক অধিকার রয়েছে। রসূলে আকরাম সা. বলেন :

مَاذَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِىْ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهٗ سَيُوَرِّثُهٗ.

অর্থ : প্রতিবেশিদের অধিকারের ব্যাপারে জিব্রীল আমাকে বার বার তাকিদ করতে থাকেন। ফলে আমার মনে হচ্ছিল, প্রতিবেশিকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়া হবে।' (বুখারি, মুসলিম)

অপর একটি হাদিসে বলা হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ قِيْلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ لَايَامَنُ جَارُهٗ بِوَائِقَهٗ (بخارى، مسلم)

অর্থ : আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেন : আল্লাহ্র শপথ, সে ব্যক্তি মুমিন নয়! খোদার কসম, সে ব্যক্তি মুমিন নয়! জিজ্ঞাসা করা হলো : হে আল্লাহ্র রসূল, সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেন : যার প্রতিবেশি তার অন্যায় অনাচার ও দুষ্কৃতি থেকে নিরাপদ থাকেনা।' (বুখারি, মুসলিম)

www.pathagar.com

● মাতা পিতার অধিকার

মানুষের মধ্যে মানুষের উপর সর্বাধিক অধিকার তার মাতা পিতার। কুরআন হাদিসে এ ব্যাপারে বার বার এবং অধিকতর তাকিদ করা হয়েছে। কুরআন মজীদ বলেছে :

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّتَعْبُدُوْا اِلاَّاِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُ هُمَااَوكِلاَهُمَا فَلاَتَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَلاَتَنْهَرْهُمَاوَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَارَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا.

অর্থ : তোমার প্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন : তোমরা কেবল তাঁর ছাড়া আর কারো দাসত্ব আনুগত্য করবেনা। মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তাদের কোনো একজন বা উভয়কেই যদি তোমরা বৃদ্ধাবস্থায় পাও, তবে তাদের 'উহ্' পর্যন্ত বলবেনা। তাদের ভর্ৎসনা করবেনা। তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে। আর তাদের জন্যে এভাবে দু'আ করবে : হে প্রভু প্রতিপালক! এঁদের দু'জনের প্রতি রহম করো, যেমন করে পরম স্নেহ মমতার সাথে শিশুকাল থেকে তারা আমাকে লালন পালন করেছেন। (সূরা ইস্রাইল : আয়াত ২৩-২৪)

মার অধিকার বাবার অধিকারের চাইতেও অধিক। হাদিস থেকেই একথা জানা যায় :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبُوْكَ وَفِىْ رِوَايَةٍ ثُمَّ اَدْنَاكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ.

(بخارى، مسلم)

অর্থ : আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞেস করলো, 'হে আল্লাহ্র রসূল! আমার ভালো ব্যবহার পাবার সর্বাধিক অধিকারী কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি জিজ্ঞেস করলো 'তারপর কে'? তিনি বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি জানতে চাইলো 'তারপর কে'? তিনি জবাব দিলেন 'তোমার মা'। লোকটি আবারও জানতে চাইলো, 'এরপর কে'? তিনি বললেন, 'তোমার বাপ'। অপর একটি বর্ণনায় এই বাড়তি কথাটিও আছে যে, 'অতপর সম্পর্কের দিক থেকে যে অধিকতর নিকটে। তারপর যে অধিক নিকটে।' (বুখারি, মুসলিম)

www.pathagar.com

মা বাপ যদি শির্ক করতে বলে কিংবা আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করতে বলে, সে অবস্থায় তাদের কথা মানা যাবেনা। তবে তাঁদের সাথে ভাল ব্যবহার করে যেতে হবে। কুরআন বলে :

وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَاتُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًاوَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ.

অর্থ : তারা যদি তোমাকে আমার সাথে কাউকেও শরীক করাবার জন্যে, যার শরীক হবার ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, চাপ দেয়, তবে কিছুতেই তাদের কথা মেনে নেবেনা। অবশ্য দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে যাও। কিন্তু অনুসরণ করবে সেই লোকদের পথ, যারা আমার দিকে ফিরে আছে।' (সূরা লুকমান : আয়াত ১৫)

● আত্মীয় স্বজনের অধিকার

মা বাপের পরই আমাদের উপর আত্মীয় স্বজনের অধিকার বর্তায়। কুরআন মজীদে বান্দাহ্‌দের অধিকার প্রসংগে মা বাপের অধিকারের পরই আত্মীয় স্বজনের অধিকারের কথা আলোচিত হয়েছে :

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِالْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ. (البقرة : ١٧٧)

অর্থ : নেকীর কাজ হলো, ধন সম্পদের প্রতি মহব্বত সত্ত্বেও যেনো তা ব্যয় করে আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম, দরিদ্র ও প্রার্থীদের জন্যে এবং দাস মুক্ত করার কাজে।' (সূরা আল বাকারা : আয়াত ১৭৭)

সূরা নিসায় দীনের দু'টি বুনিয়াদী কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর একটি হলো আল্লাহ ভীতি আর অপরটি আত্মীয় স্বজনের অধিকারের প্রতি সচেতনতা :

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ. (النساء : ١)

অর্থ : আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যার উসীলা দিয়ে তোমরা একে অপরের নিকট নিজেদের অধিকার দাবি করো। আর আত্মীয়দের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকো।' (সূরা নিসা : আয়াত ১)

কুরআন বলে, ঐসব লোকই আল্লাহ্‌র সত্যিকার বান্দাহ, যারা তাঁর সাথে কৃত চুক্তি পূর্ণ করে এবং আত্মীয়দের অধিকার প্রদান করে :

اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَايَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ

www.pathagar.com

مَا اَمَرَاللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ. (الرعد : ٢١-٢٠)

অর্থ : যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতি ভংগ করেনা, যারা সেই সব আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে, যা অটুট রাখার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন এবং যারা নিজেদের রবকে ভয় করে আর খারাপ হিসাবের ভয়ে ভীত থাকে।' (সূরা আররাআদ : আয়াত ২০-২১)

যারা আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখে, আল্লাহ তাদের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখেন। যারা আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আল্লাহ তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। রসূলে আকরাম সা. বলেছেন :

اَلرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اللّٰهُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهٗ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهٗ. (بخارى)

অর্থ : রক্ত সম্পর্ক আল্লাহর রহমতের একটি শাখা। আল্লাহ বলেন : যে রক্ত সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখলো, আমি তার সাথে আমার সম্পর্ক অটুট রাখবো। আর যে রক্ত সম্পর্ক কর্তন করলো, আমি তার সাথে আমার সম্পর্ক কর্তন করবো।' (সহীহ বুখারি আল্লাহ যার থেকে নিজ সম্পর্ক ছিন্ন করে নেন, তার পক্ষে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয়। রসূল সা. বলেন :

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. (بخارى، مسلم)

অর্থ : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবেনা।' (সহীহ বুখারি, মুসলিম)

আত্মীয় স্বজনের অধিকার আদায় করলে জীবিকা ও জীবন বরকতময় হয়। নবী সা. বলেন :

مَنْ اَحَبَّ يَبْسُطُ لَهٗ فِىْ رِزْقِهٖ وَيُنْسَأُ لَهٗ فِىْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ. (بخارى ، مسلم)

অর্থ : যে ব্যক্তি প্রশস্ত জীবিকা আর দীর্ঘ জীবন কামনা করে, সে যেনো আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখে।' (বুখারি, মুসলিম)

আমার সাথে সদাচরণ করলেই আমিও সদাচরণ করবো, আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখার অর্থ এটা নয়। এটাতো হলো বদলা বা বিনিময়। আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখার অর্থ হলো, তারা আমাদের অধিকার প্রদান করুক কিংবা না করুক, আমরা কিন্তু সর্বাবস্থায়ই তাদের অধিকার প্রদান করবো এবং তাদের সাথে সদাচরণ করবো। নবী আকরাম সা. বলেন :

www.pathagar.com

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِى اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. (بخارى)

অর্থ : ঐ ব্যক্তি আত্মীয়ের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষাকারী নয়, যে সুসম্পর্কের বিনিময়ে সুসম্পর্ক রাখে। বরঞ্চ আত্মীয়ের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষাকারী হলো ঐ ব্যক্তি, যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরও সে তা অক্ষুণ্ন রাখে।' (বুখারি)

রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম, সকলের ক্ষেত্রেই সুসম্পর্ক রক্ষার এ নির্দেশ প্রযোজ্য।

● স্বামী স্ত্রীর অধিকার

ইসলামে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কও অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। এ সম্পর্ক ভালো হবার উপর নির্ভর করে পারিবারিক সুখশান্তি, সাফল্য এবং সন্তানদের প্রশিক্ষণ ও সুন্দর ভবিষ্যত। পরিবার নামক সংগঠনটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবার জন্যে আল্লাহ পুরুষকে এর কর্তা ও পরিচালক বলে ঘোষণা করেছেন। আর নারীকে সকল বৈধ কাজে তার আনুগত্য করার পরামর্শ দিয়েছেন। কুরআন বলে :

اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَافَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوامِنْ اَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ. (النساء : ٣٤)

অর্থ : পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ আল্লাহ তাদের একের উপর অপরের উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন। আর তাছাড়া পুরুষ তার ধন সম্পদ ব্যয় করে। অতএব সৎ নারীরা, আনুগত্যশীল হয়ে থাকে আর পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্‌র হিফাযতের অধীনে তাদের অধিকার রক্ষা করে।' (সূরা আননিসা : আয়াত ৩৪)

পুরুষদেরকে নারীদের অধিকার সঠিকভাবে আদায় করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তাদের সাথে সুন্দর কোমল ব্যবহার করতে বলা হয়েছে :

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا. (لنساء : ١٩)

অর্থ : আর তাদের সাথে সুন্দর আন্তরিক আচরণ করো। তারা যদি তোমাদের মন মতো না হয়, তবে হতে পারে কোনো জিনিস তোমাদের পসন্দ নয় অথচ তাতেই আল্লাহ তোমাদের জন্যে অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।' (সূরা আন নিসা : আয়াত ১৯)

www.pathagar.com

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে আল্লাহ রহমানুর রাহীম প্রেম ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক বানিয়ে দিয়েছেন :

وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّوَدَّةً وَّرَحْمَةً. (الروم : ٢١)

অর্থ : আর তিনি তোমাদের মাঝে সৃষ্টি করে দিয়েছেন প্রেম ভালবাসা এবং দয়া ও কোমলতা।' (সূরা আররূম : আয়াত ২১)

রসূলে আকরাম সা. পুরুষদের এই ভাষায় অসীয়ত করেছেন :

اسْتَوْصُوْابِالنِّسَاءِخَيْرًا. (بخارى، مسلم)

অর্থ : নারীদের সাথে উত্তম আচরণের ব্যাপারে তোমরা আমার অসীয়ত কবুল করো।' (বুখারি, মুসলিম)

ইসলামের দৃষ্টিতে ভালো মানুষ সে, যে আপন পরিবার পরিজনের জন্যে ভালো। প্রিয় নবী সা. বলেন :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لاَهْلِهٖ وَاَنَاخَيْرُكُمْ لاَهْلِىْ.

অর্থ : তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার ঘরের লোকদের জন্যে উত্তম। তোমাদের সবার চেয়ে আমি আমার ঘরের লোকদের জন্যে উত্তম।' (তিরমিযি, দারমি, ইবনে মাজাহ)

মানব ইতিহাসে আমরা এমন কোনো ব্যক্তির সন্ধান জানিনা, যিনি রসূলুল্লাহ সা.-এর মতো চরম দুনিয়াবিমুখ ছিলেন, তাঁর মতো আবেদ ছিলেন। তাঁর মতো দীন প্রচারক ছিলেন, দীনকে বিজয়ী করার জন্যে তাঁর মতো নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। সমস্যা, বিপদ মুসীবত এবং যুদ্ধবিগ্রহের দিক থেকে তাঁর মতো সমস্যা ও বিপদসংকুল জীবন ছিলো এবং এসব সত্ত্বেও সর্বোত্তমভাবে আপন বিবিদের অধিকার আদায় করেছেন, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেছেন, প্রেম ভালবাসা, হৃদ্যতা ও রসিকতায় কোনো কমতি করেননি। একজন আল্লাহ্ওয়ালা লোককে তার পরিবার পরিজনের সাথে কতোটা কোমল ও দয়ালু হতে হয়, তাদের ব্যাপারে কতোটা সচেতন হতে হয়, তাদের প্রতি কি পরিমাণ অনুরক্ত হতে হয়, তার সর্বোত্তম নমুনা ছিলেন রসূলে আকরাম সা.। তিনি ছিলেন পূর্ণাংগ আদর্শ। এ সকল ব্যাপারে তাঁর জীবন চরিত্রকেই অনুসরণ করতে হয়।

● সন্তান সন্ততির অধিকার

দাম্পত্য জীবনের ফলে আল্লাহ তা'আলা সন্তান সন্ততি দান করেন। তাই আল্লাহ তা'আলার বলে দেয়া পন্থায় সন্তান সন্ততিকে প্রতিপালিত করা ও প্রশিক্ষণ দান করা পিতামাতার কর্তব্য। এক্ষেত্রে পিতা ও মাতা দুজনেরই দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। এ ব্যাপারে দুজনকেই জবাবদিহি করতে হবে। রসূলে আকরাম সা. বলেছেন :

www.pathagar.com

اَلاَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَّكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه فَالاِمَامُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِه وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ. (بخارى، مسلم)

অর্থ : শুনো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। জনগণের নেতা তাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তার দায়িত্ব সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবার পরিজনের উপর দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (বুখারি, মুসলিম)

লোকেরা সাধারণত কন্যা সন্তান হওয়াকে অপসন্দ করে। কোনো কোনো সমাজে তাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়ার ইতিহাসও আছে। এ ধরনের কাজকে কুরআন কঠোরভাবে সমালোচনা করেছে :

وَاِذَاالْمَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ بِاَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.(التكوير : ٩-٨)

অর্থ : আর যখন (কিয়ামতের দিন) জীবন্ত প্রোথিত বালিকাদের জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কোন্ অপরাধে তাদের হত্যা করা হয়েছিল?' (সূরা আত তাকভীর : আয়াত ৮-৯)

মেয়েদের হত্যা করা বা অমর্যাদা করার একটা কারণ এটাও ছিলো যে, তারা উপার্জন করতে সক্ষম নয় এবং বাবা মাকে তাদের বোঝা বইতে হবে। কুরআন মজীদ এ ধরনের সংকীর্ণ মানসিকতা সংশোধন করে বলছে :

وَلاَتَقْتُلُوْااَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاَقٍ. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأًكَبِيْرًا. (الاسراء : ٣١)

অর্থ : তোমরা দারিদ্রের ভয়ে আপন সন্তানদের হত্যা করোনা। আমিই তাদের জীবিকা দান করি আর তোমাদেরও। তাদের হত্যা করা নিসন্দেহে মহা অপরাধ। (সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত ৩১)

অজ্ঞ সমাজের এই অধপতিত মানসিকতার প্রেক্ষাপটে রসূলে আকরাম সা. কন্যা সন্তান লালন পালনের এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করার অস্বাভাবিক পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেন।

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَاجَاءَيَوْمَ الْقِيَامَةِاَنَا وَهٰكَذَا وَضَمَّ اَصَابِعَهٗ. (مسلم)

অর্থ : যে ব্যক্তি পূর্ণ বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত দু'টি কন্যা সন্তান প্রতিপালিত করেছে, কিয়ামতের দিন আমার ও তার মধ্যে কোনো দূরত্ব থাকবেনা। একথা বলে তিনি তাঁর আংগুলগুলোকে পরস্পরের সাথে মিশিয়ে দেখালেন।' (সহীহ মুসলিম)

আল্লাহু আকবার! কন্যা সন্তান লালন পালনের কতো বড় পুরস্কার! কন্যাদের প্রতিপালন করতে গিয়ে কেউ যদি কোনো পরীক্ষায় বা অসহনীয় অবস্থায় পড়েনও, সে ক্ষেত্রে তার এ বিশ্বাস রাখা উচিত যে, এই কঠিন ও অসহনীয় অবস্থা সেই জাহান্নাম থেকে তার মুক্তির কারণ হবে, যা এর চাইতেও কঠিন এবং দু:সহ, যদি সে তাদের সাথে সদাচরণ করে। রসূলে করীম সা. বলেছেন :

مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ. (بخارى، مسلم)

অর্থ : যে ব্যক্তিকে কন্যা সন্তান দ্বারা পরীক্ষা করা হয় আর সে তাদের সাথে সদাচরণ করে, তবে তার এই কন্যারা জাহান্নাম থেকে তার জন্যে আড়াল (মুক্তির কারণ) হবে।' (বুখারি, মুসলিম)

সন্তানের প্রতি পিতামাতার সবচাইতে বড় কর্তব্য হলো, তার মধ্যে উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত করার চেষ্টা করা। রসূলে করীম সা. বলেন :

مَانَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِنْ نُحْلٍ اَفْضَلُ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ.

অর্থ : কোনো বাপ তাঁর সন্তানকে সুন্দর নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দানের চাইতে উত্তম কিছু দান করেনা।' (তিরমিযি, বায়হাকি)

মানুষ তার সন্তান ও পরিবার পরিজনের জন্যে যা কিছু ব্যয় করে, তা যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তার বিধান অনুযায়ী ব্যয় করে, তবে এই ব্যয় 'আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়' বলে গণ্য হবে। রসূলুল্লাহ্‌ সা. বলেন :

اِذَا اَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلٰى اَهْلِهِ وَهُوَيَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.

অর্থ : মুসলমান যখন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আশায় আপন পরিবার পরিজনের জন্যে ব্যয় করে, তখন তা তার পক্ষে 'সদাকা' (দান) বলে গণ্য হয়।' (বুখারি, মুসলিম)

অপর হাদিসে এর চাইতেও অগ্রসর হয়ে বলা হয়েছে :

اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُّنْفِقُهُ عَلٰى عِيَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُّنْفِقُهُ عَلٰى دَابَّةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يُّنْفِقُهُ عَلٰى اَصْحَابِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. (مسلم)

www.pathagar.com

অর্থ : মানুষ যা ব্যয় করে তন্মধ্যে সর্বোত্তম দীনার হচ্ছে সেটি, যা সে আপন বাল বাচ্চাদের জন্যে ব্যয় করে এবং যা সে ব্যয় করে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে কোনো পশুর জন্যে আর যা সে ব্যয় করে তার আল্লাহ্‌র পথের সাথিদের জন্যে।' (মুসলিম)

পরিবার পরিজন ছাড়াও সকল আত্মীয় স্বজনের প্রতিই আমাদের কর্তব্য রয়েছে। কারণ, একদিকে তারা মানুষ। আর মানুষ হিসেবে তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য রয়েছে। অপরদিকে তারা আমাদের আত্মীয়। আর এ হিসেবেও তাদের প্রতি রয়েছে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِيْ رَحِمٍ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. (ترمذی، نسائی، ابن ماجه، دارمی، احمد)

অর্থ : মিসকীনদের জন্যে ব্যয় করা একটি সদাকা। আর আত্মীয়দের জন্যে ব্যয় করা দু'টি সদাকা। কারণ এটি একদিকে দান আর অপরদিকে রক্তসম্পর্ক রক্ষা করা।' (তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারমি)

● অমুসলিমদের অধিকার

পারস্পারিক অধিকার প্রযোজ্য হবার এবং প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে মুসলমান হবার শর্ত নেই। প্রতিটি মানুষ মানুষ হিসেবে সুবিচার, দয়া এবং উত্তম ব্যবহার লাভের অধিকারী। প্রত্যেক অসহায় দরিদ্র ব্যক্তি অসহায় দরিদ্র হিসেবে আমাদের সহানুভূতি লাভের অধিকারী। প্রতিবেশি হিসেবে আমাদের উপর আমাদের প্রত্যেক প্রতিবেশির অধিকার বর্তায়। আমাদের উপর আমাদের প্রত্যেক আত্মীয়ের অধিকার বর্তায়, চাই সে মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম। কুরআন বলেছে :

لَايَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ. اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ. (الممتحنه : ٩-٨)

অর্থ : যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের সাথে সুন্দর ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেননা। অবশ্যি আল্লাহ সুবিচারকদের পসন্দ করেন। যারা দীনের ব্যাপারে

www.pathagar.com

তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করতে পরস্পরকে সহোযোগিতা করেছে, আল্লাহ্ তো কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে তোমাদের নিষেধ করেছেন। এই লোকদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারা যালিম।' (সূরা আল মুমতাহিনা : আয়াত ৮-৯)

সূরা মুমতাহিনার এ আয়তগুলোতে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেনো সেসব অমুসলিমদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়, যারা ইসলামের কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, যারা স্বদেশ থেকে তাদের বহিষ্কার করে এবং যারা বহিষ্কারের কাজে অন্যদের সহযোগিতা করে। মূলত এটা হচ্ছে যুদ্ধাবস্থার বিধান। যুদ্ধে লিপ্ত শত্রুপক্ষের ক্ষেত্রেই এ বিধান প্রযোজ্য। এ পরিবেশেও এই অমুসলিমদের সাথে ইসলাম সদাচরণ ও সুবিচার করতে নিষেধ করেনা। কেবল বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করে।

অমুসলিমরা যদি যুল্ম এবং বাড়াবাড়ি করে, সেক্ষেত্রে মুসলমানদের কি করতে হবে সূরা শূরায় সে বিষয়ে বিধান দেয়া হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ يَنْتَصِرُوْنَ. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَافَمَنْ عَفَاوَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ. وَلَمَنِ انْتَصَرَبَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُوْلٰئِكَ مَاعَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيْلٍ. اِنَّمَاالسَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِالْحَقِّ اُوْلٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَاِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ. (الشورى :٤٣-٣٩)

অর্থ : আর যখন তাদের উপর বাড়াবাড়ি করা হয়, তখন তারা সেটার মোকাবেলা করে। মন্দের বিনিময় সে রকমেরই মন্দ। আর যে কেউ ক্ষমা করবে এবং সংশোধন করে নেবে, তার পুরস্কার আল্লাহ্র যিম্মায়। আল্লাহ যালিমদের পছন্দ করেননা। আর যারা যুল্মের শিকার হবার পর প্রতিশোধ নেবে, তাদেরকে কোনোরূপ তিরস্কার করা যেতে পারেনা। তিরস্কার পাবার যোগ্য তো সেসব লোক, যারা অন্যদের উপর যুল্ম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে। এ লোকদের জন্যে রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি। অবশ্য যে ব্যক্তি সবর অবলম্বন করবে এবং ক্ষমা করে দেবে, তার একাজ নিসন্দেহে এক উচ্চমানের সাহসিকতার কাজ।' (সূরা আশ শূরা : আয়াত ৩৯-৪৩)

এ আয়াতাগুলো থেকে জানা গেলো, আল্লাহ তা'আলা যুল্ম এবং বাড়াবাড়ি পছন্দ করেননা, তা কোনো মুসলিম করুক কিংবা অমুসলিম। একথাও

www.pathagar.com

বুঝা গেলো যে, অমুসলিম যদি মুসলিমের উপর বাড়াবাড়ি করে তবে সমপরিমাণের প্রতিশোধ নেবার অধিকার মুসলিমদের রয়েছে। কিন্তু উন্নত নৈতিক গুণ হলো, প্রতিশোধ নেবার পরিবর্তে ক্ষমা করে দেয়া। একথাটি বিভিন্ন সূরায়ই বলা হয়েছে। সূরা শূরা মক্কায় নাযিল হয়েছে। আর মক্কী জীবন ছিলো দাওয়াতি অধ্যায়। তাই উক্ত আয়াতগুলোতে যে হিদায়াত দেয়া হয়েছে, সেটাকে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াতি অধ্যায়ের হিদায়াত বলা যেতে পারে। মদীনায় গিয়ে ক্ষমতা লাভের পর কাফির মুশরিকদের যুদ্ধের মোকাবিলায় যুদ্ধই করতে নির্দেশ দোয়া হয়েছে :

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ.

অর্থ : যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরও যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কারণ তাদের উপর যুল্‌ম করা হয়েছে। অবশ্যি আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম।' (সূরা ২২ আল হজ্জ ঃ ৩৯)

মযলূমদের যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলেও এ ক্ষেত্রে তাদেরকে সীমা লংঘন করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করতে বলা হয়েছে :

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَاتَعْتَدُوْاِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ. (البقرة : ١٩)

অর্থ : আল্লাহ্‌র পথে সেসব লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তবে সীমালংঘন করোনা। কারণ আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেননা।' (সূরা আল বাকারা : আয়াত ১৯০)

এর দু'তিন আয়াত পরেই বলা হয়েছে :

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدٰى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ. (البقرة : ١٩٤)

অর্থ : কাজেই যারা তোমাদের উপর হাত তোলে, তোমরাও তাদের উপর হাত তোলো ততোটুকু, যতোটুকু তারা তোলে। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। মনে রেখো, আল্লাহ তাদের সাথেই আছেন যারা সীমা লংঘন থেকে বিরত থাকে।' (সূরা আল বাকারা : আয়াত ১৯৪)

অর্থাৎ প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌কে ভয় করতে হবে। বাড়াবাড়ি করা যাবেনা।

এখানে আরেকটি কথা মনে রাখা দরকার। তাহলো, এই যে প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে, এ অনুমতি ও বিধান কেবল অমুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কোনো মুসলমান যদি অপর মুসলমানের প্রতি যুল্‌ম ও

www.pathagar.com

বাড়াবাড়ি করে, তবে তার ক্ষেত্রেও এ অনুমতি এবং এ বিধান প্রযোজ্য। মযলূম যালিম থেকে সমপরিমাণ প্রতিশোধ নিতে পারে, তবে ক্ষমা করে দেয়াই উত্তম।

সূরা আল মায়িদা ও আল বাকারার মতোই একটি মাদানি সূরা। এই সূরায় অমুসলিম শত্রুদের প্রসংগে নিম্নোক্ত হিদায়াত দেয়া হয়েছে :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى الَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ. (المائده : ٨)

অর্থ : কোনো বিশেষ দলের শত্রুরা তোমাদেরকে যেনো এতোটা উত্তেজিত করে না দেয়, (যার ফলে) তোমরা ইনসাফ ত্যাগ করে বসো। ন্যায় বিচার করো। এটাই তাকওয়ার সাথে গভীর সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহ্‌কে ভয় করে কাজ করো। তোমরা যা কিছু করো, অল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।' (সূরা আল মায়িদা : আয়াত ৮)

শুধু ন্যায় বিচার করতেই বলা হয়নি, বরঞ্চ সেই সাথে যেসব অমুসলিম অসদাচরণ করে তাদের সংগে সদাচরণ করারও উপদেশ দেয়া হয়েছে :

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ. (حم سجده : ٣٤)

অর্থ : ভালো আর মন্দ সমান নয়। অন্যায় ও মন্দকে দূর করো সেই ভালো দিয়ে যা অতীব উত্তম। দেখবে তোমার সাথে যার শত্রুতা ছিলো, সে তোমার প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে।' (সূরা হামীম আস সাজদা : আয়াত ৩৪)

● মুসলমানের অধিকার

দীনি সম্পর্ক সবচাইতে বড়, সবচাইতে গভীর এবং সবচাইতে মজবুত সম্পর্ক। এ সম্পর্ক জানের দুশমনকেও প্রাণের বন্ধু ও প্রিয়তম ভাই বানিয়ে দেয়া। কুরআন বলে :

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا. (ال عمران : ١٠٣)

অর্থ : তেমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো। তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু। অতপর তিনি তোমাদের পরস্পরের মন জুড়ে দিয়েছেন আর তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা পরস্পরের ভাই হয়ে গেলে।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১০৩)

ভ্রাতৃত্বের এই বন্ধন সর্বাবস্থায় অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। কোনো কারণে যদি দু'জন মুসলমান বা দু'দল মুসলমানের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি ঘটে,

www.pathagar.com

তবে এদের সম্পর্ক বহাল করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করা অন্যান্য মুসলমানদের কর্তব্য।

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوْا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِيْئَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَاءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. (الحجرات : ١٠-٩)

অর্থ : মুমিনদের মধ্য থেকে দু'টি দল যদি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তাদের মাঝে সন্ধি করে দাও। তাদের একটি দল যদি আরেকটি দলের প্রতি বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করে, তবে সীমালংঘনকারী দলটির বিরুদ্ধে লড়াই করো, যতোক্ষণ না সেই দলটি আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি ফিরে আসে। অতপর যদি ফিরে আসে, তবে তাদের মাঝে সুবিচারের সাথে সন্ধি করে দাও। আর ইনসাফ করবে। আল্লাহ ইনসাফগারদের ভালোবাসেন। মুমিনরা পরস্পরের ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের পারস্পারিক সম্পর্ক যথাযথভাবে পুনর্গঠিত করে দাও। আর আল্লাহ্কে ভয় করো। আশা করা যায়, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।' (সূরা আল হুজুরাত : আয়াত ৯-১০)

বিবাদ বিসম্বাদ মিটানোর হুকুম দেবার সাথে সাথে ইসলাম সেই সব কথাবার্তা থেকেও বিরত থাকার হুকুম দিয়েছে, যেগুলো মুসলিমদের পারস্পারিক সম্পর্ক বিনষ্ট করে :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَانِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَاتَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَاتَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَاتَجَسَّسُوْا وَلَايَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ الرَّحِيْمٌ.

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা, পুরুষ অপর পুরুষদের বিদ্রূপ করবেনা। হতে পারে, তারা তাদের তুলনায় ভালো হবে। নারী অপর নারীদের

www.pathagar.com

তিরস্কার করবেনা। হতে পারে তারা তাদের চেয়ে উত্তম হবে। নিজেদের মধ্যে একজন আরেক জনকে দোষারোপ করোনা। কেউ কাউকেও খারাপ উপাধিতে স্মরণ করোনা। ঈমান আনার পর ফাসেকি কাজে খ্যাতি লাভ করা অত্যন্ত খারাপ কথা। যেসব লোক এরূপ আচরণ থেকে বিরত থাকবেনা, তারাই যালিম। হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশি ধারণা অনুমান পোষণ করা থেকে বিরত থাকো। কেননা, কোনো কোনো ধারণা পাপ হয়ে থাকে। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুজি করোনা। আর তোমাদের কেউ যেনো অপরের গীবত না করে। তোমাদের মাঝে এমন কেউ আছে কি, যে তার মরা ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে পছন্দ করে? তোমরা নিজেরাইতো এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করো। আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আল্লাহ খুব বেশি তওবা কবুলকারী এবং দয়াবান। (সূরা আল হুজুরাত : আয়াত ১১-১২)

এখানে এমন কিছু নৈতিক অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো পারস্পারিক সম্পর্ক বিনষ্ট করে দেয়। যার দ্বারা এগুলো সংঘটিত হয়, এগুলো তার ভেতর বাইর এবং দুনিয়া আখিরাত সব বিনষ্ট করে দেয়। এ অপরাধগুলো যে করে, সে কেবল নিজের মুসলিম ভাইয়ের উপরই যুল্‌ম করেনা বরঞ্চ নিজের প্রতিও যুল্‌ম করে। এ ক্রুটিগুলো মানব স্বভাবেরও খেলাফ। সকল সুস্থ প্রকৃতির লোকই এগুলোকে ঘৃণা করে। এগুলো ঈমানের দাবির সাথেও সাংঘর্ষিক।

শ্রেণী বৈষম্য এবং বংশ ও গোত্রীয় অহংকারও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ভালোবাসার জন্যে বিষাক্ত ছোরা তুল্য। তাই উপরোল্লিখিত নৈতিক ক্রুটিসমূহ উল্লেখ করার পর এ বিষয়টির প্রতিও আলোকপাত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সব মানুষ একই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং এক জোড়া আদি মানুষেরই বংশধর। সবাই একই বংশ গোত্রের লোক। তাদের মধ্যে কেউ উঁচু কেউ নিচু নেই। যে ব্যক্তি অধিক খোদাভীরু, নেককার, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সেই অধিক সম্মানিত ও মর্যাদাবান, পার্থিব দৃষ্টিতে সে যতোই নিম্নশ্রেণীর হোকনা কেন :

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ.

অর্থ : হে মানুষ! আমরা তোমাদের একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও ভ্রাতৃগোষ্ঠীতে ছড়িয়ে দিয়েছি, যাতে করে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। আসলে আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের মাঝে সর্বাধিক সম্মানার্হ্য ব্যক্তি সে, যে

www.pathagar.com

তোমাদের মাঝে সর্বাধিক আল্লাহভীরু।' (সূরা আল হুজুরাত : আয়াত ১৩)

সম্পর্ক বিনষ্টকারী নৈতিক ত্রুটিসমূহ উল্লেখ করার সাথে সাথে কুরআন উল্লেখ করেছে যে, মুমিনরা পরস্পরের সাথি ও বন্ধু :

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. (التوبة : ٧١)

অর্থ : মুমিন পুরুষ ও মহিলারা পরস্পরের সাথি, বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক।' (সূরা আত তাওবা : আয়াত ৭১)

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. (الفتح : ٢٩)

অর্থ : তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের জন্যে পূর্ণ দয়াশীল।' (সূরা আল ফাতাহ : আয়াত ২৯)

তারা পরস্পরের প্রতি কঠোর নয়, কোমল, বিনীত :

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ. (المائده : ٥٤)

অর্থ : তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও বিনীত।' (সূরা আল মায়িদা : আয়াত ৫৪)

তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এতোটা গভীর, এতোটা অটুট, যেনো সীসা ঢালা প্রাচীর। অতি সংকটকালেও তাদের এ সম্পর্ক ভেংগে যায়না, বিনষ্ট হয়না :

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِه صَفًّاكَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ. (الصف : ٤)

অর্থ : নিসন্দেহে আল্লাহ সেসব লোকদের ভালোবাসেন, যারা সারিবদ্ধ হয়ে তার পথে লড়াই করে, যেনো তারা সীসা ঢালা প্রাচীর।' (সূরা আস সফ : আয়াত ৪)

এসব আয়াতের ব্যাখ্যায় রসূলে আকরাম সা. মুসলমানদের পারস্পারিক অধিকারকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এ সম্পর্কে আমরা তাঁর কয়েকটি মৌলিক বাণী এখানে উল্লেখ করছি :

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِه. (بخارى، مسلم)

অর্থ : মুসলিম সে, যার মুখ এবং হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।' (বুখারি ও মুসলিম)

গোটা বিশ্বমানবতার জন্যে ইসলাম শান্তির পয়গাম। বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে ইসলামের দাওয়াত দেবার সময় রসূলে আকরাম সা. তাঁর পত্রে তাদেরকে লেখেন : اَسْلِمْ تَسْلَمْ **অর্থ** : ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি লাভ করবেন।'

রসূলে করিম সা.-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণকারীদের শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করা উচিত। তাঁর এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা মুসলিম উম্মাহ্‌র

৫—

www.pathagar.com

দায়িত্ব। যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান দাবি করার পরও মুসলমানদের দুঃখ দেয় কিংবা তাদের ক্ষতি সাধন করে, সে তার আচরণ দ্বারা একথাই প্রমাণ করে যে, প্রকৃত দীন ইসলামের সাথে তার মুসলমানিত্বের সম্পর্ক নেই।

'মুসলিম সে, যার মুখ এবং হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।' –কথাটি কত সংক্ষিপ্ত কত মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ। এ বাণী মুসলমানদেরকে এমন সকল কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়, যা দ্বারা মুসলমানদের কোনো প্রকার ক্ষতি সাধিত হবে কিংবা মনোকষ্ট হবে। একজন মুসলমানের প্রতি আরেকজন মুসলমানের কতোটা গভীর ভালোবাসা থাকা উচিত, সে সম্পর্কে নবী করিম সা. বলেন :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَايُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (بخاری، مسلم)

অর্থ : সেই সত্তার কসম, যার মুষ্টিবদ্ধে আমার জীবন, কোনো বান্দাহ ততোক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারেনা, যতোক্ষণ না সে তার (মুসলমান) ভাইয়ের জন্যে তাই পসন্দ করবে, যা পসন্দ করে নিজের জন্যে।' (বুখারি, মুসলিম)

আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের যে উন্নতি, কল্যাণ ও সাফল্য নিজের জন্যে চাই, সেটাই চাইতে হবে প্রত্যেক মুসলমান ভাইয়ের জন্যে। এটা এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের অধিকার। এ অধিকার আদায় করা ছাড়া রসূলুল্লাহ সা.-এর দৃষ্টিতে আমরা মুমিন বলে গণ্য হতে পারিনা। দীন ইসলামের মূলকথা বর্ণনা করতে গিয়ে রসূলুল্লাহ সা. বলেন :

عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ ثَلٰثًا قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَلِكِتَابِهٖ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ. (مسلم)

অর্থ : তামীম দারী থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, দীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা (কথাটা তিনি তিনবার বলেছেন)। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্যে কল্যাণ কামনা? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র জন্যে, তাঁর রসূলের জন্যে, তাঁর কিতাবের জন্যে এবং মুসলমানদের নেতা ও তাদের সর্ব সাধারণের জন্যে।' (মুসলিম)

অপর একটি হাদিসে রসূলে আকরাম সা. বলেন :

اَلْمُسْلِمُ اَخُوالْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهٗ وَلَايَصْلِمُهٗ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهٖ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ

كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (بخارى، مسلم)

অর্থ : মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুল্‌ম করতে পারেনা এবং (যুল্‌মের সময়) তাকে অসহায় ছেড়ে দিতে পারেনা। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের একটি অসুবিধা দূর করবে, তার কিয়ামতের দিনের অসুবিধাসমূহের একটি অসুবিধা আল্লাহ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন রাখলো কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন।' (বুখারি, মুসলিম)

অপর একটি হাদিসে মুসলমানদের অধিকারের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে রসূলুল্লাহ সা. বলেন :

بِحَسْبِ امْرِءٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يُّحَقِّرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ. (مسلم)

অর্থ : মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করাই কোনো ব্যক্তির গুনাহ্‌গার হবার জন্যে যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে প্রত্যেক মুসলমনের রক্ত, সম্পদ এবং মান ইজ্জত সম্মানার্হ্য।'

অপর একটি হাদিসে ভ্রাতৃত্বের দাবি করতে গিয়ে নবী করিম সা. বলেন :

اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَتَحَسَّسُوْا وَلاَتَجَسَّسُوْا وَلاَتَنَاجَشُوْا وَلاَتَحَاسَدُوْا وَلاَتَبَاغَضُوْا وَلاَتَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَاللّٰهِ اِخْوَانًا. (بخارى، مسلم)

অর্থ : কুধারণা থেকে বিরত থাকো। কেননা কুধারণা সবচাইতে বড় মিথ্যা কথা। কারো পিছে গোয়েন্দাগিরি করোনা। কারো দোষ খুঁজে বেড়িয়োনা। একজনকে আরেকজনের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়োনা। পরস্পরের প্রতি হিংসায় লিপ্ত হয়োনা। পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুতা করোনা। পরস্পরের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত হয়োনা। আল্লাহ্‌র বান্দাহ হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও।' (বুখারি, মুসলিম)

দুই মুসলমানের সম্পর্ক যদি কোনো কারণে ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তাদের জন্যে তিন দিনের বেশি সম্পর্কহীন থাকা বৈধ নয়। এ সময়ের মধ্যে তাদেরকে সম্পর্ক পুনর্বহাল করতে হবে :

لاَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْقِيَانِ فَيُعْرِضُ

هٰذَا وَيُعْرِضُ وَخَيْرُهُمَاالَّذِىْ يَبْدَءُ بِالسَّلَامِ. (بخارى، مسلم)

অর্থ : কোনো ব্যক্তির জন্যে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্কহীন থাকা বৈধ নয়। এটা তাদের জন্যে অবৈধ যে, সাক্ষাত হলে একজন এদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং আরেকজন ওদিকে। এদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে সালাম দিয়ে কথাবার্তা আরম্ভ করে দেবে।' (বুখারি, মুসলিম)

সর্বাবস্থায় মুসলমান মুসলমানের সাহায্য লাভের অধিকারী। কেউ মযলূম হলে তাকে যালিমের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। কেউ যুল্‌ম করলে তাকে যুল্‌ম থেকে বিরত রাখতে হবে :

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا كَانَ اَوْمَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ اَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَالِكَ نَصْرُكَ اِيَّاهُ. (بخارى، مسلم)

অর্থ : আনাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'তোমার ভাইয়ের সাহায্য করো, চাই সে যালিম হোক কিংবা মযলূম।' এক ব্যক্তি জানতে চাইলো, 'হে আল্লাহর রসূল! মযলূমকে তো সাহায্য করবো। কিন্তু যালিমকে সাহয্যে করবো কিভাবে?' তিনি বললেন, তাকে যুল্‌ম থেকে বিরত রাখাই তাকে সাহায্য করা।' (বুখারি, মুসলিম)

একজন মুসলমানের উপর যদি কোনো দুঃখ দুর্দশা আসে, তবে প্রত্যেক মুসলমানেরই সে জন্যে দু:খিত হওয়া কর্তব্য :

تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَاشْتَكٰى عُضْوٌتَدَاعٰى لَهٗ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى.

অর্থ : তুমি মুমিনদের দেখতে পাবে, তারা পরস্পরের প্রতি দয়া, বন্ধুতা, ভালোবাসা ও কোমলতার ব্যাপারে একটি দেহের মতো। যেমন দেহের একটি অংগ অসুস্থ হলে গোটা শরীরই অসুস্থ ও জ্বরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।' (বুখারি, মুসলিম)

মুসলমানদের পারস্পারিক সম্পর্ক এমন হতে হবে, যেনো প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের জন্যে শক্তি ও সাহসের কারণ হয়। কোনো মুসলমান যেনো জীবন চলার পথে নিজেকে একা মনে না করে। প্রত্যেক মুসলমান যেনো অপর মুসলমানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বেঁচে থাকে :

www.pathagar.com

عَنْ اَبِى مُوسى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤمِنُ لِلمُؤمِنِ كَالبُنيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ.

অর্থ : আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী করিম সা. বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের জন্যে অট্টালিকার মতো হয়ে থাকে, যার একটি অংশ অপর অংশকে শক্ত ও মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে। একথা বলে তিনি নিজের এক হাতের আংগুলকে অপর হাতের আংগুলের ফাঁকে মিলিয়ে ধরে দেখান।' (বুখারি, মুসলিম)

মুসলমানের উপর মুসলমানের অধিকার প্রসংগে আরেকটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য :

لِلمُؤمِنِ عَلَى المُؤمِنِ ستُّ خِصَالٍ يَعُوْدُهُ اِذَامَرِضَ وَيَشْهَدُهُ اِذَامَاتَ وَيُجِيبُهُ اِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيهِ اِذَالَقِيهِ وَيُشمِتُهُ اِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ اِذَاغَابَ اَوْ شَهِدَ. (نسائى)

অর্থ : মুমিনের উপর মুমিনের ছয়টি অধিকার আছে : পীড়িত হলে তাকে দেখতে যাবে, মৃত্যু হলে জানাযায় শরীক হবে, দাওয়াত দিলে গ্রহণ করবে, সাক্ষাত হলে সালাম দেবে, হাঁচি দিলে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে এবং তার উপস্থিতিতে ও অনুপস্থিতিতে তার কল্যাণ কামনা করবে। (নাসায়ী)

❖

www.pathagar.com

৪

আমলে সালেহ্
ও
উত্তম চরিত্র

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا.

'যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ্ করছে, দয়াময়-রহমান অচিরেই মানুষের অন্তরে তাদের জন্যে সৃষ্টি করে দেবেন ভালবাসা।' (সূরা মরিয়ম : আয়াত ৯৬)

www.pathagar.com

● আমলে সালেহ্র গুরুত্ব

ঈমানের পর ইসলামের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো আমল ও চরিত্র। মূলত ঈমান এবং আমলে সালেহ্র নামই হলো- ইসলাম। তাই বান্দাহ্দের সাথে আল্লাহ তা'আলার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত প্রতিশ্রুতিই ঈমান ও আমলে সালেহ্র শর্তযুক্ত। কুরআনে বহু স্থানে ঈমানের সাথে আমলে সালেহ্কে যুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা গেলো :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصَارٰى وَالصَّابِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ. (البقرة : ٦٢)

অর্থ : জেনে রাখো, আরবীয় নবীর প্রতি বিশ্বাসী হোক, ইহুদী হোক, খৃস্টান হোক, কিংবা অগ্নিপূজারী হোক, যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ করবে, সে তার পুরস্কার তার রবের নিকট পাবে। তার জন্যে কোনো ভয় ও চিন্তার কারণ থাকবেনা।' (সূরা আল বাকারা : আয়াত ৬২)

অর্থাৎ কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর প্রতি আল্লাহ্র ভালোবাসা বা ঘৃণা নেই। তিনিতো চান সব মানুষই ঈমান ও আমলে সালেহ্র মহান গুণাবলী দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করুক। যে পরিণামদর্শী মানুষ এমনটি করতে পারবে, পরকালে সে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবে, আর অধিকারী হবে তাঁর মহান পুরস্কারের :

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُخَالِدِيْنَ فِيْهَااَبَدًا وَعْدَاللّٰهِ حَقٌّ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلاً. لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَااَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَبِهٖ وَلَايَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَانَصِيْرًا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍاَوْاُنْثٰى وَهُوَمُؤْمِنٌ فَاُوْلٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَايُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا. (النساء ١٢٤-١٢٢)

অর্থ : আর যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ্ করবে, আমরা তাদের এমনসব বাগিচায় প্রবেশ করাবো, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান।

www.pathagar.com

চিরদিন তারা সেখানে থাকবে। এটা আল্লাহ্‌র সত্য প্রতিশ্রুতি। আর আল্লাহ্‌র চাইতে অধিক সত্যবাদী কে হতে পারে? শেষ পরিণতি তোমাদের মনস্কামনার উপরও নির্ভর করছেনা আর আহ্‌লে কিতাবের মনস্কামনার উপরও নয়। পাপ যে করবে, সেই তার প্রতিফল পাবে এবং সে আল্লাহ্‌ ছাড়া নিজের জন্যে আর কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবেনা। আর যে নেক কাজ করবে, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী, ঈমানদার হলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রতি বিন্দু পরিমাণ যুল্‌ম করা হবে না।' (সূরা আন নিসা : আয়াত ১২২-১২৪)

আয়াতগুলো থেকে কয়েকটি কথা পরিষ্কার হলো। আমরা জানতে পারলাম, ঈমান এবং নেক আমলের অনিবার্য বিনিময় হলো জান্নাত আর চিরস্থায়ী নি'আমতরাজি। তাছাড়া মুমিনদের অতি ক্ষুদ্র আমলও বিফলে যাবেনা। এখান থেকে একথাও জানা গেলো যে, পাপিষ্ঠরা অবশ্যি শাস্তি ভোগ করবে। তবে কেউ যদি তাওবা করে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তার কথা আলাদা। কারণ আল্লাহ ছাড়া কেউই মানুষকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবেনা :

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاوَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَا بًاوَّخَيْرٌ اَمَلاً . (كهف : ٤٦)

অর্থ : ধন মাল এবং সন্তান সন্তুতি দুনিয়ার জীবনের এক সাময়িক চাকচিক্য মাত্র। আসলেতো টিকে থাকা নেক আমলই তোমার মালিকের নিকট পরিণামের দিক থেকে অতি উত্তম। আর এরই প্রতি ভালো আশা পোষণ করা যেতে পারে।' (সূরা আল কাহাফ : আয়াত ৪৬)

দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বান্দাহর নেক আমলই প্রকৃত মূল্যবান জিনিস :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا .

অর্থ : যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করছে, দয়াময় রহমান মানুষের অন্তরে তাদের জন্যে ভালবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।' (সূরা মরিয়ম : আয়াত ৯৬)

ইসলামের পথ বিরোধিতা ও সংঘাতময় পথ। এ আয়াত বলছে, কোনো মানবদল যখন প্রকৃত ঈমান ও আমলে সালেহ্‌র গুণাবলীতে নিজেদেরকে সজ্জিত করে, তখন জনমত তাদের পক্ষে চলে আসে, জনগণ সত্যের আহ্বানকারীদের চিনে নেয় এবং শত্রুতা বন্ধুতায় পরিবর্তিত হতে থাকে :

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْاالصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ

www.pathagar.com

فِى الْاَرضِ كَمَااستَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبلِهِم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُم دِينَهُمُ الَّذِى ارتَضَى لَهُم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعدِ خَوفِهِم اَمنًا يَعبُدُونَنِى لاَيُشرِكُونَ بِى شَيئًا. (النور : ٥٥)

অর্থ : তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করেছে, আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তেমনিভাবে তাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি বানাবেন, যেভাবে তাদের পূর্বে চলে যাওয়া লোকদের বানিয়েছিলেন। তাদের জন্যে তাদের সেই জীবন ব্যবস্থাকে মজবুত ভিত্তিতে দাঁড়া করিয়ে দেবেন, যা আল্লাহ তাদের জন্যে মনোনীত করেছেন আর তাদের (বর্তমান) ভয়ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তামূলক অবস্থায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তখন তারা শুধু আমারই দাসত্ব করবে আর আমার সাথে কাউকেও অংশীদার বানাবেনা।' (সূরা আননূর : আয়াত ৫৫)

বুঝা গেলো, এমন একদল লোকের হাতেই ইসলাম বিজয়ী হয় এবং ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়, যারা সত্যিকার ঈমান ও আমলে সালেহ্র গুণাবলীর অধিকারী হতে পারে। যে জনগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে এই গুণাবলী অর্জন করবে, পৃথিবীতে তারাই শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে।

● আমলে সালেহ্র সঠিক অর্থ

অর্থ : 'আমলে সালেহ' কোনো বিশেষ নেক কাজের নাম নয়। মুমিন তার পূর্ণাঙ্গ জীবনকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও রসূল সা.-এর অনুসরণের অধীন করে দেয়াটাই 'আমলে সালেহ্'। এমতাবস্থায় তার গোটা যিন্দিগীটাই 'আমলে সালেহ্'তে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তার খাওয়া পরা, ঘুমানো কিংবা জেগে থাকা, জীবিকা উপার্জন, বিয়ে শাদী, সন্তান লালন পালনসহ জীবনের সমস্ত কাজই হয় 'আমলে সালেহ্'। প্রতিটি কাজেই তখন সে আল্লাহ্র নিকট থেকে পুরস্কার লাভের অধিকারী হয়ে যায়। নবী আকরাম সা. বলেছেন :

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلاَلِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ (شعب)

অর্থ : হালাল জীবিকা অন্বেষণ ফরযের পরের ফরয।' (বায়হাকি, শা'বিল ঈমান)

এই হাদিসে মূলত সূরা জুমুআর নিম্নোক্ত আয়াতটির প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে :

فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْافِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُو اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. (الجمعة : ١٠)

অর্থ : অতপর যখন (জুমআর) নামায শেষ হবে, তোমরা যমীনের বুকে ছড়িয়ে পড়ো আর আল্লাহর অনুগ্রহ (হালাল রিয্ক) অন্বেষণ করো এবং

www.pathagar.com

আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো। আশা করা যায় তোমরা সফলতা অর্জন করবে।' (সূরা জুমুআ : আয়াত ১০)

আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, নামাযের সময় যেমন তোমাদের জন্যে নামায আদায় করা ফরয, তেমনি নামায শেষে হালাল জীবিকা উপার্জনের চেষ্টায় নিয়োজিত হওয়াও ফরয। অবশ্য এক্ষেত্রে আল্লাহকে অধিক অধিক স্মরণ রাখা, অবৈধ উপার্জন থেকে আত্মরক্ষা এবং পার্থিব ধনদৌলতের নেশায় মত্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা জরুরি। ধন সম্পদের মালিক হলে তা আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী সঠিক পথে ব্যয় করতে হবে। কেবল এভাবেই মানুষ সাফল্য ও সৌভাগ্য লাভ করতে পারে।

অপর একটি হাদিসে রসূলে আকরাম সা. বলেছেন :

دِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِىْ رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهٖ عَلٰى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ اَعْظَمُهَا اَجْرًا الَّذِىْ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ . (مسلم)

অর্থ : যে দীনার (অর্থ) তুমি আল্লাহর পথে দান করেছো, যে অর্থ তুমি দাস মুক্তির জন্যে দান করেছো, যে অর্থ তুমি মিসকীনের জন্যে ব্যয় করেছো আর যে অর্থ তুমি ব্যয় করেছো স্বীয় পরিবার পরিজনের জন্যে, এসবের মধ্যে সবচাইতে বড় প্রতিদান লাভ করবে সেই দীনার বা অর্থের জন্যে, যেটি ব্যয় করেছো আপন পরিবার পরিজনের জন্যে।' (মুসলিম)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় হালাল উপার্জন থেকে সেবামূলক দান করার সাথে সাথে আপন পরিবার পরিজনের জন্যেও প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করে এবং তাদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকে, এ ব্যক্তি স্বীয় পরিবার পরিজনের জন্যে যা ব্যয় করে সেটা আল্লাহ্‌র নিকট দান হিসেবে গৃহীত হয় এবং এ জন্যে সে আল্লাহর নিকট অস্বাভাবিক বড় ধরনের পুরস্কার লাভ করবে। অপর একটি হাদিসে বলা হয়েছে :

اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَاَمْرٍ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهِى عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِىْ بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَأْتِىْ اَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا اَجْرٌ؟ قَالَ اَرَأَيْتُمْ لَوْوَضَعَهَا فِى الْحَرَامِ اَكَانَ عَلَيْهِ فِيْهِ وِزْرٌ فَكَذَالِكَ اِذَاوَضَعَهَا فِى الْحَلَالِ كَانَ لَهُ اَجْرٌ.

www.pathagar.com

অর্থ : প্রতিটি তাসবীহ্ই (সুবহানাল্লাহ বলা) একটি দান অর্থাৎ প্রতিটি তাসবীহতেই নেকী রয়েছে। প্রতিটি তাকবীরেই (আল্লাহু আকবার বলা) নেকী রয়েছে। প্রতিটি তাহমীদেই (আলহামদুলিল্লাহ বলাতে) নেকী রয়েছে। প্রতিটি তাহ্লীলেই (লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলাতে) নেকী রয়েছে। নেকীর আদেশ করার মধ্যে নেকী রয়েছে। মন্দ থেকে নিষেধ করার মধ্যে নেকী রয়েছে। তোমাদের লজ্জাস্থান ব্যবহার (যৌন উপভোগ) করার মধ্যে নেকী রয়েছে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলো, 'হে আল্লাহ্র রসূল! আমাদের কেউ তার যৌন বাসনা পূরণ করলে তাতেও তার নেকী হবে? তিনি বললেন, দেখো,কেউ যদি নিষিদ্ধস্থানে যৌন বাসনা পূরণ করে, তবে কি তার গুনাহ হবেনা? তেমনি বৈধস্থানে যৌন বাসনা পূরণ করলে নেকী রয়েছে।' (সহীহ্ মুসলিম)

আল্লাহ্ কতো মহান! বৈধপন্থায় যৌন বাসনা পূরণ করলেও তিনি বান্দাহকে নেকী দান করেন। এটাই হলো 'আমলে সালেহ'। আপনি যে কাজই করবেন, তা যদি করেন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, আল্লাহ্র বিধানের আনুগত্য ও রসূলুল্লাহর অনুসরণ করেন আর আল্লাহ প্রদত্ত সীমার মধ্যে অবস্থান করেন, তবে তাই আপনার 'আমলে সালেহ'।

'আমলে সালেহ'র প্রথম এবং মূল কথা হলো, আল্লাহ্র সাথে বান্দাহর যথার্থ সম্পর্ক স্থাপিত হতে হবে।

'আমলে সালেহ্'র দ্বিতীয় কথা হলো, যথাযথভাবে আল্লাহ্র বান্দাহদের অধিকার প্রদান করতে হবে।

উপরোক্ত দু'টি বিষয়েই আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করে এসেছি।

'আমলে সালেহ্'র তৃতীয় দিকটি হলো উত্তম চরিত্র বৈশিষ্ট। এ বিষয়টি সম্পর্কে আমরা এখন সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করবো।

● ইসলামে উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব

ইসলামে নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব কি? এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় স্বয়ং রসূলে আকরাম সা.-এর একটি হাদিসে। তিনি বলেছেন :

بُعِثْتُ لِاُتَمِّ حُسْنَ الْاَخْلَاقِ (مؤطا، احمد) وَفِىْ رِوَايَةٍ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ .

অর্থ : উত্তম ও মহত চরিত্রের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্যে আমি প্রেরিত হয়েছি।' (মুআত্তায়ে ইমাম মালিক)

বাস্তবেও তিনি একাজ করে গেছেন। চারিত্রিক আদর্শ ও নীতিমালার তিনি

www.pathagar.com

বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে গেছেন। নিজের জীবনে সেগুলোকে পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করে তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। অন্যরা এসব নীতিমালার অনুসরণ করছে কি করছেনা, সেদিকে তিনি হিদায়াত দিয়ে গেছেন। উত্তম নৈতিক চরিত্রের চিরন্তন নমুনা ও আদর্শ হিসেবে তিনি নিজেকে পেশ করে গেছেন। তাঁর চরম শত্রুও তাঁর চরিত্রে অনু পরিমান ত্রুটি দেখাতে পারেনি। এ কারণেই স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এই সার্টিফিকেট প্রদান করেন :

وَانَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (القلم : ٤)

অর্থ : নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী' (সূরা আল কলম : আয়াত ৪)

রসূলুল্লাহ্ সা.-এর দৃষ্টিতে সর্বোত্তম মানুষ সে, যে মহোত্তম চরিত্রের অধিকারী :

اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلاَقًا. (بخارى ومسلم)

অর্থ : তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যার নৈতিক চরিত্র সর্বোত্তম।' (বুখারি ও মুসলিম)

আর উন্নত চরিত্রের অধিকারী লোকেরাই ছিলো তাঁর কাছে সবচাইতে প্রিয়:

اِنَّ مِنْ اَحِبِّكُمْ اِلَىَّ اَحْسَنَكُمْ اَخْلاَقًا. (بخارى)

অর্থ : তোমাদের মাঝে সেই আমার নিকট সবচাইতে প্রিয়, যার নৈতিক চরিত্রে তোমাদের মাঝে সবচাইতে সুন্দর।' (সহীহ্ বুখারি)

এবার কুরআন হাদিসের আলোকে আমরা কতিপয় মৌলিক চারিত্রিক শিক্ষা আলোচনা করছি।

● সুবিচার

দীন ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে ইনসাফ বা সুবিচার। মূলত, ইনসাফ হলো, মানুষ আল্লাহ ও তাঁর বান্দাহ্দের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করবে। সুবিচারের বিপরীত হলো যুল্ম। আল্লাহ্র বা তাঁর কোনো বান্দাহ্র অধিকার নষ্ট করাই যুল্ম। কুরআনে শির্ককে 'মহা যুল্ম' বলা হয়েছে। কারণ, শিরক দ্বারা আল্লাহ্র সবচাইতে বড় অধিকার নষ্ট করা হয়। আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করে নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করাও এক প্রকার যুল্ম। মানুষ নিজের প্রতি নিজেই এই যুল্ম করে থাকে। কুরআন বলে :

وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْااَنْفُسَهُمْ. (هود : ١٠١)

অর্থ : আমরা (শাস্তি দিয়ে) তাদের প্রতি যুল্ম করিনি। বরঞ্চ (কুফরী এবং নাফরমানী করে) তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুল্ম করেছে।' (সূরা হূদ : আয়াত ১০১)

www.pathagar.com

● সত্য কথা বলা

সত্য কথা বলা ইসলামের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এটা শ্রেষ্ঠ নৈতিক গুণাবলীর অন্যতম। সকল অবস্থায় সত্য কথা বলা, সত্য নীতি ও পন্থা অবলম্বন করা, গোপনে প্রকাশ্যে একই কথা বলা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা।

কেউ যদি সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, সে সর্বদাই সত্য কথা বলবে, কখনো মিথ্যার ধারে কাছে ঘেঁষবেনা, তবে মন্দ থেকে আত্মরক্ষা এবং সৎ পথে চলা তার পক্ষে মোটেও কঠিন নয়। সত্যবাদীর অন্তর পবিত্র থাকে। তার চিত্ত থাকে বলিষ্ঠ। সে কখনো মিথ্যা দ্বারা নিজেকে ঢেকে রাখেনা। তার অন্তর ও বাইর স্বচ্ছ আয়নার মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তার চরিত্রকে সামনে রেখে যে কেউ নিজের চেহারা দেখে নিতে পারে। রসূলে করীম সা. বলেছেন :

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّوَاِنَّ الْبِرَّيَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ وَمَايَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدَقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتّٰى يَكْتُبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًاوَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِوَاِنَّ الْفُجُوْرَيَهْدِىْ اِلَى النَّارِوَمَايَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكِذْبَ حَتّٰى يُكْتُبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا. (بخارى، مسلم)

অর্থ : তোমরা অবশ্যি সত্যপ্রিয় হবে এবং সত্য কথা বলবে। কারণ সত্য নেকীর দিকে পথ নির্দেশ দান করে, আর নেকী পথ নির্দেশ দেয় জান্নাতের দিকে। যে ব্যক্তি সব সময় সত্য কথা বলে এবং সত্যের অন্বেষণ করে, আল্লাহ্‌র দরবারে তার উপাধি সিদ্দীক (সত্যবাদী) লেখা হয়ে থাকে। তোমরা অবশ্যি মিথ্যা থেকে আত্মরক্ষা করবে। কারণ মিথ্যা আল্লাহ্‌র নাফরমানীর দিকে পথ প্রদর্শন করে আর আল্লাহ্‌র নাফরমানী পথ প্রদর্শন করে জাহান্নামের দিকে। কোনো ব্যক্তি যদি সবসময় মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যার পিছেই ছুটতে থাকে, তখন আল্লাহ্‌র দরবারে তার নাম মিথ্যাবাদী বলে লিখিত হয়।' (বুখারি, মুসলিম)

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান এবং মিথ্যা শপথ করাও নিকৃষ্ট ধরনের মিথ্যা। রসূলে আকরাম সা. বলেন :

اَلْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ وَفِىْ رِوَايَةٍ شَهَادَةُ الزُّوْرِ. (بخارى، مسلم)

www.pathagar.com

অর্থ : সবচাইতে বড় গুনাহসমূহ হচ্ছে : আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, পিতামাতার অধিকার নষ্ট করা, (অন্যায়ভাবে) নরহত্যা করা, মিথ্যা শপথ করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।' (বুখারি, মুসলিম)

কুরআন মজিদ সত্য কথা বলাকে ঈমানদারদের মৌলিক গুণাবলীর মধ্যে গণ্য করে :

اَلصَّابِرِيْنَ وَالصَّادِقِيْنَ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ. (ال عمران : ١٧)

অর্থ : (মুমিনরা হয়ে থাকে) ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, আল্লাহ্‌র পথে দানকারী এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৭)

শুধু তাই নয়, বরঞ্চ কুরআন মজীদ সত্যবাদীতাকেই দীন বলে আখ্যায়িত করেছে। মুমিনদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআন বলে :

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ. (البقرة : ١٧٧)

অর্থ : যারা এইসব গুণাবলীর অধিকারী, ঈমানের দাবিতে তারাই সত্যবাদী আর তারাই প্রকৃত মুত্তাকী।' (সূরা আল বাকারা : আয়াত ১৭৭)

আল্লাহ্‌র পথে জানমালের কুরবানী প্রদানের মাধ্যমেও মানুষ নিজেকে সত্যবাদী বলে প্রমাণ করতে পারে :

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوااللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِرُوَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً. (الاحزاب)

অর্থ : মুমিনদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে, যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছে। তাদের মধ্যে কিছুলোক নিজেদের শপথ পূর্ণ করেছে আর কিছু লোক অপেক্ষায় আছে। তারা নিজেদের নীতি ও অবস্থানকে পরিবর্তন করেনি।' (সূরা আহযাব : আয়াত ২৪)

সত্যবাদী ও সত্যপন্থী মুমিনদেরকে কুরআন 'সিদ্দীক' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছে। নবীদের পরেই তাদের মর্যাদা :

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا. (النساء : ٦٩)

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে, সে ঐসব লোকদের সংগি হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা নিআমত দান করেছেন। তারা

www.pathagar.com

হলো নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ লোকগণ। এরা যাদের সংগি সাথি হবে, তাদের পক্ষে এরা কতইনা উত্তম সংগি সাথি।' (সূরা আন নিসা : আয়াত ৬৯)

ঈমানদার লোকেরা যদি সত্যিকার মুসলিম হতে চায়, তবে তাদের উচিত সত্যপন্থী আল্লাহ্‌ভীরু লোকদের সাথিত্ব গ্রহণ করা :

يَاَيُّهَاالَّذِينَ امَنُوااتَّقُوا اللّهَ وَكُوْنُوامَعَ الصّدِقِينَ. (التوبة)

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ্‌র নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করো আর সত্যবাদী সত্য পন্থীদের সাথি হও।' (সূরা আত তাওবা : আয়াত ১১৯)

সত্য ঈমানের বিপরীত হচ্ছে মিথ্যা ঈমান। অন্তর এবং চরিত্রকে ঈমান থেকে খালি রেখে কেবল মুখে মুখে ঈমানের প্রকাশ করাটা মিথ্যা ঈমান। কুরআনের ভাষায় এটা হচ্ছে নিফাক :

اِذَاجَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوا نَشهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ يَعلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ وَاللّهُ يَشهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكٰذِبُونَ. (المنافقون :١)

অর্থ : হে নবী! মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি অবশ্যি আল্লাহ্‌র রসূল। হ্যাঁ, আল্লাহ জানেন যে, তুমি অবশ্যি তাঁর রসূল। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, এই মুনাফিকরা চরম মিথ্যাবাদী।' (সূরা মুনাফিকূন : আয়াত ১)

● প্রতিশ্রুতি পালন

ইসলামের একটি মৌলিক নৈতিক শিক্ষা হচ্ছে প্রতিশ্রুতি পালন। মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর সাথে তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য করার যে চুক্তি করছে, নিজের জান মাল সবকিছুকে কুরবানী করে সে চুক্তি পালন করাই হচ্ছে প্রকৃত দীন। সত্যিকার মুমিনদের বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوااللّهَ عَلَيهِ فَمِنهُم مَن قَضٰى نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَّنتَظِرُ ومَابَدَّلُوا تَبدِيلاً. (الاحزاب)

অর্থ : মুমিনদের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু লোক স্বীয় মানত পূর্ণ করেছে আর কিছু লোক সময় আসার অপেক্ষায় রয়েছে। তারা নিজেদের আচরণে কোনো প্রকার পরিবর্তন সূচিত করেনি।'(সূরা আহযাব : আয়াত ২৩)

আল্লাহর সাথে তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য করার শপথ নেবার পর তা ভংগ করার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। ইহুদীরা এই অপরাধ করে অভিশপ্ত হয়েছে:

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. (المائده)

অর্থ : তাদের নিজেদের করা ওয়াদা ভংগ করার অপরাধে আমরা তাদেরকে আমার রহমত থেকে বহুদূরে নিক্ষেপ করেছি আর তাদের দিল শক্ত করে দিয়েছি।' (সূরা আল মায়িদা : আয়াত ১৩)

এ হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা ভংগের পরিণাম। পরস্পরের সাথে করা বৈধ ওয়াদা পালন করাও মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব :

وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ. (النحل)

অর্থ : তোমরা আল্লাহ্র ওয়াদা পূর্ণ করো, যখন তাঁর সাথে ওয়াদায় মজবুতভাবে আবদ্ধ হয়েছো। নিজেদের কসম পাকাপোখ্তভাবে করার পর তা ভংগ করোনা, যখন আল্লাহকে নিজেদের উপর সাক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছো। তোমাদের সব কাজ কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ ওয়াকিফহাল রয়েছেন।' (সূরা আন নহল : আয়াত ৯১)

অর্থাৎ সর্বাবস্থায় শপথ ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো। বিশেষভাবে যেখানে তোমরা আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে তাঁর নামে শপথ বা ওয়াদা করো, সে শপথ ভংগ করার সাহস তোমাদের কেমন করে হয়? ওয়াদা আল্লাহ্র সাথে হোক কিংবা পরস্পরের সাথে, পরকালে অবশ্যি সে সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে :

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا. (بنى اسرائيل : ٣٢)

অর্থ : ওয়াদা পূর্ণ করো। অবশ্যি ওয়াদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৩৩)

● আমানতদারী

ইসলাম মানুষকে যেসব উন্নত চরিত্র বৈশিষ্টের শিক্ষা দেয়, তন্মধ্যে একটি মৌলিক গুণ বা বৈশিষ্ট হলো আমানতদারী। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবন এবং তার সমস্ত উপায় উপকরণের মালিক হলেন আল্লাহ্ তা'আলা। এগুলো আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাছে আমানত রেখেছেন। এ আমানত আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা মাফিক কাজে লাগানো মানুষের দায়িত্ব। কোনো ব্যক্তি যদি এগুলো আল্লাহ্র ইচ্ছার বিপরীত কাজে লাগায়, তবে এ জন্যে তাকে পরকালে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

www.pathagar.com

এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র আমানতের ব্যাপার। এরপর হলো মানুষের আমানত। মানুষ একজন আরেকজনের নিকট আমানত রাখে। ধন সম্পদ আমানত রাখে। চিন্তাভাবনা, কথাবর্তা আমানত রাখে। আমানত বিভিন্ন রকমের হতে পারে। আমানত যে রূপেই মানুষ আমাদের কাছে রাখুকনা কেন, তাতে খিয়ানত করা যাবেনা। আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন :

يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَخُوْنُوْااللّٰهَ وَالرَّسُوْ لَ وَتَخُوْنُوْا اَمَانَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. (الانفال : ٢٧)

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা জেনেশুনে আল্লাহ্‌র এবং রসূলের আমানতের খিয়ানত করোনা। আর তোমাদের পরস্পরের আমানতসমূহও খিয়ানত করোনা।' (সূরা আনফাল : আয়াত ২৭)

মুমিনদের গুণ বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِيْنَ هُمْ لاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ. (المومنون : ٨)

অর্থ : এরা হচ্ছে সেইসব লোক, যারা নিজেদের আমানত এবং ওয়াদা রক্ষা করে।' (সূরা মু'মিনূন : আয়াত ৮)

অন্যদিকে রসূলে আকরাম সা. মুনাফিকদের বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًاخَالِصًاوَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقُ حَتّٰى يَدْعَهَااِذَا اُوْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَوَاِذَاخَاصَمَ فَجَرَ. (بخارى)

অর্থ : যে ব্যক্তির মধ্যে (নিম্নোক্ত) চারটি অভ্যাস থাকবে, সে নিরেট মুনাফিক। আর যার মধ্যে এর কোনো একটি অভ্যাস থাকবে, তার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব বিদ্যমান, যতোক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। অভ্যাস গুলো হলো : যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, খিয়ানত করে। যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে। যখন সে ওয়াদা করে, ভংগ করে এবং যখন বিবাদ করে, গালি গালাজ করে।' (বুখারি, মুসলিম)

এ থেকে বুঝা গেলো, আমানতদারী, সত্যবাদিতা, ওয়াদা পালন করা এবং শত্রুতার সময়ও সত্য ও ভদ্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা মুমিনদের চরিত্র বৈশিষ্ট।

● বিশ্বস্ততা

ইসলামী চরিত্র বৈশিষ্টের একটি মৌলিক দিক হচ্ছে বিশ্বস্ততা। লেনদেনের ক্ষেত্রে মুমিনরা হয়ে থাকে খাঁটি, সত্য ও বিশ্বস্ত। নিজেদের দায়িত্ব পালনে

৬—

www.pathagar.com

হয়ে থাকে তারা বিশ্বস্ত। কারো কাছ থেকে শ্রম গ্রহণ করলে, ঘাম শুকানোর আগেই তারা তার পারিশ্রমিক দিয়ে দেয়। ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে তারা কোনো স্বার্থ উদ্ধার করেনা। তারা কারো ভুল, ঠেকা ও দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করেনা। তারা কখনো নিজেদের অধিকারের চাইতে বেশি গ্রহণ করেনা। বিরাট কোনো লোভ ও বাসনা চরিতার্থ করার জন্যেও তারা নিজেদের ঈমান ও বিশ্বস্ততাকে বিনষ্ট করেনা। তারা আত্মার দাসে পরিণত হয়না। তারা জানে এসব ব্যাপারে অবিশ্বস্ত লোকেরা স্রষ্টা এবং সৃষ্টি উভয়ের দৃষ্টিতেই নিকৃষ্ট। কুরআন বলে :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ اَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اُوْلٰئِكَ لاَخَلاَقَ لَهُمْ فِىْ الْاٰخِرَةِ وَلاَيُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلاَيَنْظُرُاِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَيُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. (ال عمران : ٧٧)

অর্থ : যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত নিজেদের ওয়াদা ও শপথসমূহ নগণ্য পার্থিব মূল্যে বিক্রয় করে ফেলে, পরকালে তাদের কোনো অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেননা, তাদের দিকে চেয়ে দেখবেননা এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেননা। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৭৭)

মুমিনরা জানে, লেনদেন এবং পারস্পারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অসততার আশ্রয় নিলে পরকালে মহান আল্লাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভয়াবহ জবাবদিহি করতে হবে :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ. اَلَّذِيْنَ اِذَااكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ. وَاِذَا كَالُوْاهُمْ اَوْوَزَنُوْاهُمْ يُخْسِرُوْنَ . اَلاَيَظُنُّ اُوْلٰئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوْثُوْنَ. لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ. يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

অর্থ : ধ্বংস হীন ঠকবাজদের জন্যে, যারা লোকদের থেকে গ্রহণের সময় পুরো মাত্রায় গ্রহণ করে। কিন্তু ওজন বা পরিমাপ করে দেবার সময় তাদের ক্ষতিসাধন করে। এরা কি চিন্তা করেনা যে, একটা মহা দিনে তাদেরকে উঠিয়ে আনা হবে? সেটা ঐদিন, যখন সমস্ত মানুষ রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে দাঁড়াবে।' (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন : আয়াত ১-৬)

মুমিনের চরিত্র বৈশিষ্ট হয়ে থাকে এর বিপরীত। কারণ তার প্রভু তো তাকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন :

وَاَوْفُوْالْكَيْلَ اِذَ اكِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمَ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلاً. (بنى اسرائيل : ٣)

www.pathagar.com

অর্থ : পাত্র দ্বারা মাপলে পুরোপুরি ভর্তি করে মাপ দেবে। আর ওজন করে দিলে ত্রুটিহীন পাল্লা দিয়ে মেপে দেবে। এটা খুবই ভালো নীতি। পরিণামের দৃষ্টিতেও এটা অতীব উত্তম।' (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৩৫)

মুমিন জানে, সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করলে সে পরকালে লাভ করবে সুমহান মর্যাদা : প্রিয় রাসূল সা. বলেন :

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ. (ترمذى، ابن ماجه)

অর্থ : সৎ সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী পরকালে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ লোকদের সাথি হবে।' (তিরমাযি, ইবনে মাজাহ)

অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ আত্মসাত করা যায়না এবং এ উদ্দেশ্যে কাউকেও ঘুষ দেয়া যায়না। কুরআন বলে :

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন সম্পদ হরণ করোনা। আর শাসকদের সামনে তা এ উদ্দেশ্যে পেশ করোনা যে, তোমরা অপরের সম্পদের কোনো অংশ ইচ্ছে করে নিতান্ত অবিচার মূলকভাবে জেনে শুনে ভক্ষণ করার সুযোগ পাবে।' (সূরা আল বাকারা : আয়াত ১৮৮)

এরূপ অন্যায়ভাবে অর্জিত সম্পদ হারাম। আর হারামখোরের দো'আ কবুল হয়না :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَايَقْبَلُ الَّا طَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالٰى يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنٰكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَارَبِّ يَارَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ- (مسلم)

অর্থ : আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া কবুল করেননা। আর আল্লাহ মুমিনদের সেই নির্দেশ দিয়েছেন, যে নির্দেশ দিয়েছেন রসূলদের। তিনি বলেছেন : হে

www.pathagar.com

আমার রসূলরা! পবিত্র জিনিস খাও আর নেক আমল করো।' তিনি আরো বলেছেন : হে ঈমানদার লোকেরা! আমার দেয়া জীবিকা থেকে পবিত্র জিনিস খাও।' অতপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, যে দীর্ঘ পথের সফর করছে আর আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে হে প্রভু! হে প্রভু! বলে দোয়া করছে, অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিচ্ছেদ হারাম এবং হারাম দ্বারাই সে প্রতিপালিত হয়েছে, এমন ব্যক্তির দো'আ কি করে কবুল হতে পারে?' (সহীহ মুসলিম)

হারাম ভক্ষণে পরিপুষ্ট দেহ দোযখেরই উপযোগী :

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهٖ (احمد ،دارمى،)

অর্থ : হারাম দ্বারা গড়ে উঠা গোশত জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। হারাম দ্বারা গড়ে উঠা গোশতের জন্যে দোযখই উপযুক্ত।' (আহমদ, দারমি, বায়হাকী)

মুমিনদের বৈশিষ্ট হলো, তারা কেবল হারামই বর্জন করেনা, সন্দেহযুক্ত জিনিসও বর্জন করে। রসূলে আকরাম সা. বলেন :

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَّالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَّبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَءَلِدِيْنِهٖ وَعِرْضِهٖ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ كَالرَّاعِىْ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يَّوقِعَ فِيْهِ اَلاَوَاِنَّ لِكُلِّ مَالِكٍ حِمًى اَلاَوَاِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهٗ .

অর্থ : হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট। এ দু'টির মাঝখানে আছে কতিপয় সন্দেহপূর্ণ জিনিস। সেগুলো (হারাম না হালাল) সে সম্পর্কে অনেক লোকই জানেনা। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি সেগুলো থেকে দূরে থাকলো, সে নিজের দীন ও মানমর্যাদা রক্ষা করলো। আর যে সন্দেহপূর্ণ জিনিসসমূহের মধ্যে নিপতিত হলো, সে হারামের মধ্যে নিপতিত হলো। যে ব্যক্তি নিজের পশু গুলোকে নিষিদ্ধ চারণভূমির চারপাশে চরায়, তার নিষিদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। শোন, প্রত্যেক রাজা বাদশাহরই একটি সংরক্ষিত চারণভূমি থাকে। আর আল্লাহ্র হারাম করা জিনিসগুলোই হচ্ছে তাঁর সংরক্ষিত চারণভূমি।' (সহীহ বুখারি)

● লজ্জাশীলতা

লজ্জাশীলতা ইসলামী চরিত্র বৈশিষ্টের অন্যতম। অশ্লীল ও মন্দ কাজকে

www.pathagar.com

ঘৃণা করাটাই হচ্ছে লজ্জা। আল্লাহ তা'আলা ইসলামের মৌলিক নীতিমালার নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ .

অর্থ : আল্লাহ তোমাদেরকে সুবিচার, ইহসান এবং নিকটাত্মীয়দের দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর অশ্লীলতা, মন্দকাজ ও সীমালংঘন থেকে নিষেধ করছেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।' (সূরা আন নহল : আয়াত ৯০)

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে একথা জানা গেলো যে, মানুষের মধ্যে তিনটি মৌলিক গুণাবলী থাকা অপরিহার্য। সেগুলো হলো : ১. আদল বা সুবিচার ২. ইহসান ৩. নিকটাত্মীয়দের দান করা। একথাও জানা গেলো যে, তিনটি অসৎ গুণ থেকে মানবজীবন পবিত্র থাকা উচিত। সেগুলো হলো : ১. লজ্জাহীনতা বা অশ্লীলতা ২. মন্দ কাজ ৩. যুল্‌ম ও বাড়াবাড়ি। রসূলে আকরাম সা. বলেছেন :

اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهٗ. (بخار. مسلم)

অর্থ : লজ্জা পুরোটাই ভালো।' (বুখারি, মুসলিম)

اَلْحَيَاءُ لَايَأْتِىْ اِلاَّبِالْخَيْرِ. (بخارى ، مسلم)

অর্থ : লজ্জা সব সময়ই কল্যাণের বাহন।' (বুখারি, মুসলিম)

লজ্জাহীনতা মানুষকে সব সময়ই মন্দ কাজের দিকে ঠেলে দেয়। নবী করীম সা. বলেন :

اِنَّ مِمَّآ اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْاُوْلٰى اِذَالَمْ تَسْتَحِىْ فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ. (بخارى)

অর্থ : অতীত নবীগণের বাণী থেকে মানুষ যা কিছু পেয়েছে, তন্মধ্যে একটি কথা হলো, যখন তুমি লজ্জাহীন হও, তখন যা খুশি তাই করো।' (বুখারি)

সবচাইতে নিকৃষ্ট ধরনের নির্লজ্জ কাজ হলো ব্যভিচার। ইসলামে এটা চরম অপরাধের কাজে। এর শাস্তিও সাংঘাতিক ধরনের। এ সম্পর্কে কুরআন বলে :

وَلَاتَقْرَبُوْا الزِّنَا اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًاوَّسَاءَ سَبِيْلاً (بنى اسرائيل : ٣٢)

অর্থ : জিনার নিকটেও যেয়োনা। নিসন্দেহে এটা চরম নির্লজ্জ, ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট কাজ।' (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৩২)

www.pathagar.com

জিনার শাস্তি ঘোষণা করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلَاتَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. (النور: ٢٠)

অর্থ : ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিণী প্রত্যেককে একশ' কোড়া মারো। তোমরা যদি আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখো, তবে তাদের উপর আল্লাহ্র আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে তোমাদের অন্তরে যেনো দয়ার উদ্রেক না হয়। আর তাদের শাস্তি প্রদানকালে একদল মুমিন যেনো তা প্রত্যক্ষ করে।' (সূরা আন নূর : আয়াত ২০)

হাদিস থেকে জানা যায়, ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিণী যদি বিবাহিত হয়, তবে তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। জিনার মতো সমকামিতাও একটা নিকৃষ্ট ধরনের অশ্লীল কাজ। একাজ যারা করে তাদের সম্পর্কে নবী করিম সা. বলেন :

مَنْ وَّجَدتُّمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ. (ترمذى ، ابن ماجه)

অর্থ : সমকামিতায় লিপ্ত উভয়কে তোমরা হত্যা করো।'(তিরমিযি)

শুধু কার্যত জিনা করাই জিনা নয়, বরঞ্চ এর পরিধি অনেক বিস্তৃত। নবী করিম সা. বলেন :

اَلْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْاُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطٰى وَالْقَلْبُ يَهْوٰى يَتَمَنّٰى وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ اَوْيُكَذِّبُهُ. (مسلم)

অর্থ : চোখের জিনা হচ্ছে দৃষ্টি। কানের জিনা এ সংক্রান্ত শ্রবণ। মুখের জিনা এ সংক্রান্ত কথাবার্তা। হাতের জিনা হস্ত প্রসারণ। পায়ের জিনা পদক্ষেপ। মন আকাংখা ও বাসনা করে আর যৌনাংগ তা সত্য কিংবা মিথ্যায় পরিণত করে।' (মুসলিম)

সমাজে অশ্লীলতা বিস্তারও ইসলামে নিষিদ্ধ। কুরআন অশ্লীলতা বিস্তারকারীদের বিরাট শাস্তি দেয়ার কথা ঘোষণা করেছে :

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ . (النور:١٩)

www.pathagar.com

অর্থ : যারা ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা প্রসার করতে পসন্দ করে, তাদের জন্যে দুনিয়া এবং আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।' (সূরা আন নূর : আয়াত ১৯)

অপরদিকে কোনো পূত চরিত্রের মহিলার প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ আরোপ করাও বিরাট অপরাধ :

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْا هُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَلاَتَقْبَلُوْالَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًاوَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ. (النور : ١٤)

অর্থ : যারা পূত চরিত্রের মহিলাদের প্রতি (ব্যভিচারের) অভিযোগ আরোপ করে অথচ চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনা, তাদেরকে আশি কোড়া মারো। তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করোনা, এরা ফাসিক।' (সূরা আননূর : আয়াত ১৪)

রসূলুল্লাহ সা. ধ্বংসাত্মক অপরাধসমূহের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَاهُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّبِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبٰوا وَاَكْلُ مَالَ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفِ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ. (بخارى ، مسلم)

অর্থ : তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করো। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল সেগুলো কি? তিনি বললেন : ১. আল্লাহ্র সাথে শিরক করা ২. যাদু করা ৩. কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তবে অধিকার লাভ করলে আলাদা কথা ৪. সুদ খাওয়া ৫. এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা ৬. সম্মুখ সমর থেকে পলায়ন করা এবং ৭. পূত চরিত্রের অচেতন মুমিন মহিলার প্রতি জিনার অভিযোগ আরোপ করা।' (বুখারি, মুসলিম : আবু হুরাইরা রা.)

এমন কিছু গুনাহ আছে যেগুলোর সাথে ঈমান সহাবস্থান করেনা। নবী করিম সা. বলেছেন :

لاَيَزْنِى الزَّانِى حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَمُؤْمِنٌ وَلاَيَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَمُؤْمِنٌ وَلاَيَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَمُؤْمِنٌ وَلاَيَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَّرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ فِيْهَا اَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا

www.pathagar.com

وَهُوَمُؤْمِنٌ وَلَايَغُلُّ اَحَدُكُمْ حِيْنَ يَغُلُّ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاكُمْ
وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَايَقْتُلُ حِيْنَ يَقْتُلُ وَهُوَمُؤْمِنٌ.

অর্থ : ব্যভিচারী মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করেনা। চোর মুমিন অবস্থায় চুরি করেনা। মদখোর মুমিন অবস্থায় মদ খায়না। লুটপাটকারী যখন লুটপাট করে, মানুষের দৃষ্টি তার দিকে যায়, তখন সে মুমিন অবস্থায় তা করেনা। কেউ যখন খিয়ানত করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় তা করেনা। তোমরা অবশ্যি এসব অপরাধ থেকে দূরে থাকবে। ইবনে আব্বাসের একটি বর্ণনায় অতিরিক্ত একথাটি আছে, হত্যাকারী যখন হত্যা করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় তা করেনা।' (বুখারি, মুসলিম)

হাদিসের মর্ম হলো, এসব অপরাধ ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক। মুমিনের জীবন এগুলো থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। কারো কোনো ভুল হয়ে গেলে সাথে সাথে তার আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করা উচিত।

● বিনয়

ইসলামী চরিত্র বৈশিষ্টের আরেকটি দিক হচ্ছে বিনয়। অর্থাৎ মুমিন বিনয়ী ও নিরহংকারী হয়ে থাকে। অহংকার মানুষকে কুফরীতে নিমজ্জিত করে। ইবলিস অহংকারের বশবর্তী হয়েই কাফির হয়েছে :

اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ. (البقره : ٣٤)

অর্থ : সে অমান্য করলো এবং অহংকার করলো আর কাফিরে পরিণত হলো।' (আল বাকারা : আয়াত ৩৪)

অর্থাৎ ইবলিস আদম আ. থেকে নিজেকে বড় মনে করলো, আর নিজেকে বড় মনে করাটাই অহংকার। এ অহংকারই ইবলিসের মতো বিরাট আবেদকে কাফির বানিয়ে ছাড়ে।

সকল যুগের ক্ষমতাবান ও বিত্তবান লোকেরা ক্ষমতা ও অর্থের অহংকারে ইসলাম কবুল করতে পারেনি। এটাকে তারা অপমান মনে করেছে। ফলে তারা আল্লাহ্‌র সামনে মস্তক অবনত করতে পারেনি এবং রসূলের অনুগত ও অনুগামী হতে পারেনি। কুরআন অহংকারের চরম নিন্দা করেছে এবং অহংকারীদের কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছে :

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ. (الاعراف : ٣٩)

অর্থ : যারা আমার আয়াতকে অমান্য করেছে এবং তার সম্মুখে অহংকার করেছে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।' (সূরা আ'রাফ : আয়াত ৩৯)

www.pathagar.com

অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ.(الحديد :٢٣)

অর্থ : যারা নিজেদেরকে বিরাট কিছু মনে করে অহংকার করে, আল্লাহ তাদের পছন্দ করেননা।' (সূরা আল হাদীদ : আয়াত ২৩)

নবীগণের আহ্বানে যেসব সহায় সম্বলহীন লোকেরা লাব্বায়েক বলতো, এই অহংকারী লোকেরা তাদের হীন দৃষ্টিতে দেখতো। তারা নবীদের বলতো, এই ছোট লোকগুলোকে তোমার দরবার থেকে তাড়িয়ে দাও, তবেই আমরা তোমার কাছে আসতে পারি। কুরআন বলে :

وَلَاتَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ.

(الانعام : ٥٢)

অর্থ : যারা দিন রাত তাদের মনিবকে ডাকে এবং তাঁর সন্তোষ সন্ধানে নিমগ্ন হয়ে থাকে, তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিওনা।' (সূরা আল আনআম : আয়াত ৫২)

অর্থাৎ যাদের কাছে আল্লাহ্‌র বন্দেগি ও তাঁর সন্তোষ লাভের সম্পদ রয়েছে, তাদের আর অন্য সহায় সম্পদের কি প্রয়োজন। এই সম্পদই প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদার সম্পদ। এই সম্পদের অধিকারী লোকেরাই রসূলের সাথিত্ব লাভের সর্বাধিক উপযুক্ত।

অহংকার এতোই বিপজ্জনক জিনিস যে এটা মানুষের দুনিয়া আখিরাত উভয়টাকেই ধ্বংস করে দেয়। রসূলে আকরাম সা. বলেন :

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَمَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًاوَنَعْلُهُ حَسَنًا قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ اَلْكِبْرُ بَطَرُ االْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ. (مسلم)

অর্থ : যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। একজন লোক জিজ্ঞেস করলো, মানুষ সুন্দর জামা-কাপড়-জুতা পছন্দ করে, এটা কি অহংকার? তিনি বললেন, আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। অহংকার হলো সত্যকে মেনে না নেয়া এবং মানুষকে ছোট মনে করা।' (সহীহ্ মুসলিম)

অপর একটি হাদিসে প্রিয় নবী সা. বলেন :

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْكِبْرِيَاءُرِدَائِ وَالْعَظْمَةُ اِزَارِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ وَاحِدًا مِّنْهُمَااَدْخَلْتُهُ فِى النَّارِ. (مسلم)

www.pathagar.com

অর্থ : আল্লাহ্ বলেন : অহংকার আমার চাদর। শ্রেষ্ঠত্ব আমার ইজার। কেউ যদি এর কোনো একটি আমার থেকে খুলে নিতে চায়, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।' (সহীহ্ মুসলিম)

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব এবং অহংকার কেবল আল্লাহ্‌র জন্যেই নির্ধারিত। মানুষতো জীবনের প্রতিটি কাজে আল্লাহ্‌র দয়া ও সাহায্যের মুখাপেক্ষী। সে কি করে অহংকার করতে পারে? এটাতো আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তাঁর দাসত্বের সীমালংঘন। মানুষের জন্যে এটা মানবতা বিরোধী। একজন মুমিন একথা পরিষ্কারভাবে জানে, সে আল্লাহ্‌র ক্ষুদ্র সৃষ্টি মাত্র। কেবল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই সে বেঁচে আছে। যা কিছু তার আছে, সেগুলো আল্লাহই তাকে দিয়েছেন। সব কিছুর মালিকতো একমাত্র আল্লাহ। তাঁর সামনে মানুষ সম্পূর্ণ অসহায়। যে কোনো সময় আল্লাহ্ যে কোনো মানুষ থেকে তার সবকিছু ছিনিয়ে নিতে পারেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র দেয়া নি'আমত সামগ্রী ভোগ করে সে কিছুতেই অহংকার করতে পারেনা। এগুলোতো তার পরীক্ষার সামগ্রী।এগুলো হাতে পেয়ে যদি সে অহংকারে লিপ্ত হয়, তবে সে অবশ্যি আল্লাহ্‌র শাস্তির অধিকারী হবে।

মুমিনের বৈশিষ্টই হলো, সে যতোই ধনদৌলত ও ক্ষমতার অধিকারী হয়, ততোই সে বিনয়ের সাথে তার মনিবের সামনে মাথা নত করে। মানুষের সাথে ভদ্র ও বিনয়ী আচরণ করে। মুমিনের বিনয় হয়ে থাকে আন্তরিক বিনয়। এ বিনয় আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাহদের সামনে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে :

مَانَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَّالٍ وَمَازَادَاللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلاَّعِزًّا
وَمَاتَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلاَّرَفَعَهُ اللّٰهُ. (مسلم)

অর্থ : দান দ্বারা সম্পদ কমেনা। যে ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ্ তাকে সম্মান দান করেন আর যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ্ তাকে উপরে উঠান। (সহীহ্ মুসলিম)

● কোমলতা

ইসলামী চরিত্র বৈশিষ্টের আর একটি অন্যতম দিক হলো, কোমলতা। কুরআন মজীদ রসূলে আকরাম সা.-কে সম্বোধন করে বলে :

فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ
لاَنْفَضُّوْامِنْ حَوْلِكَ . (ال عمران : ١٥٩)

অর্থ : এটা আল্লাহ্‌র বিরাট অনুগ্রহ যে, তুমি এই লোকদের জন্যে খুবই নম্র ও কোমল স্বভাবের হয়েছো। অন্যথায় তুমি যদি উগ্রস্বভাব ও পাষাণ

www.pathagar.com

হৃদয়ের অধিকারী হতে, তবে এরা তোমার চারদিক থেকে দূরে সরে যেতো।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৫৯)

উগ্রতা, কঠোরতা এবং পাষন্ডতা যেখানে স্বয়ং রসূলে আকরামের জন্যেই অকল্যাণকর, সেক্ষেত্রে অপর কারো জন্যে তা কল্যাণকর হবারতো প্রশ্নই ওঠেনা। প্রিয় রসূল সা. বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِىْ عَلَى الرِّفْقِ مَالاَيُعْطِىْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَالاَيُعْطِىْ عَلَى مَاسِوَاهُ. (مسلم)

অর্থ : আল্লাহ নিজে নম্র এবং কোমল। তিনি নম্রতা ও কোমলতাকে ভালোবাসেন। তিনি কোমলতার জন্যে এতোকিছু দান করেন, যা কঠোরতা বা অন্য কিছুর জন্যে দান করেননা।' (সহীহ মুসলিম)

অপর একটি হাদিসে বলা হয়েছে :

مَنْ يُّحْرِمِ الرِّفْقَ يُحْرِمِ الْخَيْرَ. (مسلم)

অর্থ : যে ব্যক্তি কোমলতা ও নম্রতা থেকে বঞ্চিত, সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।' (সহীহ মুসলিম)

● **ক্ষমা**

ক্ষমা ইসলামী চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট। মুমিন চরিত্রের বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা হয়ে থাকে রাগ দমনকারী এবং মানুষের দোষত্রুটি ক্ষমাকারী:

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ. (ال عمران : ٣٤)

অর্থ : তারা হলো ঐসব লোক, যারা সুখের হালে এবং দুখের হালে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, রাগ দমন করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়। আর আল্লাহ তা'আলা সুন্দর আচরণের লোকদেরই পছন্দ করেন।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৪)

আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা, রাগ দমন করা এবং অপরকে ক্ষমা করে দেয়া, এগুলো এমন চরিত্র বৈশিষ্ট, যা মানুষকে জান্নাতের উপযুক্ত বানিয়ে দেয়। অন্যত্র আল্লাহ তাঁর রসূল সা.-কে এবং রসূলের মাধ্যমে গোটা উম্মাহকে সম্বোধন করে বলেন :

خُذِالْعَفْوَ وَاْمُرْبِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ. وَاِمَّايَنْزَغَنَّكَ

www.pathagar.com

مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

অর্থ : নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন করো। মা'রূফ কাজের উপদেশ দান করতে থাকো আর মূর্খ লোকদের সাথে জড়িয়ে পড়োনা। শয়তান যদি কখনো তোমাকে উস্কানী দেয়, তবে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাও। তিনি সব শুনেন, সব জানেন।' (সূরা আরাফ : আয়াত ১৯৯-২০০)

অর্থাৎ রাগ হলো শয়তানের উস্কানী। এ থেকে তোমরা আত্মরক্ষা করো। অপরকে ক্ষমা করে দাও। শুধু তাই নয়, নিকৃষ্ট ব্যবহারের জবাবে তোমরা সুন্দর ব্যবহার করো :

وَلَاتَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَاالسَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَالَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ. (حم سجدة : ٣٤)

অর্থ : ভালো আর মন্দ এক হতে পারেনা। সুন্দর ব্যবহার দ্বারা মন্দ ব্যবহারের জবাব দাও। দেখবে, এতে তোমার জানের দুশমন প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে।' (সূরা হামীমুস সাজদা : আয়াত ২৪)

রাগ মানুষের একটা দুর্বলতা। রাগের সময় মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনা। বিবেক তখন চাপা পড়ে যায়। এমনসব কাজ তখন সে করে বসে, যা করে কান্ডজ্ঞানহীন মানুষ। রাগের সময় মানুষ এমনসব কাজ করে বসে, যা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়কেই ধ্বংস করে দেয়। তাই একজন মুমিনের জন্যে রাগ দমন করা ও নিয়ন্ত্রণে রাখা একান্ত অপরিহার্য। হযরত আবু হুরাইরা বর্ণিত একটি হাদিসে বলা হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصِنِىْ قَالَ لَاتَغْضَبْ فَرَدَّدَ ذٰلِكَ مِرَارًا قَالَ لَاتَغْضَبْ .

অর্থ : এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সা.-কে বললো, 'আমাকে উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, 'রাগ করোনা।' লোকটি কয়েকবার একই প্রশ্ন করলো। তিনিও প্রত্যেকবার একই জবাব দিলেন, 'রাগ করোনা।' (সহীহ বুখারি)

রাগ দমন করা দুর্বলতা নয়, বীরত্ব। নবী করীম সা. বলেন :

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهٗ عِنْدَالْغَضَبِ. (بخارى ، مسلم)

অর্থ : কুস্তি লড়ে কাউকেও পরাজিত করা বীরত্ব নয়। প্রকৃত বীরত্ব হলো, রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।' (বুখারি, মুসলিম)

www.pathagar.com

নবী করীম সা. রাগ দমন করার পন্থাও বাতলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

اِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَاِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَاِنَّمَا يُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ. (ابوداؤد)

অর্থ : রাগ শয়তানের উস্কানী। আর শয়তানকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন দিয়ে। আর আগুনকে নিভিয়ে দেয় পানি। সুতরাং তোমাদের কারো রাগ হলে সে যেনো অযু করে নেয়।' (আবু দাউদ)

অপর একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

اذا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُوَقَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَاِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَاِلاَّفَلْيَضْطَجِعْ. (ترمذى ، احمد)

অর্থ : দাঁড়ানো অবস্থায় তোমাদের কেউ রাগান্বিত হলে সে যেনো বসে পড়ে। এতে রাগ দূর হলেতো ভালো, নইলে সে যেনো শুয়ে পড়ে।' (তিরমিযি, মুসনাদে আহমদ)

● কৃতজ্ঞতা

ইসলামী চরিত্র বৈশিষ্টের অন্য একটি দিক হলো, কৃতজ্ঞতা। উপকারীকে চেনা, আন্তরিকভাবে তাঁর উপকারের স্বীকৃতি দেয়া এবং কথা ও কাজে তাঁর প্রতি বিনীত থাকাই হচ্ছে কৃতজ্ঞতা। মানুষ ও গোটা সৃষ্টির প্রকৃত উপকারী হচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। মানুষের জীবন, যোগ্যতা, শক্তি ও উপায় উপকরণ সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত। তিনিই দয়া করে মানুষকে এগুলো দান করেছেন। মানুষের প্রতি তাঁর এতো সীমাহীন অনুগ্রহ রয়েছে, যা সে কখনো গুণে শেষ করতে পারবেনা :

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لاَتُحْصُوْهَا. (ابراهيم : ٣٤)

অর্থ : তোমরা যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসমূহ গুণতে চাও, তবে কখনো তা গুণে শেষ করতে পারবেনা।' (সূরা ইব্রাহীম : আয়াত ৩৪)

মানবতার প্রকৃত দাবি হচ্ছে, মানুষ তার আসল উপকারীকে চিনবে। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসায় উদ্বেলিত হবে। তাঁর সমস্ত দান তাঁর মর্জি মতো কাজে লাগাবে। তাঁর মর্জির খেলাফ কোনো কাজেই তা ব্যবহার করবেনা। এভাবেই মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা তিনিই শিখিয়ে দিয়েছেন :

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. (الفاتحه : ٢-١)

অর্থ : শোকর সেই আল্লাহ্‌র, যিনি নিখিল জাহানের রব, পরম দয়ালু, পরম

www.pathagar.com

করুণাময়।' (সূরা আল ফাতিহা : আয়াত ১-২)

আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমেই বান্দাহ তাঁর অধিক অধিক অনুগ্রহ লাভের হকদার হতে পারে :

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ. (ابراهيم : ٧)

অর্থ : স্মরণ করো, তোমাদের প্রভু তোমাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন : তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তবে আমি তোমাদের আরো অধিক অনুগ্রহ দান করবো। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি বড় কঠিন।' (সূরা ইব্রাহীম : আয়াত ৭)

আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পদ্ধতি হলো, তাঁর প্রদত্ত জীবন ও যাবতীয় উপায় উপকরণকে তাঁরই ইচ্ছা মাফিক ব্যবহার করতে হবে। তাঁর প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার পূর্ণ অনুসরণ অনুবর্তন করতে হবে। আর তাঁর অকৃতজ্ঞতা হলো, তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করা কিংবা তাঁর প্রদত্ত জীবন ও জীবন সামগ্রীকে তাঁর মর্জির বিপরীত কাজে লাগানো। এ অর্থেই তিনি মুসলিম উম্মাহ্‌কে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে এবং অকৃতজ্ঞ না হতে নির্দেশ দিয়েছেন :

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْلِىْ وَلَاتَكْفُرُوْنِ. (البقرة : ١٠١)

অর্থ : তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে আমিও তোমাদের স্মরণ করবো। আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অকৃতজ্ঞ হয়োনা।' (আল বাকারা : আয়াত ১০১)

মানুষ এভাবেই তার প্রকৃত উপকারী আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায় করতে পারে। মুমিন যখনই আল্লাহ্‌র কোনো অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়, তখন আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতায় অবনত হয়ে পড়ে তার শির, তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয় তার যবান। মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব নি'আমত দান করেছেন, এগুলো দ্বরা মানুষ পরস্পরের উপকার ও কল্যাণ সাধন করে। তাই আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায় করার পর মানুষের মধ্যে যারা উপকার করে, তাদেরও শোকর আদায় করা দরকার। উপকারীর উপকার করা একান্ত কর্তব্য। নবী করিম সা. বলেছেন :

مَنْ لَّاَيَشْكُرِالنَّاسَ لَايَشْكُرِ اللّٰهِ. (ترمذى)

অর্থ : যে ব্যক্তি মানুষের শোকর আদায় করেনা, সে আল্লাহ্‌র শোকরও আদায় করতে পারেনা।' (তিরমিযি)

www.pathagar.com

মানুষের মধ্যে সবচাইতে বড় উপকারী হলেন পিতামাতা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর শোকর আদায় করার সাথে পিতামাতার শোকর আদায় করতেও হুকুম করছেন :

اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ. (لقمان : ١٤)

অর্থ : আমার শোকর আদায় করো এবং তোমার পিতামাতার।' (সূরা লোকমান : আয়াত ১৪)

● সবর

সবর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী চরিত্র বৈশিষ্ট। সবর মানে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, অটলতা, সহ্য ক্ষমতা, বীরত্বের সাথে টিকে থাকা- ইত্যাদি :

يَابُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَاأَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ. (لقمان : ١٧)

অর্থ : (লোকমান বললো) পুত্র আমার! সালাত কায়েম করো। মা'রূফের আদেশ করো। মুনকার থেকে নিষেধ করো। আর (বিপদ মুসীবত ও বিরোধিতার মুখে) সবর (দৃঢ়তা) অবলম্বন করো।' (সূরা লোকমান : আয়াত ১৭)

হাজারো সমস্যা ও সংগীন অবস্থার সাথে লড়ে যাওয়া, পরিবেশ পরিস্থিতির কাছে মাথা নত না করে পরিবেশ পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করা, নাজুক ও সংকটপূর্ণ অবস্থায়ও সত্যের উপর অটল হয়ে থাকা, কোনো প্রকার বিপদের কাছে মাথা নত না করা, বিরাট ক্ষতি, এমনকি নিজের জানমাল ও সন্তান সন্ততির ক্ষতি পর্যন্ত বরদাশ্ত করা কিন্তু সত্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করা, হতাশা দুশ্চিন্তা ও ভয় ভীতিতে ভেঙ্গে না পড়া, এগুলোই হলো সবর অবলম্বনকারীর বৈশিষ্ট। এসব অবস্থাকে তো তিনি over come করবেনই, সাথে সাথে সত্য পথে অবিরামভাবে কাজ করে যাবেন, সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাবেন এবং সক্রিয়ভাবে করতে করতে নিজের প্রভুর সাথে গিয়ে মিলিত হবেন।

সবরের এই ব্যাখ্যা থেকে একথা পরিষ্কার হলো, মানব জীবনে সবরের গুরুত্ব কতো বেশি। মূলত, এ গুণটি ছাড়া কোনো মানুষই মজবুত চরিত্রের অধিকারী হতে পারেনা। একজন সত্য পথের পথিকের জন্যে এই গুণটিতো একান্ত অপরিহার্য। কারণ তার গোটা পথই কণ্টকাকীর্ণ। সারা জীবন তাকে নফ্স, শয়তান, ভুল পথে চলা আপনজন, বিকৃত সমাজ এবং সমকালীন ক্ষমতাবানদের সাথে দ্বন্দ্ব সংঘাতের কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে এগুতে হয়। এ পথে রয়েছে বিরাট বিরাট বিপদ; জানমাল, সন্তান সন্ততি ও ইজ্জত হানির আশংকা। মূলত, এটা আল্লাহ্রই সুন্নাত। তিনি বিপদ মুসীবত দিয়ে তার

www.pathagar.com

পথের পথিকদের যাচাই বাছাই করে নেন। পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করে তিনি তাদেরকে তার দয়া, অনুগ্রহ ও সাহায্য লাভ করার উপযুক্ত বানান। বান্দাহ্ যাবতীয় পরীক্ষাকে যখন পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করে তাতে টিকে থাকার এবং সফল হবার মতো সবর দৃঢ়তা ও অটলতা অবলম্বন করতে পারে, তখনই সে আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভের উপযুক্ত হলো :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَّأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. (البقرة : ١٥٧-١٥٥)

অর্থ : আমরা অবশ্যি ভয়, বিপদ, অনশন, জানমালের ক্ষতি এবং আমদানি হ্রাসের দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবো। এসব অবস্থায় যারা সবর অবলম্বন করে, তুমি তাদের সুসংবাদ দাও। যারা বিপদ উপস্থিত হলে বলে : আমরা আল্লাহ্‌রই জন্যে আর আল্লাহ্‌রই নিকট আমাদের ফিরে যেতে হবে।' এসব লোকদের প্রতি তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। মূলত এরাই সঠিক পথগামী।' (সূরা আল বাকারা : আয়াত ১৫৫-১৫৭)

যারা অবিরাম সত্য পথে চলার জন্যে চেষ্টা সংগ্রাম চালিয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার বিপদ মুসীবতের মোকাবেলা করে দৃঢ়তার সাথে লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলে এবং হকপথের এই সাধনার উপরই মৃত্যুবরণ করে, তারাই নি'আমতে ভরা জান্নাতের অধিকারী। কুরআন বলে :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. (ال عمران : ١٤٣-١٤٢)

অর্থ : তোমরা কি মনে করেছো, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখনো দেখে নেননি, তোমাদের কারা তাঁর পথে প্রাণপণে লড়াই করে এবং কারা অটলতা ও দৃঢ়তা অবলম্বন করে। তোমারা তো তখন মৃত্যু কামনা করেছিলে যখন পর্যন্ত মৃত্যু তোমাদের সামনে এসে পৌছায়নি। এখনতো মৃত্যু তোমাদের সামনে উপস্থিত, তোমরা নিজ চোখেই তা দেখতে পাচ্ছো।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৪২-১৪৩)

আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং সবর, এ দু'টি এমন গুণ, যা মুমিনকে সত্য পথের কঠিন চড়াই উৎরাই পার হবার অদম্য সাহস ও শক্তি দান করে। এগুলোর

www.pathagar.com

মাধ্যমে সে আল্লাহ্র সাহায্য লাভের উপযুক্ত হয়ে তাঁর দীনকে বিজয়ী করার কাজে সফলতা লাভ করে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ. (البقرة : ١٥٣)

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! সবর এবং সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। অবশ্যি আল্লাহ্ সবর অবলম্বনকারীদের সাথে রয়েছেন।' (সূরা আল বাকারা : আয়াত ১৫৩)

এই একই কথা বলেছিলেন মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর জাতিকে। কুরআন এভাবে তাঁর বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছে :

قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ.(الاعراف)

অর্থ : মূসা তাঁর জাতিকে বলেছিল : আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং সবর ও দৃঢ়তা অবলম্বন করো। পৃথিবীর মালিক হলেন আল্লাহ্। তিনি তাঁর বান্দাহ্দের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানাবেন। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যেই নির্দিষ্ট রয়েছে।' (সূরা আল আ'রাফ : আয়াত ১২৮)

অর্থাৎ এই পৃথিবীর মালিকতো আল্লাহ। তাঁর বান্দাহ্দের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, তিনি এই পৃথিবীর মালিক বানিয়ে দেন। সুতরাং তাঁর কাছে সাহায্য চাও এবং তাঁর প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার উপর অটল অবিচল থাকো। তোমরা যদি সবর ও তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করতে পারো, তবে অবশেষে তোমরাই পৃথিবীর খেলাফত লাভ করবে।

মুমিন আসলে সবর ও শোকরের মূর্ত প্রতীক হয়ে থাকে। ফলে ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই সে সাফল্য ও সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। রসূলে আকরাম সা. বলেন :

عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهٗ كُلَّهٗ لَهٗ خَيْرٌ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهٗ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهٗ.

অর্থ : মুমিনের কাজকর্ম অতিশয় সৌন্দর্যমন্ডিত। তার প্রতিটি নীতি ও আচরণ তার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনে। সে যখন কোনো অনুগ্রহ লাভ করে আনন্দিত হয়, তখন সে শোকর আদায় করে, আর এটা তার জন্যে কল্যাণকর। সে যখন বিপদ, মুসীবত ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তখনো সবর অবলম্বন করে। আর এটাও হয় তার জন্যে কল্যাণবহ।' (মুসলিম)

www.pathagar.com

● দান

দানশীলতা ইসলামের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা। আল্লাহ্ মানুষকে যেসব নিআমত দান করেছেন, তা থেকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে কুরবানী করাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে দান করা বা ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ্।

ত্যাগ ও কুরবানী ছাড়া পৃথিবীতে কোনো ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যও হাসিল করা যায়না। সুতরাং পৃথিবীতে ইসলামের ঝান্ডা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো আর পরকালের চিরন্তন সুখের জান্নাতে প্রবেশ করাতো কিছুতেই ত্যাগ ও কুরবানী ছাড়া সম্ভব হতে পারেনা। শুধু মুসলিম উম্মাহ কেন, পৃথিবীর কোনো জাতিই ত্যাগ ও কুরবানী ছাড়া ইজ্জত লাভ করতে পারেনা। আর পৃথিবীর সামান্য মর্যাদা লাভ যদি ত্যাগ ও কুরবানী সাপেক্ষ হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে এটাতো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে, আখিরাতের মুক্তি ও চিরন্তন নি'আমত লাভ করতে হলে অবশ্যি মানুষকে জীবনের সর্বোচ্চ কুরবানী পেশ করতে হবে। কুরআন বলে :

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. (التوبة : ١١١)

অর্থ : আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।' (সূরা আত তাওবা : আয়াত ১১১)

আল্লাহর নি'আমত ও অনুগ্রহরাজি লাভ করার পরও যে ব্যক্তি তা থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করেনা বরং গুণে গুণে সম্পদের পাহাড় জমাতে থাকে, সে কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাত লাভ করতে পারেনা :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِنِ الَّذِى جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهٗ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗ اَخْلَدَهٗ. (الهمزه : ٣-١)

অর্থ : ধ্বংস, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে যে (সামনা সামনি) লোকদের গালাগাল করতে আর (পিছে) দোষ প্রচার করতে অভ্যস্ত, যে ধন সম্পদ সঞ্চয় করেছে এবং তা গুণে গুণে পুঞ্জিভূত করেছে। সে মনে করে, তার ধনসম্পদ চিরকাল তার কাছে থাকবে।' (সূরা হুমাযা : আয়াত ১-৩)

পৃথিবীর ধনদৌলত এবং সুখ সম্ভোগ মানুষের পথভ্রষ্ট হবার একটি বড় কারণ। দুনিয়া পূজারী আল্লাহ পূজারী হতে পারেনা এবং পরকালীন সৌভাগ্য লাভকে সে জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করতে পারেনা। এমন ব্যক্তি মানুষের অধিকারও আদায় করতে পারেনা। সেতো তার চূড়ান্ত জীবনের

www.pathagar.com

লক্ষ্যে এই পৃথিবীকে ভোগ করার জন্যে যে কোনো অপরাধ করতে পরোয়া করেনা, পরোয়া করেনা মানুষের অধিকার হরণ করতে। রসূলে আকরাম সা. বলেছেন :

وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَانَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ. (مسلم)

অর্থ : তোমরা লোভ থেকে মুক্ত থাকো। কারণ লোভ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংস করেছে। তাদেরকে রক্তপাত করতে এবং হারামকে হালাল করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।' (সহীহ মুসলিম)

পার্থিব স্বার্থ এবং সুখ সম্ভোগ ত্যাগ করতে না পারলে যেমন মানুষের আত্মশুদ্ধি হতে পারেনা, তেমনি আল্লাহর পথে দু'টি কদমও অগ্রসর হতে পারেনা। কুরআন স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে, যারা আল্লাহ প্রদত্ত অর্থসম্পদ থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে, তারাই কুরআন থেকে হিদায়াত লাভ করবে :

الٓمٓ. ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ. الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

অর্থ : আলিফ লাম মীম। এ হচ্ছে (আল্লাহর) কিতাব। এতে কোনো প্রকার সন্দেহ সংশয় নেই। এটা মুত্তাকীদের জন্যে পথনির্দেশ (হিদায়াত) এবং যারা অদৃশ্যে ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে এবং আমার দেয়া জীবিকা থেকে (আমার পথে) ব্যয় করে।' (সূরা আল বাকারা : আয়াত ১-৩)

রসূলে আকরাম সা. বলেছেন :

يَاابْنَ اٰدَمَ اَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَّكَ وَاِنْ تُمْسِكْهُ شَرٌّ لَّكَ وَلَاتُلَامُ عَلٰى كَفَافٍ وَابْدَءْ بِمَنْ تَعُوْلُ. (مسلم)

অর্থ : হে আদম সন্তান! প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থসম্পদ দান করে দাও, এটা তোমার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সম্পদ যদি জমা করে রাখো, তবে তা তোমার জন্যে অকল্যাণ বয়ে আনবে। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় অর্থসম্পদ রেখে দিলে তিরস্কৃত হবেনা। যাদের ভরণ পোষণের দায়দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে, ব্যয় তাদের থেকে আরম্ভ করো।' (সহীহ মুসলিম)

সাধারণ লোকদের ধারণা, অর্থ সম্পদের অধিকারী লোকদের জীবন সার্থক হয়েছে। আসলে এ ধারণাটা ভুল। রসূলে করীমের ভাষণ অনুযায়ী অর্থশালীরা ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। অবশ্য যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে,

www.pathagar.com

তাদের কথা ভিন্ন :

عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ انْهَيْتُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَانِى قَالَ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ. وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْتَ فِدَاكَ اَبِى وَاُمِّى مَنْ هُم قَالَ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ اَمْوَالاً اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيْلٌ مَاهُمْ. (بخارى، مسلم)

অর্থ : আবু যর রা. বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি নবী করীম সা.-এর নিকট পৌঁছলাম। তখন তিনি কা'বার ছায়ায় বসেছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, 'কা'বার মালিকের শপথ! ঐসব লোক ধ্বংসের মধ্যে রয়েছে।' আমি বললাম, 'আমার বাবা মা আপনার জন্যে কুরবান হোক, তারা কারা?' তিনি বললেন : অর্থ সম্পদের অধিকারীরা ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা নয়, যারা এভাবে দান করে নিজেদের সামনে পিছে, ডানে বামে। তবে এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম।' (বুখারি, মুসলিম)

● যবানের হিফাযত

মানুষ তার যবানে অর্থাৎ মুখে বা কথায় যতো পাপ করে, অন্য কোনো অংগ প্রত্যঙ্গ দিয়ে সম্ভবত এতো পাপ করেনা। ভ্রান্ত ও দায়িত্বহীন কর্তাবার্তা দ্বারা সীমাহীন ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি হয়ে থাকে। ঝগড়া বিবাদ এবং যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটে থাকে। বাজে কথার মাধ্যমে মানুষের নৈতিক চরিত্রে অধপতন আসে। বুঝেসুঝে যোগ্যতার সাথে সচেতনভাবে সে কাজ করতে পারেনা। এ কারণেই নবী করীম সা. যবানের হিফাযতের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَصْمُتْ.

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেনো উত্তম কথা বলে নতুবা যেনো চুপ থাকে।' (বুখারি, মুসলিম)

কতো উত্তম কথা বলেছেন আল্লাহর রসূল সা. হয় ভালো কথা বলবে, না হয় চুপ থাকবে। তিনি আরো বলেছেন :

اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ لَايُلْقِىْ لَهَا بَالاً يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَاِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لَايُلْقِىْ لَهَا بَالاً يَهْوِىْ بِهٖ جَهَنَّمَ. (بخارى)

www.pathagar.com

অর্থ : বান্দাহ আল্লাহর সন্তোষ লাভকারী কথাবার্তা বলে, কিন্তু সেটাকে গুরুত্ব দেয় না, অথচ এর মাধ্যমেই আল্লাহ্ তাকে মর্যাদা দান করেন। আবার কখনো বান্দাহ আল্লাহর অসন্তোষ লাভকারী কথাবার্তা বলে বেপরোয়াভাবে, অথচ এর ফলেই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (সহীহ বুখারি)

কথাবার্তা যে মানুষের জন্যে কতোটা কল্যাণবহ আবার কতোটা ভয়াবহ, অপর একটি হাদিস থেকেও আমরা সেকথা জানতে পারি :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهَ عَلَيْه وَسَلَّمَ اَتَدْرُوْنَ مَااَكْثَرَمَايُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةِ تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ اَتَدْرُوْنَ مَااَكْثَرَ مَايُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ الْاَجْوفَانِ الْفَمُ وَالْفَرْجُ.

(ترمذى، ابن ماجه)

অর্থ : আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: কোন্ কারণে মানুষ সচাইতে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তা কি তোমরা জানো? তাহলো, আল্লাহর ভয় এবং সুন্দর নৈতিক চরিত্র। কোন্ কারণে মানুষ সবচাইতে বেশি জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তা কি তোমরা জানো? তাহলো, মুখ এবং লজ্জাস্থানের (অন্যায়) ব্যবহার।' (তিরমিযি)

আরেকটি হাদিসে আল্লাহর রসূল সা. বলেন :

مَنْ يَضْمَنْ لِّىْ مَابَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَابَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

অর্থ : যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মাঝখানের বস্তু এবং দুই উরুর মাঝখানের বস্তুর জামিন হতে পারবে, আমি তার জান্নাতের জামিন হবো।' (সহীহ বুখারি)

হাদিস দু'টি থেকে পরিষ্কার হলো, যবান ও যৌনাংগের হিফাযতের মাধ্যমে মানুষ কেবল অসংখ্য পাপ থেকেই রক্ষা পায়না, সেই সাথে বলিষ্ঠ নৈতিক চরিত্রেরও অধিকারী হয়, যার শুভ ফল হচ্ছে জান্নাত। পক্ষান্তরে এই দু'টি অংগের অন্যায় প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ কেবল গীবত, মিথ্যা, বিদ্রুপ, চোগলখুরী, অপবাদ, গালাগাল, অভিশাপ প্রদান এবং জিনা ব্যভিচারের দায়েই দায়ী হয়না, বরঞ্চ এসব কারণে সে অসৎ চরিত্র এবং পাপিষ্ঠেও পরিণত হয়। আর এসবের অশুভ পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম।

www.pathagar.com

৫

আদর্শ পরিবার গঠন

● প্রিয়জনদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান

স্ত্রী ও সন্তান সন্তুতি মানুষের সবচাইতে প্রিয় সম্পদ। মানুষের চিরন্তন আকাংখা তার প্রিয়তমরা, তার স্নেহাস্পদরা সুখে থাকুক। তাদের সুখের জন্যে সে নিজে দু:খ ভোগ করে। তাদের শান্তির জন্যে সে দিন রাত পরিশ্রম করে। তাদের জীবনেক সুন্দর করার জন্যে সে তার সমস্ত শক্তিকে নিশেষ করে তোলে। তাদের কল্যাণের জন্যে সে অকাতরে নিজের সম্পদ, এমনকি জীবন পর্যন্ত কুরবানী করে। করবেনা কেন? সে যে তাদের পরম ভালবাসে!

একথাগুলো যদি সত্য হয়, আর নিসন্দেহে এগুলো সত্য ও বাস্তব কথা, তবে একথাও সত্য যে, একজন মুমিন তার প্রিয়তমদের বাদ দিয়ে একা একা মহাসত্যের পথে চলতে পারেনা। তার স্ত্রী, সন্তান সন্তুতি, মা বাপ, ভাই বোন - এরাও আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হোক, এটাই হয়ে থাকে তার আন্তরিক কামনা।

সে চায়, যে জীবন পদ্ধতিকে সে দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্যের গ্যারান্টি মনে করে, তারাও সে অনুযায়ী জীবন যাপন করুক। চব্বিশ ঘন্টা সে যে মহান মালিককে খুশি করার জন্যে ব্যস্ত থাকে, তারাও তাঁকে খুশি করার কাজ করুক। সে যে মহান মনিবের অনুগ্রহ লাভের আকাংখী, তারাও তাঁর অনুগ্রহ লাভে ধন্য হোক। সে যে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির চিন্তায় পেরেশান, তারাও তা থেকে মুক্তি লাভের চিন্তায় পেরেশান হোক। সে যে জান্নাত লাভের আকাংখায় উদ্বেলিত, তারা তার জন্যে সম্মোহিত হোক এবং আখিরাতের আদালতে পরিবারের সবাই মিলে জান্নাতের শুভ সংবাদ লাভ করুক। সে বিনয়ী হৃদয় নিয়ে মহান মালিকের দরবারে বার বার আকুতি জানায়:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا. (الفرقان : ٧٤)

www.pathagar.com

অর্থ : প্রভু! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের দ্বারা আমাদের চক্ষুর শীতলতা দান করো আর আমাদেরকে মুত্তাকী লোকদের ইমাম ও অগ্রণী বানাও।' (সূরা আল ফুরকান : আয়াত ৭৪)

অর্থাৎ আমাদের পরিবার পরিজনরা দ্বীনের সত্যিকার অনুসারী হোক, সত্যের জন্য ত্যাগী হোক, তাদের খোদানুগত্য ও খোদাভীরুতা দেখে আমাদের চক্ষু শীতল হোক, আমাদের ঘর মুত্তাকী লোকদের ঘর হোক এবং তাকওয়ার পথে যেনো আমরা চলি সবার আগে।

এই প্রিয়তমদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্যে আল্লাহ মর্মস্পর্শী তাকিদ করেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا قُوا اَنفُسَكُم وَاَهلِيكُمْ نَارًا وَّقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ عَلَيهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّايَعصُونَ اللّهَ مَااَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ مَايُؤمَرُونَ. (التحريم : ٦)

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! নিজেকে এবং নিজ পরিবারবর্গকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানী হবে মানুষ আর পাথর। সেখানে অত্যন্ত রুক্ষ স্বভাবের ফেরেশতারা নিয়োজিত থাকবে। তারা কখনো আল্লাহর হুকুমের ব্যতিক্রম করেনা। আর যে হুকুমই তাদের দেয়া হয়, তারা তা ঠিক ঠিক পালন করে।' (সূরা আততাহরীম : আয়াত ৬)

কুরআনের ভাষণ থেকে আমরা বুঝলাম, আত্মসংশোধনের সাথে সাথে পরিবারবর্গকে সংশোদনের চেষ্টা করা মুমিনদের দায়িত্ব। তার দুর্বলতার জন্যে যদি তার পরিবারের লোকজন দীনের পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তবে তাকে আদালতে আখিরাতে কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। রসূলে করীম সা. বলেন :

اَلاَكُلُّهُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ .... فَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهلِ بَيتِه وَهُوَ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَالْمَرْءَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيتِ زَوجِهَا وَوَلَدِهٖ وَهِىَ مَسئُولَةٌ عَنهُمْ. (بخارى، مسلم)

অর্থ : তোমাদের প্রত্যেকেই যিম্মাদার। আর প্রত্যেককেই তার যিম্মাদারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। --- পুরুষ তার পরিবার পরিজনের যিম্মাদার। তাকে তার যিম্মাদারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের ও সন্তানদের ব্যাপারে যিম্মাদার। তাকে তার যিম্মাদারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' (বুখারি, মুসলিম)

www.pathagar.com

● প্রিয়জনদের জন্যে রসূলুল্লাহর পেরেশানি

নবুয়্যত লাভের পর মুহাম্মদ সা. সর্বপ্রথম তার স্ত্রী খাদিজা রা.-কে এর সংবাদ প্রদান করেন। খাদিজা রা. এ সংবাদ শুনে কেবল ঈমানই আনেননি বরং বুদ্ধি, পরামর্শ, সম্পদ ও সাথিত্ব দিয়ে তিনি তাকে অনুপম সহযোগিতা করেছেন। তাঁর সব কন্যাই ঈমান এনে দীনের উত্তম অনুসারী হিসেবে জীবন যাপন করেন।

আল্লাহ তা'আলা যখন রসূল সা.-এর প্রতি এই আয়াত নাযিল করেন :

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ. (الشعراء : ٢١٤)

অর্থ : তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করো।' (সূরা আশশূয়ারা ঃ আয়াত ২১৪)

তখন সাথে সাথেই তিনি তাদেরকে ডেকে এক আল্লাহর দাসত্ব করার এবং তাঁর আযাবকে ভয় করার আহ্বান জানান :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ دَعَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوْا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِشْتَرُوْا اَنْفُسَكُمْ لَاُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَابَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لَاُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَاصَفِيَّةَ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَاُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَافَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِىْ مَاشِئْتِ مِنْ مَالِىْ لَاُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا. (بخارى، مسلم)

অর্থ : আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন 'ওয়া আন্‌যির আশীরাতাকাল আকরাবীন' আয়াতটি নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ সা. কুরাইশদের ডাকলেন। এতে তাদের বিশেষ ও নির্বিশেষ সবাই একত্র হয়। তিনি তখন তাদের সম্বোধন করে বলেন : হে কুরাইশের লোকেরা! তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবোনা। হে বনী আবদে মানাফ, আমি আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারবোনা। হে আল্লাহর রসূলের ফুফু সুফিয়া, আল্লাহর শাস্তি থেকে আপনাকে আমি বাঁচাতে পারবোনা। ওগো মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা, আমার সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা তুমি চেয়ে নাও। কিন্তু আল্লাহর আযাব থেকে আমি তোমাকে কিছুমাত্র বাঁচতে পারবোনা।' (বুখারি, মুসলিম)

খাদিজা রা.-এর মৃত্যুর পর রসূলে আকরাম সা. বেশ কয়েকজন মহিলাকে

www.pathagar.com

বিয়ে করেন। এঁরা সবাই ছিলেন একনিষ্ঠ ঈমানের অধিকারী, তাঁরা সরাসরি নবী করীম সা. থেকে দীনের শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন। আল্লাহর বন্দেগিই ছিলো তাঁদের জীবনের আসল কাজ। একবার তাঁরা রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এমন কিছু চান, যা ছিলো তাঁর সামর্থের বাইরে। এতে তিনি মনোকষ্ট পান। ফলে কিছুদিন তিনি তাঁদের থেকে দূরে থাকেন। এমতাবাস্থায় প্রায় মাসেক কাল পর তাঁর প্রতি অহী নাযিল হয় :

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً، وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا، يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝ وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا. يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا. وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ، اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا.

(الاحزاب : ٢٨-٣٤)

অর্থ : হে নবী! তোমার স্ত্রীদের বলো : তোমরা যদি দুনিয়া ও দুনিয়ার চাকচিক্যই পেতে চাও, তবে এসো, আমি তোমাদের কিছু দিয়ে ভালোভাবে বিদায় করে দিই। আর যদি আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং পরকালের ঘর পেতে চাও, তবে জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে যারা মুহসিনা, তাদের জন্যে আল্লাহ বিরাট পুরস্কারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।' হে নবীর স্ত্রীরা! তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোনো স্পষ্ট লজ্জাকর কাজ করবে, তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহর পক্ষে এ কাজ অতি সহজ। আর তোমাদের মধ্যে যেই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে এবং নেক আমল

www.pathagar.com

করবে, তাকে আমরা দ্বিগুণ প্রতিফল দান করবো। আর তার জন্যে আমরা সম্মানজনক জীবিকা তৈরি করে রেখে দিয়েছি। হে নবীর স্ত্রীরা! তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো, তবে কথা বলার সময় লালিত্য অবলম্বন করোনা, যাতে দুষ্টমনের কোনো ব্যক্তি লালসা করতে পারে। বরং সোজাসুজি স্পষ্ট ভাষায় কথা বলো। নিজেদের ঘরে অবস্থান করো। পূর্বতন জাহেলি যুগের মতো সাজগোজ প্রদর্শন করে বেড়াবেনা। সালাত কায়েম করো। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো। হে নবীর ঘরের লোকেরা! আল্লাহ চান, তোমাদের থেকে অপরিচ্ছন্নতা দূর করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র করে দেবেন। আল্লাহ্র আয়াত ও হিকমতপূর্ণ যেসব কথা তোমাদের শুনানো হয়, সেগুলো স্মরণ রেখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও অভিজ্ঞ।' (সূরা ৩৩ আল আহ্যাব : আয়াত ২৮-৩৪)

নবী করীম সা. আয়াতগুলো পবিত্র স্ত্রীগণের একে একে প্রত্যেককে গিয়ে শুনান। তাঁরা প্রত্যেকেই আল্লাহ ও রসূলের পূর্ণ অনুগত থেকে দীনের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করে রসূলের ঘরে জীবন যাপন করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে, দীন বুঝার ক্ষেত্রে, দীনের অনুসরণের ক্ষেত্রে এবং দীনের মুখপত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে তাঁরা আদর্শ ভূমিকা পালন করেন।

মুমিনদের স্ত্রীদের কেমন হওয়া উচিত, এ আয়াতগুলোতে সেই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে। কারণ রসূলুল্লাহর স্ত্রীরাতো ছিলেন সমস্ত মুমিন নারীর আদর্শ। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে জীবন যাপনের যে প্রোগ্রাম দিয়েছেন, তা মূলত সমস্ত মুসলিম নারীর জন্যেই। তাই এ আয়াতগুলোর পর পরই সত্যিকার মুমিন পুরুষ ও নারীদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে এ ভাষায় :

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا. (الاحزاب : ٣٥)

অর্থ : যেসব পুরুষ ও নারী মুসলিম, মুমিন, আল্লাহর অনুগত, সত্যপথের পথিক, ধৈর্যশীল, আল্লাহ্র সামনে অবনত, সাদাকা প্রদানকারী, রোযা

www.pathagar.com

পালনকারী, স্বীয় লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী এবং আল্লাহ্‌কে অধিকমাত্রায় স্মরণকারী, আল্লাহ অবশ্যি তাদের জন্যে ক্ষমা এবং অতি বড় পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।' (সূরা আল আহ্‌যাব : আয়াত ৩৫)

এই আয়াতগুলো থেকে একথাও পরিষ্কার হলো, দীন পালনের ক্ষেত্রে নারীদেরকে পুরুষদের চেয়ে পিছে পড়ে থাকতে নেই। মুমিনরা তাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্তুতিকে কোন্ সব গুণাবলীর অধিকারী বানাবে আর কোন্ সব রীতিনীতির প্রশিক্ষণ তাদের প্রদান করবে, আয়াতগুলো থেকে তাও পরিষ্কার হলো।

● সন্তানদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলুন

সন্তানদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম রীতিধারার নমুনা পাওয়া যায় লোকমান কর্তৃক তাঁর পুত্রকে প্রদত্ত উপদেশে। কুরআন মজীদ সে উপদেশের কথা এভাবে উল্লেখ করেছে :

وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِاِبْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ
وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَفِصَالُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ
اِلَىَّ الْمَصِيْرُ، وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ
عِلْمٌ فَلَاتُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ
مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-
يٰبُنَىَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ
اَوْفِى السَّمٰوٰتِ اَوْفِى الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ
خَبِيْرٌ، يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ، وَلَاتُصَعِّرْ خَدَّكَ
لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ
فَخُوْرٍ- وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ
الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ- (لقمان : ١٣-١٩)

অর্থ : স্মরণ করো! লোকমান যখন তার পুত্রকে উপদেশ দিচ্ছিল, তখন সে বলেছিল, পুত্র আমার! আল্লাহ্‌র সাথে কাউকেও শরীক করোনা। কারণ,

www.pathagar.com

শিরক আসলেই বিরাট অন্যায় ও যুল্‌মের কাজ। আরো সত্য কথা হলো, আমরা মানুষকে তাদের পিতামাতার অধিকার বুঝার জন্যে নিজ থেকেই তাকিদ করেছি। তার মা কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করে তাকে পেটে বহন করেছে। আর দু'টি বছর লেগেছে তাকে দুধ ছাড়াতে। (এ কারণেই আমরা তাকে নসীহত করেছি যে) আমার শোকর আদায় করো আর তোমার পিতামাতার। আমারই দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। কিন্তু তারা (পিতামাতা) যদি আমার সাথে কাউকেও শরীক করার জন্যে, যার সম্পর্কে তোমার কিছু জানা নেই, চাপ দেয়, তবে তাদের কথা কিছুতেই মেনে নিয়োনা। দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে থাকো। কিন্তু অনুসরণ করবে সেই লোকদের পথ যারা আমার দিকে ফিরে আছে। পরে তোমাদের সকলকেই আমার দিকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের জানাবো, তোমরা কে কি রকম কাজ করেছিলে। (আর লোকমান বলেছিল) পুত্র আমার! কোনো জিনিস যদি রেণুকণার মতোও ক্ষুদ্র হয়, কোনো প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে কিংবা আকাশ মণ্ডলে বা পৃথিবীতে কোথাও তা লুক্কায়িত থাকে, আল্লাহ তাকেও বের করে আনবেন। তিনিতো সূক্ষ্মদর্শী ও সর্ববিষয়ে অবহিত। হে পুত্র! সালাত কায়েম করো, সৎকাজের আদেশ করো, গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করো আর যে বিপদই আসুকনা কেন, তাতে ধৈর্য ধারণ করো। একথাগুলো এমন, যে বিষয়ে খুব তাকিদ করা হয়েছে। লোকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলোনা। যমীনের উপর অহংকারের সাথে চলাফেরা করোনা। আল্লাহ কোনো আত্মঅহংকারী দাম্ভিক ব্যক্তিকে পছন্দ করেননা। নিজের চালচলনে মধ্যম পন্থা অলম্বন করো। আর নিজের কণ্ঠস্বর কিছুটা খাটো রাখো। কারণ সব শব্দের মধ্যে গর্দভের শব্দই হলো সবচাইতে কর্কশ।' (সূরা লোকমান : আয়াত ১৩-১৯)

❖

www.pathagar.com

৬

ইসলামের দাওয়াত দান

● মানুষকে আল্লাহর পথে আনার জন্যে চাই পেরেশানি

মানুষ চায়, সে যে জিনিসকে সত্য এবং সাফল্যের চাবিকাঠি মনে করে, সব লোকই সেটাকে সত্য এবং সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে গ্রহণ করুক। এটাই মানুষের স্বভাব, প্রকৃতি। একজন মুসলিম ইসলামকে সত্য জীবন বিধান এবং পরকালীন সাফল্যের একমাত্র গ্যারান্টি মনে করে। তাই সে নিজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতি জনদের কাছে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরার জন্যে পেরেশান হয়ে পড়ে।

এটাই মুমিন জীবনের বৈশিষ্ট। মনের পেরেশানি নিয়ে সে একেক জনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। সাধ্যমতো ইসলামের পরিচয় তুলে ধরবার চেষ্টা করে। দুনিয়া ও পরকালীন সাফল্যের পথ দেখাবার চেষ্টা করে। অন্তরের অন্তস্থল থেকে তাকে আবেদন জানায় ইসলামের পথে চলার, কল্যাণের পথে আসার। এই দৌড়াদৌড়িতে যদি সে সফল হয়, আনন্দে অবনত মস্তকে আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। কিন্তু কেউ যদি তার আবেদনে সাড়া না দেয়, তার অন্তর দু:খ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। যেনো তার কোনো প্রিয়তম বস্তু খোয়া গেছে।

নবী করীম সা.-এর যুগের দিকে তাকালে দেখা যায়, তখন কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথেই ইসলামের মুবাল্লিগ (প্রচারক) হয়ে যেতেন। নবুয়তের প্রাথমিক যুগের পরিবেশ এতোটা বিরোধী ছিলো যে, প্রকাশ্যে নামায পড়া কঠিন ছিলো আর ইসলাম গ্রহণ করার ঘোষণা দেয়া ছিলো নিজেকে নেকড়ের পালে নিক্ষেপ করার নামান্তর। এ সত্ত্বেও সেসময় যারা ইসলাম গ্রহণ করতেন, অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও ইসলামের দাওয়াত দানের কাজে আত্মনিয়োগ করতেন। কারণ তাদের ঈমান ও বিশ্বাস তাদের ব্যাকুল করে তুলতো।

রসূলুল্লাহ সা. রাতদিন ইসলামের দাওয়াত দানের কাজে নিমগ্ন থাকতেন।

www.pathagar.com

কিন্তু যখন লোকেরা তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেয়ার পরিবর্তে বিদ্রূপ, তিরস্কার ও বিরোধিতার ভূমিকায় প্রচণ্ডতা অবলম্ব করলো, তখন তিনি দারুণ মনোকষ্ট পান :

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا. (الكهف : ٦)

অর্থ : তারা যদি এই বিষয়ের প্রতি ঈমান না আনে। সম্ভবত তুমি তাদের জন্যে দু:খের আঘাতে নিজের জীবনটাকেই হারিয়ে ফেলবে।' (সূরা আল কাহাফ : আয়াত ৬)

একজন মুমিন ব্যক্তি মানুষের প্রতি খুবই দয়ালু ও স্নেহময় হয়ে থাকে। একজন দু:খী মানুষকে দেখলে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেন এবং তার দু:খ দূর করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এটাই মুমিনের বৈশিষ্ট এবং তার দীনের শিক্ষা। মুমিন স্বচোখে দেখছে, অসংখ্য মানুষ যুল্ম, ফাসাদ, ফিস্ক, কুফর, শিরক ও নাস্তিকতার ধ্বংসাত্মক পথে চলছে। চলছে জাহান্নামের ভয়াবহ গহ্বরের পথে। শুধু তাই নয়, নিজেদের অন্যায় দুর্নীতির কারণে দুনিয়াতেই তারা আল্লাহর গজবের উপযুক্ত হয়ে পড়ছে।

এই অবস্থা দেখে মুমিন ব্যাকুল হয়ে উঠে। তার রাতের ঘুম আর দিনের বিশ্রাম বিদায় নেয়। একেকজন লোককে ধরে তিনি আল্লাহর ভয়াবহ আযাব থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন। আসলে দুনিয়া ও আখিরাতে নিজেকে আল্লাহর গজবে নিক্ষেপ করার চাইতে বড় বিপদ মানুষের জন্যে আর কিছু হতে পারেনা। আর মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের ধ্বংস থেকে উদ্ধার করার চাইতে বড় মানবসেবা আর কিছু হতে পারেনা। রাসূলে আকরাম সা. বলেন :

مَثَلِىْ كَمَثَلِ رَجُلِ نِ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَاحَوْلَهَا جَعَلَ الْفِرَاشَ وَهٰذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِىْ تَقَعُ فِى النَّارِ يَقَعْنَ فِيْهَا وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهٗ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيْهَا فَاَنَا اٰخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَاَنْتُمْ تَقَحَّمُوْنَ فِيْهَا. (بخارى، مسلم)

অর্থ : আমার উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মতো, যে আগুন জ্বালালো, সে আগুনে চারপাশ আলোকিত হয়ে উঠলো আর যেসব পতংগ আগুনে আত্মাহুতি দেয়, সেগুলো এসে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। লোকটি কীট পতংগুলোকে বাধা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ওরা তার বাধা অমান্য করে আগুনে ঝাঁপ দিতে থাকে। ঠিক সেরকম, আমি তোমাদের কোমরে

www.pathagar.com

জড়িয়ে ধরে দোযখ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। অথচ তোমরা দোযখে ঝাঁপিয়ে পড়ছো।' (বুখারি, মুসলিম)

একজন সত্যিকার ইসলামের দা'য়ীর অবস্থা ও চেষ্টা সাধনা আর লোকদের অজ্ঞতার কী উত্তম চিত্র আঁকা হয়েছে এ হাদিসে!

কিন্তু ব্যাপার এতোটুকুই নয়। আল্লাহ তা'আলা যখন অতীতের উম্মতদের হিদায়াতের আলো দেখিয়েছেন, তখন তাদের কাছ থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তারা মানব জাতির কাছে আল্লাহর কিতাবের শিক্ষা পৌছে দেবে এবং কখনো তা গোপন করবেনা। আহ্‌লে কিতাবদের কথা আলোচনা প্রসংগে কুরআন বলে :

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَاتَكْتُمُوْنَ فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً فَبِئْسَ مَايَشْتَرُوْنَ. (ال عمران : ٨٧)

অর্থ : আহ্‌লে কিতাবদের স্মরণ করিয়ে দাও সেই ওয়াদার কথা, যা আল্লাহ্ তাদের থেকে গ্রহণ করেছেন। তা ছিলো এই যে, তোমাদেরকে কিতাবের শিক্ষা ও ভাবধারা লোকদের মধ্যে প্রচার করতে হবে এবং তা গোপন করে রাখতে পারবেনা। কিন্তু তারা কিতাবকে পেছনের দিকে ফেলে রেখেছিল এবং সামান্য মূল্যে বিক্রয় করেছে। তারা এগুলো যা করছে, তা কতোইনা মন্দ কাজ।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৮৭)

● উম্মতে মুহাম্মদির দাওয়াত দানের দায়িত্ব

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর অনুসারীদেরকে আহলে কিতাবদের ওয়াদার কথা জানিয়ে দেবার কারণ হলো, তারা যেনো ওদের নীতির পুনরাবৃত্তি না করে। আল্লাহর কিতাবের শিক্ষা ও তাঁর দীনের আহ্বান যেনো মানব জাতির কাছে হুবহু পৌছে দিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি না করে। মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআন বলে :

وَالْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. (ال عمران : ١٢٤)

অর্থ : তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যি থাকতে হবে, যারা নেকী ও মঙ্গলের দিকে ডাকবে। ভালো ও সত্য কাজের নির্দেশ দেবে। আর পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। যারা এই কাজ করবে, তারাই সার্থকতা লাভ করবে।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১০৪)

www.pathagar.com

আয়াতটি থেকে দু'টি কথা পরিষ্কার হলো। একটি হলো, মানব জাতিকে ইলামের দিকে ডাকা, নেকী ও কল্যাণের নির্দেশ দেয়া এবং অন্যায় ও অকল্যাণ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্যে মুসলিম উম্মাহর উত্থান ঘটানো হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হলো, উপরোক্ত কাজগুলো করলেই কেবল মুসলমানরা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও কামিয়াবী লাভ করতে সক্ষম হবে।

নবী করীম সা. তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছিলেন :

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

অর্থ : উপস্থিত ব্যক্তিরা যেনো অনুপস্থিত লোকদেরকে অবশ্যি আমার বাণী পৌঁছে দেয়।'

এ হাদিস থেকে একথা পরিষ্কার হলো, যে ব্যক্তির কাছেই আল্লাহর রসূলের কোনো বাণী পৌঁছবে, মুসিলম হয়ে থাকলে তাকে অবশ্যি সে বাণী অপর লোকদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সাধারণভাবে সকল মুসলমানের প্রতি এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। রসূলে আকরাম সা. বলেন :

بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ اٰيَةً. (بخارى)

অর্থ : আমার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দাও, তা যদি একটি বাক্যও হয়।' (সহীহ বুখারি)

এ হাদিসটি থেকে একথা পরিষ্কার হলো যে, ইসলামের দিকে মানুষকে ডাকার ও আহ্বান করার জন্যে বিরাট কোনো আল্লামা হবার প্রয়োজন নেই। কারো যদি কুরআনের একটি আয়াত বা ইসলামের একটি কথাও জানা থাকে, তবে তিনি সেটাই অপর লোকদের কাছে পৌঁছে দেবেন।

● বিশ্ববাসীর কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব

মুহাম্মদ সা.কে গোটা মানব জাতির জন্যে রসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। তিনি সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোনো নবী পাঠানো হবেনা। কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি এখন কেবল তাঁর প্রতি ঈমান এবং তাঁর আনীত দীনকে জীবন যাপনের বিধান হিসেবে গ্রহণ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

একথা পরিষ্কার যে, রসূলুল্লাহ সা. তাঁর জীবদ্দশায় দুনিয়ার সব মানুষের কাছে ইসলামের আহ্বান পৌঁছিয়ে দিয়ে যেতে পারেননি এবং সে সময় তা পারা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব ছিলনা। তাছাড়া তাঁর মৃত্যুর পর কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যতো মানুষ জন্ম নেবে, তাঁর পক্ষে তাদের কাছেও দাওয়াত পৌঁছানো সম্ভব ছিলনা। তাহলে তাদের মুক্তি ও সাফল্যের কি ব্যবস্থা হবে?

www.pathagar.com

সত্যের আহ্বান তাদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব তাহলে কার?

আসলে কোনো ব্যক্তিকে নবী বা রসূল বানিয়ে পাঠাবার অর্থ এ নয় যে, তাঁর দায়িত্বের গোটা এলাকা ও গোটা সময়ের লোকদেরকে তার একারই দাওয়াত দিতে হবে। বস্তুত কোনো একজন মানুষের পক্ষে এমনটি করা সম্ভব নয়। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. একজন মানুষই ছিলেন। এ কাজ এককভাবে তাঁর পক্ষে করা সম্ভব ছিলনা। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় যতোদূর পর্যন্ত সম্ভব ছিলো, চারদিকের লোকদের দাওয়াত দিয়েছেন। একদল বিরাট সংখ্যক লোক তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করেছেন। তিনি তাদেরকে ইসলামের জ্ঞান দান করেছেন এবং হিকমাহ শিক্ষা দিয়েছেন। অতপর তাঁদের প্রত্যেকের উপর ব্যক্তিগতভাবে এবং সামষ্টিকভাবে সকলের উপর ইসলামের বাণী বিশ্ববাসীর নিকট পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। কুরআন স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে :

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا. (البقرة : ١٤٣)

অর্থ : আর এভাবেই আমরা তোমাদেরকে একটি মধ্যম পন্থানুসারী উম্মত বানিয়েছি, যেনো তোমরা মানবমণ্ডলীর জন্যে সাক্ষী হও এবং রসূল সাক্ষী হয় তোমাদের উপর।' (সূরা আল বাকারা : আয়াত ১৪৩)

অর্থাৎ রসূল যেমন তাঁর বাণী ও চরিত্র দিয়ে তোমাদের কাছে ইসলামের আহ্বান ও আবেদন পৌঁছে দিয়েছেন এবং ইসলামের বাস্তব রূপ তোমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, ঠিক তোমাদের উপরও তেমনি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তোমরা তোমাদের যবান ও চরিত্রের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর নিকট ইসলামের বাস্তবস্বরূপ তুলে ধরবে, আবেদন সৃষ্টি করবে তাদের অন্তরে। সূরা হজ্জে বলা হয়েছে :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ، وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمُ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ، مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ، فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ- (الحج : ٧٨-٧٧)

www.pathagar.com

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! রুকু করো, সিজদা করো, তোমাদের রবের দাসত্ব করো এবং নেকী ও কল্যাণের কাজ করো। আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্যে বাছাই করে নিয়েছেন। দীনের কাজের জন্যে তিনি তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হও। আল্লাহ পূর্বেও তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছিলেন আর এটিতেও (কুরআনেও) যেনো রসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষী হয় আর তোমরা সাক্ষী হও সমস্ত মানব জাতির উপর। অতএব সালাত কায়েম করো। যাকাত দিয়ে দাও। আর আল্লাহ্কে শক্তভাবে ধরো। তিনিই তোমাদের মাওলা। তিনি বড়ই উত্তম মাওলা। বড়ই উত্তম সাহায্যকারী।' (সূরা আল হজ্জ : আয়াত ৭৭-৭৮)

আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার বুঝা গেলো, কেবল রুকূ, সিজদা, নামায ও যাকাতের মতো কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদতের দ্বারাই মুসলমানদের দায়িত্ব সম্পন্ন হয়ে যায়না। বরঞ্চ তাদের বিশ্বমানবতার সামনে সত্যের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়াতে হবে। ইসলামকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে চূড়ান্ত মর্যাদার জিহাদেও অবতীর্ণ হতে হবে। বস্তুত এভাবেই লাভ করা যায় আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা।

আয়াতগুলো থেকে জানা গেলো, মুসলিম উম্মাহর বিরাট দায়িত্ব ও মর্যাদার কথা। আল্লাহ্ তা'আলা গোটা মানব জাতির উপর তাদের ইসলামের সাক্ষী হবার মর্যাদা প্রদান করেছেন। এটা যেমন বিরাট মর্যাদা তেমনি গুরুদায়িত্বও বটে। তাদের আহ্বানে যারা সাড়া দেবেনা, ইসলামের ছায়াতলে যারা প্রবেশ করবেনা, তাদের জন্যে রয়েছে পরকালীন ব্যর্থতা ও জাহান্নাম। আর যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামকে জীবন যাপনের বিধান হিসেবে গ্রহণ করবে, তাদের জন্যে রয়েছে পরম সাফল্য। এই বিরাট মর্যাদা মুসলিম উম্মাহর। কিন্তু দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার গাফলতি প্রদর্শন করলে তাদের জন্যে চরম লাঞ্ছনা এবং কঠিন শাস্তিও রয়েছে। এদিক থেকে এটি বিরাট একটি গুরুদায়িত্বও বটে। আর দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জবাবদিহি করা এক অনিবার্য বিষয়।

এ পর্যায়ে আরেকটি কথা বুঝে নেয়া দরকার। তাহলো, এই আয়াতগুলোর আলোকে বুঝা যায়, দাওয়াতে দীন ও শাহাদাতে হকের সাথে তিন পর্যায়ের লোক জড়িত :

১. রসূল, যিনি ইসলামের দাওয়াত ও সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে একটি উম্মাহ তৈরি করে গেছেন।

www.pathagar.com

২. মুসলিম উম্মাহ্, যাদের উপর রসূল দীনের দাওয়াত ও সত্যের সাক্ষ্য প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন।

৩. তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে 'আননাস'। মুসলিম উম্মাহ্র বাইরে যতো লোক আছে তারা সবাই। অর্থাৎ সর্বপ্রকার অমুসলিম। এদের নিকট মুসলিম উম্মাহকে মৌখিক ও বাস্তব সাক্ষ্যের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে।

মুসলিম উম্মাহ্ হলো দাওয়াত দানকারী আর সমস্ত অমুসলিম দাওয়াত পাওয়ার অধিকারী। নবীগণ যেভাবে মৌখিক ও বাস্তব সাক্ষ্যের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, মুসলিম উম্মাহকেও তাঁদের অনুকরণেই সমগ্র মানবজাতিকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে।

এ প্রসংগে আরেকটি কথা বলা জরুরি। তাহলো, বিভিন্ন কারণে বর্তমানকালে মুসলমানদের মধ্যেও বিরাট হারে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা রয়েছে। তাই যেসব মুসলমান ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেনা, তাদেরকেও দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক জ্ঞান দান করতে হবে। মুসলমানরা আমাদের দীনি ভাই। তাদের মধ্যে কোনো বিকৃতি দেখা দিলে সেটাকে আমাদের জাতীয় বিকৃতি মনে করে অবিলম্বে সংশোধন করা দরকার। এ উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ অপরিহার্য।

কিন্তু অমুসলিমদের কাছে ইসলামের মর্মবাণী পৌঁছে দেয়াই ইসলামী দাওয়াতের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দাবি। যতোক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর সকল অমুসলিমের কাছে ইসলামের দাওয়াত না পৌঁছেছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানরা দাওয়াতী কাজ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেনা। কারণ এটা তাদের উপর আল্লাহ্ প্রদত্ত এক অপরিহার্য দায়িত্ব।

● হিদায়াত করার মালিক আল্লাহ

আরেকটি কথা মনে রাখা দরকার। তাহলো, দাওয়াত কে কবুল করলো আর কে কবুল করলোনা তা দেখার দায়িত্ব দাওয়াত দানকারীর নয়। তার দায়িত্ব আন্তরিকতার সাথে সকলের কাছে ইসলামের সঠিক দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। হিদায়াত দান করার মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে চাইবেন, সে-ই হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আমার আপনার ইচ্ছায় কেউ হিদায়াত লাভ করবেনা, এমনকি নবীর ইচ্ছায়ও নয় :

اِنَّكَ لَاتَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ.

www.pathagar.com

অর্থ : হে নবী! তুমি যাকে চাও হিদায়াত দিতে পারবেনা। বরং আল্লাহ যাকে চান হিদায়াত দান করবেন।' (সূরা আল কাসাস : আয়াত ৫৬)

নবী করীম সা.-এর ঐকান্তিক কামনা এবং সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি নিজ চাচা আবু তালিবকে হিদায়াত দান করতে পারেননি। অথচ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি নবী করীম সা.-কে ছায়া দিয়ে রেখেছিলেন।

আমাদের দাওয়াতের দ্বারা কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে তা আমাদের ব্যর্থতা নয়। বরং যে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো এটা তারই ব্যর্থতা। আর আমাদের দাওয়াতের ফলে যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তার ঈমান ও নেক আমল দ্বারা যেমন সে নিজে কল্যাণ লাভ করবে, ঠিক তেমনি যার দাওয়াতের মাধ্যমে সে ইসলামের পরিচয় পেয়ে এ পথে এসেছে, সেও অনুরূপ সওয়াব লাভ করবে। রসূলে আকরাম সা. বলেছেন :

مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهٗ لَايَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا. (مسلم)

অর্থ : যে ব্যক্তি মানুষকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান জানালো, তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা হিদায়াতের পথে তার অনুসরণ করলো, সে ঐ লোকদের সমপরিমাণ পুরস্কার লাভ করবে। অথচ তাদের পুরস্কার বিন্দুমাত্র কমবেনা।' (সহীহ মুসলিম)

আল্লাহু আকবার! কী মহান পাথেয়। মুবারকবাদ সেইসব লোকদের, যারা এই পাথেয় সংগ্রহ করে।

❖

www.pathagar.com

৭

সুকৃতির আদেশ দুষ্কৃতির প্রতিরোধ

● সুকৃতির আদেশ এবং দুষ্কৃতির প্রতিরোধও করতে হবে

শুধু ইসলামের দিকে মানুষকে ডাকা ও আহ্বান করা দ্বারাই মুমিনের কাজ শেষ হয়ে যায়না। বরং সত্য ও সুকৃতির প্রসার এবং বাতিল ও দুষ্কৃতির নির্মূলের জন্যে স্বীয় প্রভাব প্রতিপত্তি এবং শক্তি সামর্থ প্রয়োগ করাও মুমিনের দায়িত্ব। ঘরে এবং বাইরে মুমিন তার প্রভাব প্রতিপত্তি ও শক্তি সামর্থ অনুযায়ী সত্য ও সুকৃতির হুকুম করবে এবং বাতিল ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধ করবে। মুমিনের দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআন বলে :

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ. (التوبة : ٧١)

অর্থ : মুমিন পুরুষ ও মহিলা পরস্পরের বন্ধু ও সাথি। তারা যাবতীয় ভালো ও সুকৃতির নির্দেশ দেয়। অন্যায় ও পাপ কাজে বাধা দেয়। সালাত কায়েম করে। যাকাত পরিশোধ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে।' (সূরা আত তাওবা : আয়াত ৭১)

আয়াতটি থেকে দু'টো কথা জানা গেলো :

১. সালাত কায়েম করা, যাকাত পরিশোধ করা এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করার সাথে সাথে ন্যায় ও সুকৃতির নির্দেশ দেয়া এবং অন্যায় ও দুষ্কৃতির কাজে মানুষকে বাধা দেয়াও মুমিনদের মৌলিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

২. এ দায়িত্ব পুরুষদের মতো মহিলাদের উপরও বর্তিয়েছে।

সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে :

كُنْتُمْ خَيْرًا اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ

www.pathagar.com

عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ. (ال عمران : ١١)

অর্থ : এখন তোমরা বিশ্বের সর্বোত্তম দল, যাদেরকে মানুষের হিদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্যে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা উত্তম কাজের আদেশ করো, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখো এবং আল্লহ্‌র প্রতি ঈমান রক্ষা করে চলো।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১১০)

আয়াতটি থেকে স্পষ্ট হলো, মুসলিম উম্মাহ সর্বোত্তম মানব দল। মানুষের হিদায়তের জন্যে তাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। উত্তম কাজের আদেশ করা এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখার কর্মসূচি তাদেরকে দেয়া হয়েছে। রসূলে আকরাম সা. বলেছেন :

مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ. (مسلم)

অর্থ : তোমাদের যে-ই কোনো অন্যায় ও পাপ কাজ হতে দেখবে, সে যেনো হাত (শক্তি) দিয়ে তা নির্মূল করে। এমনটি করার শক্তি না থাকলে যেনো মুখে তার বিরোধিতা করে। তাও যদি করার শক্তি না থাকে, তবে যেনো মনে মনে ঘৃণা করে। আর এটা হলো দুর্বলতম ঈমান।' (মুসলিম)

● সুকৃতির আদেশ এবং দুষ্কৃতির প্রতিরোধ না করার ক্ষতি

উপরের হাদিসটি থেকে জানা গেলো, অন্যায় ও পাপকে শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ ও নির্মূল করাই হচ্ছে বিশুদ্ধ ঈমানের পরিচয়। আসলে অন্যায় ও পাপকে প্রতিরোধ করা না হলে গোটা সমাজ অন্যায় ও পাপে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এরূপ সমাজের উপর অনিবার্য হয়ে পড়ে আল্লাহ্‌র আযাব। আর যে সমাজে আল্লাহ্‌র আযাব নেমে আসে, সে সমাজের সৎ লোকেরাও তা থেকে রক্ষা পায়না। রসূলে করীম সা. বলেন :

اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَاَوْ مُنْكَرًا فَلَمْ يُغَيِّرُ يُوْشَكُ اَنْ يَّعُمَّهُمْ بِعِقَابِهٖ.
(ترمذى، ابن ماجه)

অর্থ : অন্যায় ও দুষ্কর্ম হতে দেখার পরও লোকেরা যদি তা নির্মূল করার চেষ্টা না করে, তবে অচিরেই তারা সবাই আল্লাহ্‌র আযাব দ্বারা পরিবেষ্টিত হবে।' (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

অপর একটি হাদিসের ভাষা নিম্নরূপ :

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَاْمُرُوْنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اَو

لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهٗ وَلاَيُسْتَجَابُ لَكُمْ. (ترمذى)

অর্থ : সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতের মুঠোয় আমার জীবন। তোমরা অবশ্যি সুকৃতির আদেশ করবে এবং অন্যায় ও দুষ্কৃতিতে বাধা দেবে। যদি এমনটি না করো, তবে অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি আযাব নাযিল করবেন। অতপর তোমরা তাঁকে ডাকবে, কিন্তু তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবেনা।' (তিরমিযি)

কোনো সমাজে যদি আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য হতে থাকে আর সেখানে যদি ঐ নাফরমানদের বাধা দেবার জন্যে লোকেরা এগিয়ে না আসে, তবে সেই গোটা সমাজ কিভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, একটি উপমার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সা. তা বুঝিয়েছেন :

مَثَلُ مُدْهِنٍ فِىْ حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا مَثَلُ قَوْمٍ اِسْتَهَمُوْا سَفِيْنَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِى اَعْلاَهَا فَكَانَ الَّذِىْ فِىْ اَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِىْ اَعْلاَهَا فَتَاَذَّوْا بِهٖ فَاَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ اَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ فَاَتَوْهُ فَقَالُوْا مَالَكَ قَالَ فَاَذَّيْتُمْ بِىْ وَلاَبُدَّلِىْ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ اَخَذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَنْجَوْهُ وَنَجُّوْا اَنْفُسَهُمْ وَاِنْ تَرَكُوْهُ اَهْلَكُوْهُ وَاَهْلَكُوْا اَنْفُسَهُمْ. (بخارى)

অর্থ : আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধানের সীমা সম্পর্কে অলসতা অবলম্বনকারী এবং তা লংঘনকারী লোকদের দৃষ্টান্ত হলো ঐ লোকদের মতো, যারা একটি জাহাজে আরোহণের জন্যে লটারি ফেললো এবং লটারির ফল অনুযায়ী কিছু লোক উপর তলায় আর কিছু লোক নিচতলায় আরোহণ করলো। নিচের লোকেরা পানি নিয়ে উপরের লোকদের মাঝে দিয়ে যাতায়াত করায় তারা কষ্ট অনুভব করলো (এবং নিচের লোকদের তাদের ওখান দিয়ে যাতায়াত করতে নিষেধ করে দিলো)। ফলে নিচের লোকেরা কুড়াল নিয়ে জাহাজের তলা ছিদ্র করতে উদ্যত হয়। এতে উপর তলার লোকেরা এসে জানতে চাইল, এ কী করছো? তারা বললো, উপর দিয়ে যাতায়াত করলে তোমরা কষ্ট অনুভব করো অথচ পানি আমাদের লাগবেই। এমতাবস্থায় উপর ভাগের লোকেরা যদি তাদের হাত ধরে থামিয়ে দেয়, তবে তারা তাদেরকেও বাঁচাতে পারে এবং নিজেরাও বাঁচতে পারে। আর তাদেরকে যদি ঐ অবস্থায় ত্যাগ করে, তবে তারা তাদেরকেও

www.pathagar.com

ধ্বংস করলো এবং নিজেরাও ধবংস হলো।' (বুখারি)

চমৎকার উদাহরণ। এ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, সমাজ জীবনে দুষ্কৃতিকারীদের প্রতিরোধ করা না হলে সমাজের ভালো মন্দ সকলেই ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। পক্ষান্তরে অন্যায়কারীকে ঠেকানো হলে সে নিজেও রক্ষা পায় এবং সমাজের অন্য লোকরাও নিরাপদ থাকে।

● সামাজিক প্রতিরোধ ও সহযোগিতা পদ্ধতি চালু করুন

ইসলামী সমাজের মৌলিক দায়িত্ব হলো, এখানে কোনো অন্যায় ও দুষ্কৃতিকে বিস্তার লাভ করতে দেয়া যাবেনা এবং কোনো কল্যাণ ও সুকৃতিকে অবদমিত করা যাবেনা। যেখানেই আল্লাহ্‌র কোনো বিধানের সাথে অবহেলা কিংবা অন্যায় আচরণ করা হবে, সাথে সাথে সেই অন্যায় ও অবহেলার বিরুদ্ধে আমাদেরকে সোচ্চার হতে হবে। বুঝিয়ে শুনিয়ে হোক, প্রভাব খাটিয়ে হোক কিংবা হোক শক্তি প্রয়োগ করে, অন্যায় আমাদেরকে নির্মূল করতেই হবে। নেকী ও কল্যাণকে বিস্তার করতে হবে।

মুসলিম সমাজে মদ, জুয়া, সুদ, ব্যভিচার এবং কোনো প্রকার যুল্‌মকে বিস্তার লাভ করতে দেয়া যাবেনা। এগুলোকে সম্পূর্ণ নির্মূল করতে হবে। মুসলমানদের মধ্যে পারস্পারিক বিবাদ চলতে দেয়া যাবেনা। মসজিদকে সজীব রাখতে হবে। রমযানকে পবিত্র রাখতে হবে। যাকাত দান এবং হজ্জ পালনে সক্রিয় হতে হবে। কেউ কারো অধিকার নষ্ট করতে পারবেনা। মিথ্যা বলা, প্রতিশ্রুতি ভংগ করা, খিয়ানত করা, নির্লজ্জতাকে প্রশ্রয় দেয়াসহ সর্বপ্রকার নাফরমানীর কাজ নির্মূল করতে হবে।

সমাজে যদি আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কোনো কাজ হয়, তবে তা বন্ধ করার জন্যে আমাদের সম্মিলিতভাবে পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করতে হবে। এভাবেই আমরা নিজেদেরকে এবং গোটা মুসলিম সমাজকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বাঁচাতে সক্ষম হবো।

কোনো মুসলিম যদি অমুসলিম সমাজে বাস করেন, তাকেও এ কাজগুলো করতে হবে। যেসব সৎ ও কল্যাণের কাজকে সমস্ত মানুষ সৎ ও কল্যাণের কাজ মনে করে, অমুসলিমদের সংগঠিত করে তাদের সহায়তায় সমাজে সেগুলোর সম্প্রসারণের জন্যে কাজ করতে হবে। পক্ষান্তরে যেসব অন্যায় ও দুষ্কৃতির কাজকে সমগ্র মানব জাতি অন্যায় ও দুষ্কৃতি মনে করে, তাদের সহযোগিতায় সেগুলো নির্মূল করার জন্যে সক্রিয় হতে হবে। এ প্রসংগে কুরআনের ভাষ্য হলো :

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

www.pathagar.com

অর্থ : কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরের সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমা লংঘনের কাজে সহযোগিতা করোনা।' (সূরা আল মায়িদা : আয়াত : ২)

● সুকৃতিতে নিজেদের অগ্রগামী হতে হবে

এ মহান কাজে আমরা কেবল তখনই সফল হতে পারবো, যখন আমাদের নিজেদের জীবন অন্যায় ও দুষ্কৃতি থেকে পবিত্র হবে এবং নেকী ও কল্যাণের বাহক হবে। আমরা নিজেরা যদি অন্যায় করতে থাকি এবং নেকী থেকে বহু যোজন দূরে থাকি আর অন্যদের সৎ পথে চলার উপদেশ দিই, তবে এতে যে আমরা কেবল সমাজ সংশোধনে সফল হবোনা তা নয়, বরঞ্চ পরকালে আল্লাহ তা'আলার শাস্তির অধিকারী হয়ে পড়বো। রসূলে আকরাম সা. বলেন :

يُجَاءَ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ اَقْتَابُهُ فِى النَّارِفَيَطْحَنُ فِيْهَا لَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ اَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُوْنَ اَىْ فُلاَنُ مَاشَانُكَ اَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِقَالَ اَمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَاٰتِيْهِ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاٰتِيْهِ. (بخارى، مسلم)

অর্থ : কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে এবং জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনে দগ্ধ হয়ে তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়বে। ফলে যন্ত্রণার কঠোরতায় সে এমনভাবে ছটফট করতে থাকবে, যেমন গাধা তার চাক্কীর চারধারে ঘুরে থাকে। দোযখিরা তার চারপাশে সমবেত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, কী সাহেব, তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে ন্যায়ের আদেশ করতে এবং অন্যায় থেকে বাধা দিতে? সে বলবে, হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে ন্যায়ের আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি নিজে তা করতামনা। অন্যায় কাজে তোমাদের নিষেধ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম। (বুখারি, মুসলিম)

❖

www.pathagar.com

৮

আল্লাহ্‌র দীনকে বিজয়ী করা

● দীন বিজয়ী না থাকলে গায়রুল্লাহ্‌র আইন মানতে হয়

আগেকার তিনটি অধ্যায় থেকে আমাদের কাছে একথা পরিষ্কার হলো যে, একজন মুমিন যেমন করে নিজে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য ও দাসত্বের জীবন যাপন করতে চায়, তেমনিভাবে সে চায় :

১. তার পরিবারে আল্লাহ্‌র হুকুম চলুক।
২. তার আশেপাশের সব মানুষ আল্লাহ্‌র সত্যিকার গোলাম হয়ে যাক।
৩. তার সমাজ পরিবেশ থেকে সকল অন্যায় ও দুষ্কৃতি নির্মূল হয়ে যাক এবং তা নেকী ও কল্যাণে ভরপুর হয়ে যাক।

কিন্তু তার এ আশা তখনই বাস্তবে রূপলাভ করা সম্ভব, যখন তার দেশে আল্লাহ্‌র দীন বিজয়ী থাকবে, যখন তার দেশবাসী কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকেই নিজেদের একমাত্র কাম্য হিসেবে গ্রহণ করবে এবং পরিবারিক জীবন থেকে নিয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সর্বত্র আল্লাহ্‌র আইন কার্যকর হবে।

দেশে যদি গায়রুল্লাহ্‌র আইন কার্যকর থাকে, তবে ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরের বাইরে সর্বত্রই সে আইন জনগণকে তার আনুগত্য করতে বাধ্য করে। এমতাবস্থায় কোনো মুমিন তার পরিবার পরিজনকে আল্লাহ্‌র বিধানের ছাঁচে ঢেলে সাজাতে পারেনা। কারণ যেখানে সমাজ পরিবেশে কুফর, শির্‌ক, নাস্তিকতা ও ফিস্‌ক ফুজুর বিজয়ী থাকে, সেখানে কোনো একটি পরিবারে পূর্ণাংগ ইসলাম বিজয়ী থাকতে পারেনা। এমনি করে জীবনের সকল বিভাগেই বাতিল প্রভাবশালী হয়ে থাকে।

ইসলাম যেহেতু পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা, সুতরাং জীবনের কোনো বিভাগেই ইসলাম গায়রুল্লাহ্‌র আইন বিধান বরদাশ্‌ত করেনা। তাই যারা আল্লাহ্‌র

www.pathagar.com

নিষ্ঠাবান বান্দাহ, তাদের ঐকান্তিক কামনা থাকে যে, আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র দীন বিজয়ী থাকুক। সারাজীবন তারা আল্লাহ্র দীনকে বিজয়ী করার জন্যে সর্বাত্মক সংগ্রাম করে যায়। আল্লাহ্ নিজেই সুস্পষ্টভাবে একথা বলে দিয়েছেন, তিনি পরাজিত ও বিজিত থাকার জন্যে তার দীন পাঠাননি। বরঞ্চ বিজয়ী থাকার জন্যেই দীন পাঠিয়েছেন। এমনকি রসূলকে দীন বিজয়ী করার জন্যেই পাঠিয়েছেন :

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ. (الصف : ٩)

অর্থ : তিনিই তো নিজের রসূলকে হিদায়াত ও সত্যবাদী দীনসহ পাঠিয়েছেন, যেনো এ দীনকে সর্বপ্রকার দীনের উপর বিজয়ী করে দেয়, তা মুশরিকদের পক্ষে সহ্য করা যতোই কঠিন হোকনা কেন।' (সূরা আসসফ : আয়াত ৯)

সূরা আল ফাতাহ এবং সূরা তাওবায়ও একথাগুলো বলা হয়েছে। দীন ইসলাম অবতীর্ণ করার এবং রসূল সা.-কে প্রেরণ করার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে এ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে।

● পরকালীন মুক্তির জন্যেও দীনের বিজয় আবশ্যক

আল্লাহ প্রদত্ত দীন বা জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে যারা ইসলামের প্রতি ঈমান রাখেন, এ আয়াত তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে, তারা যেনো ইসলামকে বিজয়ী করা ও রাখার জন্যে নিজেদের জানমাল দিয়ে সর্বাত্মক সংগ্রাম করে যান। কারণ ইসলামকে বিজয়ী থাকার জন্যেই পাঠানো হয়েছে, বিজিত থাকার জন্যে নয়। আর যারা ইসলামের বাহক অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহ, ইসলামকে বিজয়ী করার জন্যে চেষ্টা সংগ্রাম করা তাদেরই দায়িত্ব। এটা তাদের ঈমানের মৌলিক দাবি। একাজ করলেই তারা দুনিয়াতে আল্লাহ্র সাহায্য এবং পরকালে জান্নাত লাভের অধিকারী হতে পারবে। সূরা আস্ সফে বলা হয়েছে :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ، تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَاالْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا

نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ. (الصف : ١٣-١٠)

অর্থ : হে লোকেরা, যারা ঈমান এনেছো, আমি কি তোমাদেরকে সেই ব্যবসায়ের কথা বলবো, যা তোমাদের পীড়াদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? (তা হলো) তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি। আর জিহাদ করো আল্লাহ্র পথে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্যে অতীব উত্তম, যদি তোমরা জানো। (এ কাজ করলে) আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন এবং এমন জান্নাতে তোমাদের প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ সদা প্রবহমান। চিরকাল থাকার জন্যে জান্নাতে অতি উত্তম ঘর তোমাদের দান করবেন। এটা বিরাট সাফল্য। আর অন্যান্য যেসব জিনিস তোমরা চাও, তাও তোমাদের দেবেন, আল্লাহ্র সাহায্য এবং নিকটবর্তী বিজয়। হে নবী, মুমিনদের সুসংবাদ দাও।' (সূরা আস্সফ : আয়াত ১০-১৩)

আয়াতগুলো থেকে কয়েকটি কথা স্পষ্টভাবে জানা গেলো :

১. এখানে সম্বোধন শুধু সাহাবায়ে কিরামকে করা হয়নি, করা হয়েছে সকল মুমিনকে। তাই বলা হয়েছে, 'হে লোকেরা, যারা ঈমান এনেছো।'

২. জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তিলাভ, গুনাহ্ থেকে ক্ষমা লাভ এবং জান্নাতের অধিকারী হবার পথ হলো, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঐকান্তিক ঈমান পোষণ করা এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে তাঁর দীনকে বিজয়ী করার কাজে নিজের জীবন, যোগ্যতা, শক্তিসামর্থ এবং যাবতীয় সহায় সম্পদ নিয়োগ করা।

৩. বাহ্যিকভাবে যদিও এটা কেবল ত্যাগ আর কুরবানীরই পথ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরম লাভ ও মহা সৌভাগ্যের সওদা। দুনিয়ার সামান্য ক'দিনের জীবন এবং নগণ্য সহায় সম্পদ, যেগুলো একদিন ছেড়ে যেতেই হবে, এগুলো আল্লাহ্র দীনকে বিজয়ী করার জন্যে উৎসর্গ করে দিয়ে আমরা পাচ্ছি পরকালের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি এবং লাভ করছি চিরন্তন সুখের জান্নাত। এর চাইতে বড় কোনো সৌভাগ্য হতে পারে কি?

৪. একাজ করলে আমরা কেবল পরকালীন সাফল্যই অর্জন করবোনা, সেই সাথে দুনিয়াতেই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং বিজয় দান করবেন :

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا

www.pathagar.com

بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِى رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. (التوبة : ٤٥-٤٤)

অর্থ : যারা আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, তারাতো কখনো তোমার কাছে এ আবেদন করবেনা যে, জানমালসহ জিহাদ করার দায়িত্ব থেকে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হোক। আল্লাহ্ মুত্তাকী লোকদের ভালো করেই জানেন। এমন আবেদনতো কেবল তারাই করে, যারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখেনা, যাদের মনে সন্দেহ রয়েছে এবং নিজেদের সন্দেহের মধ্যে পড়ে ইতস্তত করছে।' (সূরা আত তাওবা : আয়াত ৪৪-৪৫)

এ আয়াত দু'টি থেকে পরিষ্কার হলো, আল্লাহ্র দীনকে বিজয়ী করার জিহাদ ও আন্দোলন মানুষের দীন ও ঈমানের কষ্টি পাথর। নিষ্ঠাবান মুমিন আন্দোলনে ফাঁকি দেবার জন্যে কোনো প্রকার অজুহাত তালাশ করেনা। তারা নিজেদের সবকিছুই এ পথে উৎসর্গ করে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র দীনকে বিজয়ী করার কাজে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেনা, তারা খোঁড়া অজুহাত ও ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়। আয়াত অনুযায়ী এরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানই রাখেনা। এরা মিথ্যাবাদী, যদিও তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে।

❖

www.pathagar.com

৯

সংগঠন ও আনুগত্য

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا
ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ. (بخارى، مسلم)

'মুমিন মুমিনের জন্যে প্রাচীরের মতো, যার একটি অংশ (ইট) আরেকটিকে শক্তি ও দৃঢ়তা দান করে। একথা বলে নবী করিম সা. এক হাতের আংগুল আরেক হাতের আংগুলের ফাঁকে রেখে মজবুত করে দেখালেন।' (বুখারি, মুসলিম)

www.pathagar.com

● সংগঠন ও জামায়াতবদ্ধতা ইসলামে অপরিহার্য

পৃথিবীর যে কোনো জাতি ও সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতার জন্যে ঐক্য ও সংঘবদ্ধতা অপরিহার্য শর্ত। একতা স্বয়ং একটা বিরাট শক্তি। কোনো ঐক্যবদ্ধ জাতিকে সহজে কেউ পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন করতে পারেনা। একতা, ত্যাগ ও সংগ্রাম সাধনার মাধ্যমেই কোনো জাতি সম্মান ও উন্নতি লাভ করতে পারে। যে কোনো শত্রু এমন জাতিকে সমীহ্ করে চলতে বাধ্য।

পক্ষান্তরে, বিশৃংখল জাতি কোনো অবস্থাতেই উন্নতির চূড়ায় আরোহণ করতে পারেনা। নিজেদের মধ্যে পারস্পারিক হানাহানিতেই তাদের শক্তি নিশেষ হয়ে যায়। বিশ্বের দরবারে এমন জাতির কোনো মর্যাদাই থাকেনা। এ ধরনের জাতি নিজেদের সম্মান এমনকি স্বাধীনতা পর্যন্ত হারিয়ে বসে। এমন জাতির পক্ষে নিজের অস্তিত্ব, সভ্যতা সংস্কৃতি, ভাষা, জাতীয় বৈশিষ্ট এবং ধর্মের হিফাযত করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব হয়না। লাঞ্ছনা, পরাশাসন, অধপতন ও নিষ্পেষণই এরূপ জাতির ভাগ্যে জুটে থাকে।

কিন্তু কোনো জাতির কাছে যদি শ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা বর্তমান থাকে এবং সেই জীবন ব্যবস্থা যদি প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যেই অস্তিত্ব লাভ করে থাকে, তবে সে জাতির জন্যে ঐক্য ও সংঘবদ্ধতার গুরুত্ব আরো অনেক বেশি। একতা ছাড়া কোনো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই অর্জন করা যেতে পারেনা। সংগঠিত হওয়া ছাড়া কোনো বিপ্লবই সাধন করা যেতে পারেনা। সংগঠন ছাড়া কোনো জীবন ব্যবস্থার বিজয় চিন্তা সম্পূর্ণ অবান্তর।

মুসলিম উম্মাহ্ এমন একটি জাতি, যারা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। মুসলমানরা যদি ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত না হয়, তবে অমুসলিমদের শাসনই তাদের উপর চলতে থাকবে। তারা অমুসলিমদের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।

মুসলিম উম্মাহ্ আসলে ইসলামী আদর্শের রক্ষক। ইসলামের আদর্শ তখনই বাস্তবায়িত হতে পারে যখন মুসলিমরা হবে ঐক্যবদ্ধ, সুসংগঠিত। বিচ্ছিন্নতা তাদের মধ্যে কেবল ফিতনা আর বিপর্যই সৃষ্টি করবে। বিচ্ছিন্নতার সুযোগে যে কোনো লোক মুসলমানদেরকে ফিতনা এবং গুমরাহীতে নিমজ্জিত করে দিতে পারে। আর বিচ্ছিন্নতার কারণে এ ধরনের ফিতনা তারা প্রতিরোধও করতে পারবেনা। ইতিহাস সাক্ষী আছে, বিচ্ছিন্নতার যুগে মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা কিভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা তখনই সম্ভব হবে, যখন ইসলামী উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত হয়ে এর জন্যে চেষ্টা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

এজন্যেই ঐক্য ও সংগঠনের প্রতি ইসলাম অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। কেবল বিশৃংখল বিচ্ছিন্ন না হয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকতেই ইসলাম মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়নি বরঞ্চ সেই সাথে তারা কিসের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবে, কী উদ্দেশ্যে সংগঠিত হবে এবং ঐক্য ও সংগঠন কিভাবে অক্ষুন্ন ও মজবুত রাখবে তাও বলে দিয়েছে :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَاتَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا، كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ. (ال عمران : ١٠٣)

অর্থ : সবাই মিলে শক্ত করে আল্লাহ্‌র রশি ধরো, দলাদলিতে লিপ্ত হয়ে পড়োনা। আল্লাহ্‌র সেই অনুগ্রহকে স্মরণ রেখো, যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছেন। তোমরা ছিলে পরস্পরের দুশমন। তিনি তোমাদের মনকে মিলিয়ে দিয়েছেন। আর তাঁরই কৃপায় তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা আগুনে ভরা এক গভীর গর্তের কিনারে দাঁড়িয়েছিলে আর আল্লাহ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের সামনে তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট করে ধরেন, যাতে করে তোমরা তোমাদের কল্যাণের পথ লাভ করতে পারো।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১০৩)

আয়াতটি থেকে পরিষ্কার হলো :

১. মুসলমানদের ঐক্য ও সংঘবদ্ধতা আল্লাহ্‌র বিরাট নি'আমত।
২. ঐক্য ছাড়া সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব নয়।
৩. দলাদলি, বিশৃংখলা ও বিচ্ছিন্নতা মুসলমানদের জন্যে নিষিদ্ধ।
৪. ঐক্যের ভিত্তি হবে 'হাবলুল্লাহ - আল্লাহ্‌র রশি'। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কিতাব ও সুন্নতে রসূলকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে এ দু'টির পূর্ণ অনুসরণ তাদেরকে করতে হবে। সবাই ভাই ভাই হিসেবে একযোগে দীনের এই ভিত্তিদ্বয়ের আনুগত্য, অনুসরণ ও অনুকরণ করবে।

● দলীয় জীবনের উদ্দেশ্য

এভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে তাদেরকে কোন্ কাজটি করতে হবে, সে সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

www.pathagar.com

অর্থ : তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকতেই হবে, যারা মানুষকে মংগলের দিকে ডাকবে, ন্যায় ও সত্য কাজের নির্দেশ দেবে আর পাপ ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে। যারা একাজ করবে, তারাই সার্থকতা লাভ করবে।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১০৪)

আয়াতটির তাৎপর্য হলো, ইসলামের দাওয়াত, আমর বিল মা'রূফ এবং নাহি আনিল মুনকারই হবে মুসলমানদের সংঘবদ্ধতার উদ্দেশ্য। দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা যে কতটা মারাত্মক, সম্মুখের আয়াতটি থেকে তা স্পষ্ট হয় :

وَلَاتَكُوْنُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا واخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وَأُولٰئِكَ لَهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ، يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّت وُجُوهُهُم أَكَفَرتُم بَعْدَ إِيمَانِكُم فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّت وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُوْنَ. (ال عمران)

অর্থ : তোমরা যেনো সেই লোকদের মতো না হও, যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং স্পষ্ট ও প্রকশ্য নির্দেশ (বিধান) পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে রয়েছে। যারা এমন আচরণ অবলম্বন করেছে, তারা সেদিন কঠোর শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে, যেদিন কিছু লোকের চেহারা হবে উজ্জ্বল আর কিছু লোকের চেহারা হয়ে যাবে কালো। তাদের বলা হবে, ঈমানের নি'আমত পাওয়ার পরও কি কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে? ---- তাহলে এখন কুফরীর পরিণতিতে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো। আর যাদের চেহারা হবে উজ্জ্বল, তারা আল্লাহ্‌র রহমতের আশ্রয়ে স্থান লাভ করবে এবং চিরদিন এ অবস্থায়ই থাকবে।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১০৫-৭)

● নেতৃত্বের আনুগত্য ফরয

এযাবতকার কুরআনী হিদায়াত থেকে আমরা বুঝলাম,বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত থাকা মুসলমানের কাজ নয়। এটা দুনিয়া ও আখিরাতে মুসলমানদের জন্যে ভয়াবহ অশুভ পরিণতি ডেকে আনে। মূলত সুসংঘবদ্ধ ও সুসংগঠিত থাকাই মুসলমানদের কাজ। সংগঠনকে পরিচালনার জন্যে থাকতে হবে নেতৃত্ব আর আল্লাহ ও রসূলের নির্ধারিত সীমার মধ্যে নেতার আনুগত্য করা ঠিক সেরকম অপরিহার্য, যেমন অপরিহার্য আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করা। অবশ্য মতপার্থক্য দেখা দিলে সকলকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এ ব্যাপারে কুরআনের ভাষ্য হলো :

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيلاً. (النساء : ٥٩)

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! আনুগত্য করো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আর সেইসব লোকদেরও, যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বশীল। অতপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যাপারে মতবৈষম্য সৃষ্টি হয়, তখন ব্যাপারটা আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো। এটাই সঠিক কর্মনীতি আর পরিণতির দিক থেকেও এটাই উত্তম।' (সূরা আননিসা : আয়াত ৫৯)

রসূলে আকরাম সা. বলেছেন :

مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ اَعْصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُّطِعِ الاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَّعْصِ الاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ وَاِنَّمَا الاِمَامُ جُنَّةٌ يُّقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهٖ وَيُتَّقٰى بِهٖ. (بخارى، مسلم)

অর্থ : যে আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করলো। যে আমার হুকুম অমান্য করলো, সে মূলত আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করলো। যে আমীরের আনুগত্য করলো, সে আমার আনুগত্য করলো। আর যে আমীরকে অমান্য করলো, সে আমাকে অমান্য করলো। নেতা হলেন ঢালস্বরূপ। তার পেছনে থেকে যুদ্ধ করা হয়ে থাকে এবং (বিপদ থেকে) রক্ষা পাওয়া গিয়ে থাকে।' (বুখারি, মুসলিম)

হাদিসটি থেকে পরিষ্কার হলো, ইসলামী নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আনুগত্য করা স্বয়ং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করারই সমতুল্য। পক্ষান্তরে নেতাকে অমান্য করা স্বয়ং আল্লাহ ও রসূলকে অমান্য করারই সমতুল্য। তাছাড়া ইসলামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্যেও নেতা এবং নেতার আনুগত্য অপরিহার্য। আর সংগঠন ও নেতৃত্বের মাধ্যমেই মুসলিম উম্মাহ যাবতীয় বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। অপর একটি হাদিসে বলা হয়েছে :

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِىْ مَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَسَمْعَ وَلاَطَاعَةَ. (بخارى، مسلم)

অর্থ : মুমিন ব্যক্তির জন্যে (আমীরের) কথা শুনা ও মানা অপরিহার্য,

www.pathagar.com

যেসব কথা পছন্দ হয় সেগুলোও, আর যেসব কথা পছন্দ হয়না সেগুলোও, যতোক্ষণ না তিনি আল্লাহ ও রসূলের বিধানের বিপরীতে কোনো হুকুম দেন। অবশ্য যখনই আল্লাহ ও রসূলের বিধানের খেলাফ কোনো হুকুম দেবেন, তা শুনাও যাবেনা মানাও যাবেনা।' (বুখারি ও মুসলিম)

অপর একটি হাদিসে রসূলুল্লাহ সা. বলেন :

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَاحُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِه بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. (مسلم)

অর্থ : নেতার আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া ব্যক্তি কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, তখন আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে বাঁচার মতো কোনো যুক্তি প্রমাণ তার থাকবেনা। আর যে ব্যক্তির বাইয়াত ছাড়া মৃত্যু হলো, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করলো।' (মুসলিম)

হাদিস থেকে প্রমাণ হলো, সংগঠন ও নেতৃত্বের আনুগত্যবিহীন জীবন জাহিলিয়াতের জীবন। মুসলমানদের সংগঠন কতোটা মজবুত ও সংহতিপূর্ণ হতে হবে, তা নিম্নোক্ত আয়াত থেকে পরিষ্কার হয় :

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِه صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ. (الصف : ٤)

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐসব লোকদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় সংঘবদ্ধ হয়ে লড়াই করে।' (সুরা আস্‌সফ : আয়াত ৪)

আল্লাহ্র দীনকে প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী করা এবং রাখার জিহাদ করা মুসলমানদের দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব পালনের জন্যেই তাদের জন্যে ঐক্য, সংহতি ও মজবুত সংগঠন অপরিহার্য।

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِه. (بخارى، مسلم)

অর্থ : মুমিন মুমিনের জন্যে প্রাচীরের মতো, যার একটি অংশ (ইট) আরেকটিকে শক্তি ও দৃঢ়তা দান করে। একথা বলে নবী করিম সা. এক হাতের আংগুল আরেক হাতের আংগুলের ফাঁকে রেখে মজবুত করে দেখালেন।' (বুখারি, মুসলিম)

❖

www.pathagar.com

১০

নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহ্দের কাছে কি চান? পূর্বের পৃষ্ঠাগুলোতে এ বিষয় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। সে বিষয়গুলো মুমিনদের জন্যে অপরিহার্য কর্তব্য কাজ। সেগুলো পালনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও সাফল্য। কিন্তু যে কোনো দীনি আমল আল্লাহ তা'আলার কাছে কেবল তখনই কবুল হয়, যখন তা করা হয় শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং পরকালের মুক্তি ও সাফল্যের নিয়্যতে। যে কাজ করা হয় প্রদর্শনীর জন্যে এবং যে কাজের আসল উদ্দেশ্য পার্থিব স্বার্থ হাসিল, সে ধরনের কাজ আল্লাহ্র কাছে গৃহীত হয়না। কুরআন বলে :

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا. (النساء : ١٤٢)

অর্থ : মুনাফিকরা আল্লাহ্র সাথে ধোঁকাবাজি করে, অথচ আল্লাহ তা'আলাই মূলত তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছেন। তারা যখন নামায পড়ার জন্যে ওঠে, তখন অনিচ্ছা ও শৈথিল্যের সাথে শুধু লোক দেখানোর জন্যে ওঠে এবং আল্লাহ্কে তারা কমই স্মরণ করে।' (সূরা আন নিসা : আয়াত ১৪২)

আসলে লোক দেখানো কাজ কেবল তারাই করে থাকে, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানই রাখেনা :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ. (البقرة)

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! নিজেদের দান খয়রাতের কথা বলে (অনুগ্রহের দোহাই দিয়ে) এবং (গ্রহীতাকে) কষ্ট দিয়ে দান খয়রাতকে সেই

www.pathagar.com

ব্যক্তির মতো বিনষ্ট করোনা, যে শুধু লোক দেখানোর জন্যে নিজের ধনমাল ব্যয় করে। আসলে সে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখেনা এবং পরকালের প্রতিও নয়।' (সূরা আল বাকারা : আয়াত ২৬৪)

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

انَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لاَمْرِئٍ مَّانَوى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُه
اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِه فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَمَنْ كَانَتْ
هِجْرَتُهٗ اِلَى الدُّنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُه اِلَى
مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ. (بخاری، مسلم)

অর্থ : মানুষের আমল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। কোনো ব্যক্তি তাই পাবে, যা সে নিয়্যত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে পাওয়ার নিয়্যতে হিজরত করেছে, তবে বাস্তবিকই তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে। আর যে ব্যক্তি হিজরত করেছে কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো নারীকে বিয়ে করার নিয়্যতে, তবে তার হিজরতের লক্ষ্য তাই, যা লাভের নিয়্যতে সে হিজরত করেছে।' (বুখারি, মুসলিম)

হিজরত চরম ত্যাগ ও কুরবানীর আমল। আল্লাহ তা'আলার নিকট এর পুরস্কারও বিরাট। কারণ একজন লোক তার ঘরবাড়ি, ধনসম্পদ, আত্মীয়স্বজন সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে হিজরত করে থাকে। কিন্তু এই বিরাট কুরবানীও নিষ্ফল হয়ে যায় যদি হিজরতের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো পার্থিব স্বার্থ হয়ে থাকে। অপর একটি দীর্ঘ হাদীসের ভাষ্য নিম্নরূপ :

اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يَقْضِى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُ نِ اسْتَشْهِدَ
فَاُتِىَ بِه فَعَرَّفَه نِعْمَتَهٗ فَعَرَفَهَا فَمَاعَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ
حَتّٰى اسْتَشْهِدْتُّ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ جَرِئٌ فَقَدْ
قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِه فَسُحِبَ عَلى وَجْهِه حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ
تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَه وَقَرَءَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِىَ بِه فَعَرَّفَه نِعْمَتَهٗ
فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهٗ
وَقَرَءْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ
اِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَءْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِه

www.pathagar.com

فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ وَّسَّعَ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهٖ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ مَاتَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ اَنْ يُّنْفَقَ فِيْهَا اِلاَّ اَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَجَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ اُلْقِىَ فِى النَّارِ. (مسلم)

অর্থ : কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে ফায়সালা ঘোষণা করা হবে, যে ব্যক্তি শহীদ হয়েছিল। তাকে হাজির করা হবে এবং তাকে প্রদত্ত নি'আমতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে এসব নি'আমতের স্বীকৃতি দেবে। জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি এসব নি'আমতের সদ্ব্যবহার করেছ কি? সে বলবে, আমি তোমার পথে লড়াই করেছি এবং শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমিতো আসলে এজন্যে লড়াই করেছিলে, যাতে লোকেরা তোমাকে বীরপুরুষ বলে অভিহিত করে। আর লোকেরা সেটা তোমাকে বলেছেও। অতপর নির্দেশ দেয়া হবে আর সাথে সাথে তাকে উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। এরপর এমন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, যে জ্ঞানার্জন করেছিল, মানুষকে শিক্ষাদান করেছিল এবং কুরআনও পড়েছিল। তাকে আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে এবং সে সেগুলোর স্বীকৃতি প্রদান করবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এসব নি'আমত পেয়ে তুমি কি ধরনের আমল করছো? সে বলবে, আমি ইল্‌ম হাসিল করেছি, মানুষকে ইল্‌ম দান করেছি এবং তোমার জন্যে কুরআন পড়েছি।' আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমিতো আসলে এজন্যে জ্ঞানার্জন করেছিলে, যাতে করে লোকেরা তোমাকে জ্ঞানী বলে এবং এজন্যে কুরআন পড়েছিলে যেনো লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। এসব বিশেষণে লোকেরা তোমাকে ভূষিত করে ফেলেছে (অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্যতো পূর্ণ হয়েছেই)। সুতরাং তাকে নিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হবে আর উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর আরেক ব্যক্তিকে উপস্থিত করানো হবে, পৃথিবীতে যাকে আল্লাহ তা'আলা আর্থিক সচ্ছলতা দান করেছিলেন এবং প্রদান করেছিলেন সব ধরনের ধনসম্পদ। অতপর আল্লাহ তাকে স্বীয় নি'আমতসমূহের কথা স্মরণ

www.pathagar.com

করিয়ে দেবেন। সে সেগুলোর স্বীকৃতি দেবে। আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করবেন, এগুলোর ব্যাপারে তোমার আমল কি রকম ছিল? সে বলবে, তোমার পসন্দনীয় সকল পথে আমি তোমার উদ্দেশ্যে ধনসম্পদ ব্যয় করে এসেছি। তিনি বলবেন, মিথ্যে বলছো, বরঞ্চ দাতা বলে অভিহিত হবার জন্যেই তুমি দান করেছিলে আর মানুষ তোমাকে তা বলে ফেলেছে। অতপর তাকে নিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হবে এবং উপুড় করে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে আর নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে।' (মুসলিম)

এ হাদিসে প্রত্যেক মুমিনের জন্যে রয়েছে চিন্তার বিষয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মূলত তিন ধরনের শক্তি সামর্থ দান করেন :

১. দৈহিক শক্তি ২. মানসিক শক্তি এবং ৩. আর্থিক শক্তি।

এসব শক্তি সামর্থ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে তার বিধান অনুযায়ী ব্যবহার করাই মুমিনের দায়িত্ব। আল্লাহ্র পসন্দের পথে এগুলো ব্যবহার করাই মুমিনের সত্যিকার কুরবানী। কিন্তু নিয়্যতের ক্রুটিসহ যদি এগুলো দীনের পথেও ব্যয় ব্যবহার করা হয়, তবে সবই বৃথা এবং পরিণতি হবে ভয়ানক। কারণ আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমতকে সে মানুষের সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় ব্যবহার করেছে। এ কারণেই ইসলামে সকল কাজের সুফল লাভের জন্যে নিয়্যতের নিষ্ঠা ও ইখলাসকে শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

১১

ইকামতে দীন

اَقِيمُوا الدِّيْنَ وَلَاتَتَفَرَّقُوا فِيهِ.

দীন কায়েম করো এবং এ বিষয়ে মতবিরোধ করোনা।' (সূরা আশশূরা : আয়াত ১৩)

www.pathagar.com

নবীগণকে কেন পাঠানো হয়েছে? আসমানী কিতাবসমূহ কেন নাযিল করা হয়েছে? এবং আল্লাহর দীন কেন প্রদান করা হয়েছে? কুরআন এ প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়েছে এভাবে :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَاتَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ. (الشورى : ١٣)

অর্থ : আল্লাহ তোমাদের জন্যে সেই দীনই নির্ধারণ করছেন, যা নূহকেও নির্দেশ করা হয়েছিল আর তোমার কাছেও যার অহী করেছি এবং যার নির্দেশ করা হয়েছিল ইব্রাহীম, মূসা এবং ঈসাকেও। বলা হয়েছিল : দীনকে কায়েম করো এবং এ বিষয়ে মতবিরোধ করোনা।' (সূরা আশশূরা : আয়াত ১৩)

অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত দীন কায়েম করাই নবী পাঠানো এবং দীন প্রদান করার উদ্দেশ্য। এখন প্রশ্ন হলো, যে দীন কায়েম করার উদ্দেশ্যে নবীগণকে পাঠানো হয়েছে, সেই ইকামতে দীন আসলে কি জিনিস? বিষয়টি বুঝার জন্যে কুরআন মজীদে 'ইকামত' শব্দটি কি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা দেখে নেয়া দরকার। সূরা কাহাফে বলা হয়েছে :

فَوَجَدُوْا فِيْهَا جِدَارًايُّرِيْدُ اَنْ يَنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ. (الكهف : ٧٧)

অর্থ : তারা দুজনে সেখানে একটি দেয়াল দেখতে পেল, যা পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। সে তা কায়েম করে দিলো।' (সূরা আল কাহাফ : আয়াত ৭৭)

এখানে দেয়াল 'কায়েম' করার অর্থ সোজা করে দাঁড় করে দেয়া। সূরা আর রাহমানে বলা হয়েছে :

وَاَقِيْمُوْا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَاتُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ. (الرحمن : ٩)

অর্থ : ইনসাফের সাথে ওজন কায়েম করো এবং মীযানকে ক্ষতিগ্রস্ত করোনা।' (সূরা আর রাহমান : আয়াত ৯)

'ওজন কায়েম করা' মানে সুষম ও ইনসাফপূর্ণ পরিমাপ করা, সঠিকভাবে মেপে দেয়া ও নেয়া।

www.pathagar.com

সূরা তালাকে বলা হয়েছে : وَاَقِيْمُوْا الشَّهَادَةَ لِلّٰه. (الطلاق : ٢)

অর্থ : আল্লাহ্‌র জন্যে সাক্ষ্য কায়েম করো।' (সূরা আত তালাক : আয়াত ২)

এখানে 'সাক্ষ্য কায়েম করা' মানে ঠিকঠিক সাক্ষ্য দেয়া, সত্য ও যথার্থ সাক্ষ্য দেয়া।

সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে :

وَاَقِيْمُوا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍوَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ.

অর্থ : প্রতিটি ইবাদতে তোমাদের লক্ষ্য কায়েম করো এবং তাঁকেই ডাকো স্বীয় দীলকে একনিষ্ঠ করে।' (সূরা আ'রাফ : আয়াত ২৯)

'লক্ষ্য কায়েম করা' মানে শির্‌ক ও প্রদর্শনীমুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগী হওয়া।

সূরা রূমে বলা হয়েছে : فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا. (الروم : ٣٠)

অর্থ : তোমার লক্ষ্য কায়েম করো আদ দীনের জন্যে একনিষ্ঠ হয়ে।' (সূরা রূম ঃ আয়াত ৩০)

একই সূরায় এর কয়েকটি আয়াতের পরেই বলা হয়েছে :

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِىَ يَوْمٌ لاَّ مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ. (الروم : ٤٣)

অর্থ : অতএব সঠিক দীনের প্রতি তোমার লক্ষ্য কায়েম করো, আল্লাহর পক্ষ থেকে সেইদিন আসার আগে, যার প্রতিরোধ ক্ষমতা কারো নেই। সেদিন লোকেরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।' (সূরা রূম : আয়াত ৪৩)

আয়াত গুলোতে 'দীনের জন্যে লক্ষ্য কায়েম' করতে বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো, সকল দিক থেকে নিজের মনমানসিকতা ও দৃষ্টিকে গুটিয়ে এনে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সাথে একমুখী হয়ে আল্লাহ্‌র দীনের যথাযথ অনুসরণ ও অনুকরণ করা।

কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থায় 'সালাত কায়েমের' কথা বলা হয়েছে। দুয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْانَ الْفَجْرِ.

অর্থ : সালাত কায়েম করো সূর্য (পশ্চিমে) ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার আচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত। আর ফজরের কুরআন পাঠের স্থায়ী নীতি অবলম্বন করো। (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৭৮)

www.pathagar.com

সূরা নিসায় বলা হয়েছে :

فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا. (النساء : ١٠٣)

অর্থ : যখন স্বস্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে, তখন (পূর্ণ) সালাত কায়েম করবে। বস্তুত সালাত এমন একটি কর্তব্য কাজ, যা সময়ানুবর্তিতার সাথে (আদায় করার জন্যে) মুমিনদের উপর ফরয করে দেয়া হয়েছে। (সূরা নিসা : আয়াত ১০৩)

সূরা নূরে বলা হয়েছে :

رِجَالٌ لَّاتُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَابَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ. (النور : ٣٧)

অর্থ : এরা সেইসব লোক, ব্যবসা বাণিজ্য যাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ, সালাত কায়েম এবং যাকাত প্রদান করা থেকে গাফিল করেনা।' (সূরা নূর : আয়াত ৩৭)

এ আয়াতগুলোতে সালাত কায়েম করতে বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো, যথার্থভাবে সালাতের হুকুম আহকাম ও নিয়ম কানুন অনুসরণ করে এবং পূর্ণ হক আদায় করে সালাত আদায় করা।

সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছে :

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَا اللّٰهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمِيْنَ. (البقرة : ٢٢٩)

অর্থ : তোমাদের যদি আশংকা হয় এরা (স্বামী স্ত্রী) আল্লাহর সীমা কায়েম করতে পারবেনা, তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা করে দেয়া কিছুমাত্র দূষণীয় নয় যে স্ত্রী স্বামীকে কিছু বিনিময় দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নেবে। এটা আল্লাহর সীমা (আইন), তোমরা তা লংঘন করোনা। আল্লাহর সীমা লংঘনকারীরা যালিম।' (সূরা আল বাকারা : আয়াত ২২৯)

এখানে 'আল্লাহ্‌র সীমা কায়েম করার' অর্থ হলো দাম্পত্য জীবনে পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলা এবং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম বিধান লংঘন না করা।

সূরা আল মায়িদায় আহলে কিতাব প্রসংগে বলা হয়েছে :

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ اٰمَنُوْا وَاتَّقُوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

www.pathagar.com

وَلَاَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ. (المائده : ٦٥)

অর্থ : আহলে কিতাব যদি ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, তবে আমরা তাদের সব দোষত্রুটি ও অন্যায় তাদের থেকে দূর করে দিতাম এবং তাদেরকে নি'আমত পূর্ণ জান্নাতে পৌঁছাতাম।' (সূরা মায়িদা : আয়াত ৬৫)

আয়াতে ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বনের শর্তে আহ্‌লে কিতাবকে ক্ষমা করা ও জান্নাত দানের ওয়াদা করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে :

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوْا التَّوْرَاةَ وَالاِنْجِيْلَ وَمَااُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ. مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَايَعْمَلُوْنَ. (المائده : ٦٦)

অর্থ : কতইনা ভালো হতো, যদি তারা তাওরাত, ইনজীল এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের প্রতি নাযিল করা অন্যান্য কিতাব কায়েম করতো। তবে আসমান ও যমীন থেকে তাদের রিযিক প্রদান করা হতো। যদিও তাদের অধিকাংশই সাংঘাতিক খারাপ আমলকারী।' (সূরা মায়িদা : আয়াত ৬৬)

এ আয়াতে তাওরাত, ইনজীল ও অন্যান্য কিতাব কায়েম করার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো, তারা যদি তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এসব কিতাবকে পূর্ণভাবে কার্যকর করতো।

পরবর্তী একটি আয়াতে বলা হয়েছে :

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرَاةَ وَالاِنْجِيْلَ وَمَااُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ. (المائده : ٦٨)

অর্থ : হে নবী বলো : হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা কিছুতেই কোনো মৌলিক জিনিসের উপর নেই, যতোক্ষণ না তোমরা কায়েম করবে তাওরাত, ইনজিল এবং তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ অন্যান্য কিতাবাদি।' (সূরা মায়িদা : আয়াত ৬৮)

তাওরাত, ইনজিল এবং অন্যান্য কিতাব কায়েম করতে বলে আল্লাহ তা'আলা মূলত ইকামতে দীন বা দীন কায়েম করতে বলেছেন।

কুরআন মজীদে এযাবত আমরা 'ইকামত' শব্দটির যেসব প্রয়োগ দেখতে পেলাম, তা থেকে 'ইকামতে দীনের' তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে যায়। মূলত আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্যে যে দীন বা জীবন ব্যবস্থা পাঠিয়েছেন, তার উপর যথার্থভাবে আমল করা, আমাদের জীবনের সকল বিভাগে

www.pathagar.com

দীনকে কার্যকর করা, পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে একমুখী হয়ে আল্লাহ্‌র দীনের উপর অটল অবিচল হয়ে থাকা এবং দীনের পূর্ণাংগ বিধানের পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ করাই হচ্ছে ইকামতে দীন বা দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা।

এটা গেলো ইকামতে দীনের একদিক। এর আরেকটি অপরিহার্য দিকও রয়েছে। তাহলো, পূর্ণাংগ দীনকে আমাদের সার্বিক জীবনে পরিপূর্ণভাবে কায়েম করতে হলে আমাদের জীবনের প্রতিটি বিভাগের কন্দরে কন্দরে যে কোনো বাতিল দীন ও ব্যবস্থা যে কোনো ভাবেই শিকড় গেড়ে থাকুকনা কেন, তা অবশ্যি উচ্ছেদ করতে হবে। আর এ উচ্ছেদ কাজের জন্যে প্রয়োজন বিরাট দুর্জয় সংগ্রামী অভিযান। এভাবে কঠিন প্রাণান্তকর দ্বন্দ্ব সংগ্রামের কষাঘাতে বাতিলের মূলোচ্ছেদ করার মাধ্যমেই পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ও দাঁড় করানো যেতে পারে আল্লাহ্‌র দীনকে। আসলে ইকামতে দীনের অর্থই হচ্ছে মানব সমাজে আল্লাহ্‌র দীনকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা আর সমস্ত বাতিল ব্যবস্থা ও মতবাদকে সম্পূর্ণ পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে দেয়া। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সা.-কে মূলত এ উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছে :

هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ. (الصف : ٩)

অর্থ : তিনি আল্লাহ, যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, যেনো সে সকল বাতিল দীনের উপর তাকে বিজয়ী করে দেয়। মুশরিকদের কাছে এটা যতোই অসহ্য হোকনা কেন।' (সূরা আস্‌সফ : আয়াত ৯)

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-কে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে, তিনি তা পূর্ণ করে গেছেন। তিনি বাতিলের উপর সত্য দীনকে বিজয়ী করে গেছেন। তার পরে সুসলিম উম্মাহর উপর ন্যস্ত হয়েছে দীনকে বিজয়ী করা ও বিজয়ী রাখার দায়িত্ব। তাই ঈমান এবং ইকামতে দীনের উদ্দেশ্যে জিহাদ করাকেই তাদের মুক্তির একমাত্র পথ বলে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ তথা ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনের মাধ্যমে তারা দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং পরকালে ক্ষমা লাভ, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাতের অধিকারী হবার আশা করতে পারে। তাই দীনকে যে বিজয়ী করার জন্যেই পাঠানো হয়েছে, সে উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করার পরপরই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ- تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

www.pathagar.com

بِاَمْوَالِكُمْ وَانفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ- يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنّٰتِ عَدْنٍ ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَاُخْرٰى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ. (الصف : ١٢-١٠)

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! আমি কি তোমাদের সেই ব্যবসায়ের কথা বলবো, যা তোমাদেরকে পীড়াদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি। আর জিহাদ করো আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবন প্রাণ দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্যে অতীব উত্তম, যদি তোমরা জানো। (এর ফলে) আল্লাহ তোমাদের গুনাহ্‌খাতা মাফ করে দেবেন এবং এমন সব জান্নাতে তোমাদের প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা সদা প্রবহমান। চিরকাল অবস্থিতির জান্নাতে অতি উত্তম ঘর তোমাদের দান করবেন। এটাই মহা সাফল্য। আর অন্য যা তোমরা চাও, তাও তোমাদের দেবেন, আল্লাহ্‌র সাহায্য আর নিকটবর্তী বিজয়। হে নবী! মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দাও।' (সূরা আস্‌সফ : আয়াত ১০-১৩)

'ইকামতে দীন' শব্দটি তাই ব্যাপক তাৎপর্যবহ। এর অর্থের মধ্যে রয়েছে দীনের ঐকান্তিক ও পূর্ণ অনুসরণ, দীনের দাওয়াত ও সাক্ষ্য প্রদান, দীনকে বিজয়ী করার জন্যে সর্বাত্মক জিহাদ, সমস্ত বাতিলের পরিপূর্ণ উচ্ছেদ এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অর্পিত সমস্ত দীনি দায়িত্ব পালন। এ উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছেন আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম এবং প্রদত্ত হয়েছে আল্লাহর দীন। ইকামতে দীনের কাজ সকল কালের মুমিনদের অপরিহার্য দীনি দায়িত্ব। এ উদ্দেশ্যে সকল মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে বলা হয়েছে। বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে। দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বপ্রকার কল্যাণ ও সাফল্য লাভের পথ এটাই। এটাই প্রতিটি মুসলমান এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র উদ্দেশ্য লক্ষ্য আর এটাই তাদের আবির্ভাবের কারণ।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا، يَعْبُدُوْنَنِىْ لَايُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

'তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করেছে, আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তেমনিভাবে তাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি বানাবেন, যেভাবে তাদের পূর্বে চলে যাওয়া লোকদের বানিয়েছিলেন। তাদের জন্যে তাদের সেই জীবন ব্যবস্থাকে মজবুত ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে দেবেন, যা আল্লাহ তাদের জন্যে মনোনীত করেছেন আর তাদের (বর্তমান) ভয়ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তামূলক অবস্থায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা শুধু আমারই দাসত্ব করবে আর আমার সাথে কাউকেও অংশীদার বানাবেনা।' (সূরা আননূর : আয়াত ৫৫)

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠ জীবন গড়ার মোক্ষম হাতিয়ার সুন্দর বই

**সহজভাবে ইসলামকে বুঝার উপযোগী
কিশোর তরুণদের জন্যে**

আবদুস শহীদ নাসিম-এর
উপহার একগুচ্ছ চমৎকার বই

- ❖ এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
- ❖ এসো চলি আল্লাহর পথে
- ❖ সবার আগে নিজেকে গড়ো
- ❖ কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
- ❖ হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
- ❖ এসো জানি নবীর বাণী
- ❖ নবীদের সংগ্রামী জীবন (১ম খন্ড)
- ❖ নবীদের সংগ্রামী জীবন (২য় খন্ড)
- ❖ সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
- ❖ এসো নামায পড়ি
- ❖ উঠো সবে ফুটে ফুল

আপনার সন্তানদের প্রকৃত মুসলিম হিসেবে
গড়ে তুলতে এই বইগুলো পড়তে দিন

প্রাপ্তিস্থান

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট, মগবাজার
ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২

www.pathagar.com

এ গ্রন্থের অনুবাদক
আবদুস শহীদ নাসিম-এর লেখা কয়েকটি বই

মৌলিক রচনা
কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
আল কুরআন আত্ তাফসীর
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদ্সী
হাদীসে রাসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
রসূলুল্লাহর আদর্শ অনুসরণের অংগীকার
ঈমানের পরিচয়
মুক্তির পথ ইসলাম
আসুন আমরা মুসলিম হই
ইসলামের পারিবারিক জীবন
চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব
গুনাহ তাওবা ক্ষমা
আল কুরআনের দু'আ
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
কুরআন হাদীসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
নির্বাচনে জেতার উপায়
ইসলামী সমাজ নির্মাণে নারীর কাজ
শাহাদাত অনির্বাণ জীবন
ইসলামী আন্দোলন : সবরের পথ
আধুনিক বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন ও মাও.মওদূদী
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)

কিশোরদের জন্যে লেখা বই
কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো নামায পড়ি
এসো চলি আল্লাহর পথে
নবীদের সংগ্রামী জীবন ১ম খণ্ড
নবীদের সংগ্রামী জীবন ২য় খণ্ড
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)

অনূদিত বই
আল্লাহর রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন
রসূলুল্লাহর নামায
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?
ইসলামের জীবন চিত্র
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী
মহিলা ফিক্হ ১ম খণ্ড
মহিলা ফিক্হ ২য় খণ্ড
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিকপন্থার উপায়
এন্তেখাবে হাদীস
যাদে রাহ্
ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা
দাওয়াত ইলাল্লাহ্ দা'য়ী ইলাল্লাহ্

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
মগবাজার,ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২